চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 46 Monday, 15 January, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা ❋ ২৯ পৌষ, ১৪৩০, সোমবার, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

জন্মদিনে পার্টিতে খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে যথেচ্ছ মদ্যপান আর তার সঙ্গে তারস্বরে গান বাজানো রুখতে গিয়ে খাস কলকাতায় আক্রান্ত হল পুলিশ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ভয়ঙ্কর পথদুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল তিনজনের। শনিবার রাতে বহরমপুর থেকে ফিরছিলেন তিন যুবক। দেবগ্রামের ধ্বজপুকুরের কাছে পথদুর্ঘটনাটি ঘটে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ রবিবার পুণ্য মকর সংক্রান্তির দিনে হাওড়াতেও মন্দিরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান কর্মসূচি পালিত হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

শুধু সাদা বলের ক্রিকেট খেললে আর হবে না। এ বার থেকে লাল বলের ক্রিকেটও খেলতে হবে হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানাদের। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে জটিলতা, পর্ষদের নির্দেশিকায় আলোড়ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ আর হাতে বলতে অর্ধেক মাস। তারপরই শুরু হয়ে যাবে এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই চলতি মাসেই মিলবে অ্যাডমিট কার্ড। কিন্তু এই অ্যাডমিট কার্ড পাওয়া নিয়েই জটিলতা শুরু হয়েছে। কারণ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কড়াকড়ি করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা বা টিচার ইনচার্জদের মুচলেকা দিতে বলেছে। তবেই হাতে মিলবে অ্যাডমিট কার্ড। এমনকী এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। কথা না শুনলে বুড়ো আঙুল চোষা ছাড়া উপায় থাকবে না। এমন নির্দেশিকা মানতে নারাজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ক্যাম্প অফিস থেকে অ্যাডমিট নিতে গিয়ে কোনও মুচলেকা দেওয়া হবে না বলে পাল্টা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। যদি এই টানাপোড়েন চলতে থাকে তাহলে ভোগান্তি হবে পড়ুয়াদের। এদিকে এমন নির্দেশিকা যে আসতে পারে তা কল্পনা করতে পারছেন না স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, অ্যাডমিট সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুচলেকা

দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বৈঠকে বসেছে অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস সংগঠন। অথচ সময় গড়িয়ে গিয়েছে। এখন যদি এটার মীমাংসা না হয় তাহলে চরম হেনস্থার শিকার হবে পরীক্ষার্থীরা। কলকাতার মিত্র ইন্সটিটিউশনে হয় কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত বৈঠক। সেখানেই অ্যাডমিট সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুচলেকা দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্দেশিকা জারি করে চুপচাপ আছে। অথচ গোটা বিষয়টি ঘটছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অগোচরে। এই আবহে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, ''কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সবাই একমত হয়েছেন যে, অ্যাডমিট নেওয়ার সময় কোনও স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা ওই মুচলেকা দেবেন না। এই রাজ্যের শিক্ষার ইতিহাসে কখনও পর্ষদ বা সংসদের পক্ষ থেকে কোনও অপমানজনক নির্দেশিকা জারি করা হয়নি।'' ২০২৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা বা টিচার ইনচার্জদের ১০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে মুচলেকা দিতে বলা হয়েছে। এখন এই নির্দেশিকা বাতিলের দাবিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে শিক্ষকদের সংগঠন। কিন্তু কেন মুচলেকা চাওয়া হচ্ছে? সূত্রের খবর, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নবম শ্রেণিতেই পড়ুয়াদের রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। তার জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। অভিযোগ, প্রত্যেক বছর সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও দেখা যায় কিছু পড়ুয়ার রেজিস্ট্রেশন হয়নি। তাই এই বছর অ্যাডমিট কার্ড নেওয়ার সময় প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মুচলেকা দিতে বলা হয়েছে। আগামী ২২ জানুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড পাওয়ার কথা।

গো-সেবায় প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃ সোমবার (১৫ জানুয়ারি) সাগরস্নান। বলা ভাল, মকরস্নান। মকর সংক্রান্তির তিথি অবশ্য পড়ে গিয়েছে রবিবার থেকেই। আর এই মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গো-সেবা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার নয়া দিল্লিতে নিজ বাসভবন চত্বরেই গরুদের সবুজ ঘাস-পাতা খাওয়ালেন প্রধানমন্ত্রী। সংবাদ সংস্থা এএনআই সেই সব ছবি শেয়ার করেছে। ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজের হাতে ৫-৬টি গোরুকে সবুজ ঘাস-পাতা খাওয়াচ্ছেন। আবার কোনও ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গরুদের গলায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গো-সেবা অবশ্য এটাই প্রথম নয়। এর আগে একাধিকবার গো-সেবায় অংশ নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েও গো-প্রকল্প চালু করে কখনও নিজের হাতে গরুকে খড় খাইয়েছেন তো কখনও গম খাওয়াতে দেখা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদিকে। আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মথুরায় দেশজুড়ে বাছুর ভ্যাকসিনেশনের প্রচারে গিয়ে গো-পুজোয় অংশ নিতেও দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। মানুষের জীবনে গরুর যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মকর সংক্রান্তির প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গরুদের সবুজ ঘাস-পাতা খাওয়ানোর ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'ওদের দুর্নীতির পেনাল্টি আমরা দেব কেন?'

মুখে কালি-পিঠে চাবুক, গর্জে উঠলেন চাকরিপ্রার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের দাবিতে হাজার দিন পার করে রাস্তায় এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। মুখে কালি মেখে, পিঠে প্রতীকী চাবুক মেরে চাকরি চেয়ে চলছে আন্দোলন। পড়শি রাজ্য বিহারে, ১ লক্ষ ২০ হাজার অস্থায়ী শিক্ষক স্থায়ী হয়েছেন। কিন্তু বাংলায় মাসের পর মাস রাস্তায় চাকরিপ্রার্থীরা। এই সমস্যা মিটবে কবে? চাকরিপ্রার্থীদের আর্জি, প্রয়োজনে দু'ঘা চাবুক মারুক সরকার। কিন্তু তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করা হোক। এর আগে, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে গত মাসেই বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সকলের প্রশ্ন ছিল, দুই ঘণ্টার বৈঠক শেষে তবে মিটল দীর্ঘদিনের জটিলতা? পুরোপুরি না কাটলেও সরকারের তরফে 'আশার আলো' দেখতে পেয়েছেন এসএলএসটি আন্দোলনকারীর দল। এইভাবে ঘনঘন কমিউনিকেশনের দুই তরফে চলতে থাকলে যে দ্রুত সমস্যার সমাধান মিলবে, এনিয়ে প্রকাশ্যে দাবি করেন আন্দোলনকারীরা এবং একই সুর কুণাল ঘোষ তথা শিক্ষামন্ত্রী তথা ব্রাত্য বসুর। কুণাল ঘোষ এদিন বলেন, ''যাঁরা বাধা দিচ্ছেন, তাঁরাই আবার ধর্নামঞ্চে গিয়ে বিপ্লবী সাজছেন! তাঁরা চাইছেন সেই ধর্নাগুলি চলুক, এবং সেই মঞ্চগুলিকে তাঁরা রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করবেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, যাদের দোষে, এই ভুলগুলি হয়েছে, তাঁদের তদন্ত বিচার একটা পার্ট। কিন্তু চাকরির জটটা তো খুলতে হবে। যে ছেলেমেয়েগুলি এই কর্মপ্রার্থী হয়ে রয়েছে, সেই জটটা খোলার একটা

প্রক্রিয়া চলছে। তার মধ্যে আইন একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে রয়েছে। ফলে আমরা আশাবাদী, আন্দোলনকারী এবং সরকারের মধ্যে একটা ঘনঘন কমিউনিকেশনের মধ্যে দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে এই জটটা কাটবে।'' তার আরও দাবি, ''অভিষেক ও মমতার হস্তক্ষেপের ফলেই শূন্য পদগুলি বেড়েছিল। কারও না কারও ভুলেই জটটা পেকেছিল। এবার এখন জটটা খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকার যখন সেটা করতে রাজি হলেন, তখন আবার সিবিআই চেয়ে আদালতে যাওয়া হচ্ছে। অনেকে চাইছে ইস্যুটাকে জিইয়ে রাখতে। আর আমরা চাইছি, যাদের চাকরি দরকার, সেই জট খুলে তাঁদের নিয়োগ, তাঁরা যেনও ক্লাসে গিয়ে ক্লাসটা নিতে পারে।'' অপরদিকে, ব্রাত্য বসু বলেছিলেন, ''কিছু আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল। আমি বরাবরই বলে গিয়েছি, আদালতের নির্দেশক্রমে মহামান্য আদালত যেভাবে চাইবে, আমরা সেইভাবেই নিয়োগ দেব। আশা করছি যে এই আইনি জটিলতা তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। আমি আগেও যা বলেছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই চাকরি দিতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই চাকরি দেবেন। এই জট আমরা দ্রুত কাটিয়ে দিতে পারবো।'' কিন্তু জট মিটল কই? প্রাথমিকের এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদেরই বা কী হবে? চাকরিপ্রার্থীদের কথায়, ''জানি না আর কতদিন এভাবে অপেক্ষা করতে হবে। আর কতদিন চোখের জল এভাবে যাবে? দুর্নীতি করে স্কুল দখল নিয়ে বসে আছে, আর আমরা রাস্তায় বসে প্রাপ্য চাকরির জন্য হাহাকার করছি।'' তাঁরা বলছেন, ''আমাদের জীবনে আর আঘাতের কী বাকি আছে? ৯টা বছর তো এমনিই কেড়ে নিয়েছে। আমরা বাবা-মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারি না। এই চাবুকের আঘাত আসলে সরকারের চাবুকের আঘাত যা দেখা যায় না।'' এদিন চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর বক্তব্য, সরকার চাইলেই চাকরিটা দিতে পারে। চাকরিপ্রার্থী অরুণিমা পাল বলেন, মুখের কালি প্রতীকী। সংগঠিত অপরাধীদের এই কালি। গত কয়েকদিনে বারবার চাকরির প্রসঙ্গ নিয়ে শাসকদল বলেছে, আইনি জটিলতা রয়েছে। যা কাটলে চাকরি দিতে প্রস্তুত তাঁরা। এদিন চাকরিপ্রার্থী অরুণিমা পাল বলেন, ''আমাদের বিচারালয়ে যেতে হবে কেন? চাকরির বিজ্ঞপ্তি কি বিচারালয় দিয়েছিল? নিয়োগপত্র কি বিচারালয় দেবে? সেখানে দোষ-নির্দোষ প্রমাণ হয়। নোটিফিকেশন দিয়েছে প্রাথমিক পর্ষদ। দুর্নীতি হয়েছে আর তার পেনাল্টি আমরা সাধারণ চাকরিপ্রার্থীরা দেব কেন?''

শঙ্করের কোম্পানির অ্যাকাউন্টে ২ হাজার কোটি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছেন বনগাঁর তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্য। ইডি জানিয়েছিল, মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের থেকেই শঙ্করের নাম জানা যায়। সেই সূত্র ধরেই তল্লাশি অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে শঙ্করকে। তদন্তে জানা গেছে, এই শঙ্করের কোম্পানি 'আঢ্য ফোরেক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রয়েছে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা! যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে রাজ্য রাজনীতিতে। এই টাকার সঙ্গে রেশন দুর্নীতির যোগ আছে কিনা তাই খুঁজছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অফিসাররা। এবার এই টাকার বিষয়ে মুখ খুললেন শঙ্করের স্ত্রী। রবিবার তিনি বলেন, ''এটা ব্যবসার টাকা। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।'' রেশন দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে গত ৫ জানুয়ারি একযোগে উত্তর ২৪ পরগনার দুই জায়গায় হানা দেয় ইডি। সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান ও বনগাঁতে শঙ্করের বাড়িতে। শাহজাহানকে না পেলেও শঙ্করকে বাড়িতেই পেয়েছিল ইডি। দিনভর জেরা ও তল্লাশি অভিযানের পর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তল্লাশি অভিযানে গিয়ে ইডি অফিসাররা শঙ্করের সংস্থা 'আঢ্য ফোরেক্স প্রাইভেট লিমিটেড'-এর

খোঁজ পান। সেই সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ঘাটতে গিয়েই চোখ কপালে ওঠে গোয়েন্দাদের। দেখেন অ্যাকাউন্টে আছে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস কী সেই নিয়ে ধন্দে পড়ে যায় ইডি। আদালতের নির্দেশে শঙ্কর আঢ্য বর্তমানে ইডি হেফাজতে রয়েছেন। রবিবার তাঁকে বি আর সিং হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। সেই সময় সাংবাদিকরা শঙ্করকে এই বিপুল অর্থের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। তা শুনে তৃণমূল নেতা বলেন, ''আমাদের ব্যবসায় এমন হয়েই থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কিত ব্যবসায় এমন লেনদেন হয়। আমার দল এই টাকার সম্পর্কে কিছু জানে না।'' তদন্তে দেখা গিয়েছে যে ইডি জানতে পারে কলকাতায় শঙ্করের মা শিবানি আঢ্য ও ভাই মলয় আঢ্য। সিজিওতে ডেকে দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি অফিসাররা।

রাহুলের যাত্রা শুরু, খাড়্গে বললেন 'সংবিধান রক্ষার অভিযানে কংগ্রেস'

ইম্ফল, ১৪ জানুয়ারিঃ রবিবার মণিপুরের থাউবাল জেলা থেকে শুরু হল রাহুল গান্ধি ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। কুয়াশার কারণে রাহুল এবং কংগ্রেস নেতাদের দিল্লি থেকে মণিপুরগামী বিশেষ বিমানটি নির্ধারিত সময় নামতে পারেনি। ফলে রাহুলের যাত্রার সূচনা অনুষ্ঠান কিছু সময়ের জন্য পিছিয়ে দিতে হয়। যাত্রার সূচনা করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। তিনি রাহুলের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন। ভাষণে খাড়্গে বলেন, অংশই যাবেন বাসে। রাহুলের এবারের যাত্রার নাম এবং রুট বদল হয়েছে, কিন্তু পোশাকের পরিবর্তন হয়নি। রাহুল আগের বারের মতোই সাদা টি শার্ট এবং কালো রংয়ের প্যান্ট পরে হাটছেন। পাশে সকলের গায়ে অবশ্য পর্যাপ্ত গরম জামা-কাপড়। শনিবার থেকে মণিপুরে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। এই পর্বে রাহুল উত্তর-পূর্ব ভারতের পর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে এগোবেন। বাংলায় পাঁচ দিনে সাতটি জেলায় যাবেন তিনি। জেলা পিছু একটি

''দেশের একটি স্বৈরাচারী শক্তির উত্থান ঘটেছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সংবিধান বাঁচাতে কংগ্রেসের এই অভিযান।'' রাহুল রবিবার যাত্রার প্রথম দিনে ১০ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন। রবিবার রাতে তিনি থাউবালে থাকবেন। সোমবার সেখান থেকে বাসে নাগাল্যান্ড পৌঁছবেন। ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্বে রাহুল ৬৬ দিনের মাথায় মুম্বই পৌঁছবেন। এবার মোট ৬৭০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবেন। তবে বেশিরভাগ সভায় ভাষণ দেবেন। মণিপুরে রবিবার বড় জমায়েত করার সুযোগ ছিল না। আইন-শৃঙ্খলার কারণে পুলিশ তিন হাজারের বেশি লোকের জমায়েতে অনুমোদন করেনি। গত বছরের ৩ মে থেকে মণিপুর জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত। মেইতেই ও কুকিরা মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত। এই পরিস্থিতিতে রাহুলের রবিবারের সভা ছিল মেইতেই বহুল এলাকায়। সোমবার নাগাল্যান্ডে প্রবেশের আগে রাহুল সভা করবেন কুকি বহুল জেলা কাঙপকপিতে।

সেনা সরাতে ভারতকে 'ডেডলাইন' মলদ্বীপের

মালে, ১৪ জানুয়ারিঃ সময় মাত্র তিন মাস। ১৫ মার্চের মধ্যেই মলদ্বীপ থেকে ভারতের সমস্ত সামরিক কর্মীদের প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিলেন সেই দেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জু। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মলদ্বীপের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পাবলিক পলিসি সেক্রেটারি আবদুল্লাহ নাজিম ইব্রাহিম বলেছেন, ''ভারতীয় সামরিক কর্মীরা মলদ্বীপে থাকতে পারবেন না। এটাই রাষ্ট্রপতি ড. মহম্মদ মুইজ্জু এবং তাঁর প্রশাসনের নীতি।'' লাক্ষাদ্বীপ-মলদ্বীপ বিতর্ক সাম্প্রতিক হলেও, মলদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনাদের প্রত্যাহারের বিষয়টি নতুন নয়। বস্তুত, 'ইন্ডিয়া আউট' এই নীতি সামনে রেখেই ক্ষমতায় এসেছেন মুইজ্জু। নির্বাচিত হওয়ার পরই তিনি ভারতীয় সৈন্যদের মলদ্বীপ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ''মলদ্বীপের মাটিতে কোনও বিদেশি সেনা না থাকাটা আমাদের দেশকে নিশ্চিত করতে হবে।'' এর প্রায় দুই মাস পর সেনা প্রত্যাহারের জন্য ভারতের ডেডলাইন বেঁধে দিল মলদ্বীপ প্রশাসন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে মলদ্বীপে ৮৮ জন ভারতীয় সামরিক কর্মী রয়েছেন। সাধারণত, মলদ্বীপের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর, তাঁর প্রথম বিদেশ সফরে ভারত ভ্রমণ করেন। কিন্তু, সম্পূর্ণ উল্টো পথে হেঁটেছেন মুইজ্জু। প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে তিনি চিনে গিয়েছিলেন। চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, চিনের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। তার কয়েকদিন বাদেই ডেডলাইন দিলেন মহম্মদ মুইজ্জু। মলদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের জন্য, ইতিমধ্যেই দুই দেশ এক উচ্চ-পর্যায়ের কোর কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির প্রথম বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় হাইকমিশনার মুনু মাহাওয়ার। এই বৈঠকেই ভারতীয় পক্ষকে ১৫ মার্চের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবদুল্লাহ নাজিম ইব্রাহিম। চিন সফরের সময়, মলদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জু যেমন বেজিংয়ের সঙ্গে হাত

মেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে ভারতকেও পরোক্ষে আক্রমণ করেন। কোনও বিশেষ দেশের নাম না করেই মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, ''আমরা ছোট দেশ হতে পারি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি আমাদের ধমক দেওয়ার লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছেন। আমরা কারও বাড়ির উঠোনে অবস্থিত নই। আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। তাই, মলদ্বীপের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে না গলানোর অধিকার কোনও দেশের নেই।''

বইমেলার জন্য ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো চালাবে স্পেশ্যাল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারিঃ আর কয়েকদিন। তারপর শুরু হচ্ছে কলকাতা বইমেলা। আর মেলার কটা দিন প্রচুর বই প্রেমী মানুষের ভিড় হয় প্রাঙ্গণে। চুটিয়ে বই কিনেন তাঁরা। সেই কারণে মেলায় আসা মানুষদের যাতে কোনও রকম অসুবিধার পড়তে না হয় তাই স্পেশ্যাল মেট্রো সার্ভিস ঘোষণা করল কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। রবিবারও মিলবে পরিষেবা। একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোরে অতিরিক্ত পরিষেবা দেবে কলকাতা মেট্রো রেল। তাই সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ১০৬টি রেল চলার বদলে ১২০টি মেট্রো চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে। ভোর ৬টা ৫৫ থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পরিষেবা মিলবে। যেহেতু দুপুর থেকে বিকেলেই মূলত মানুষজন মেলায় আসার তোড়জোড় করেন সেই বিষয়টি চিন্তা করেই দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিট থেকে ৯টা ১৯ মিনিট পর্যন্ত ১২ মিনিটের ব্যবধানে চলবে ট্রেন। মেট্রো রেল সূত্র খবর, শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহের জন্য প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়। অপরদিকে, শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের জন্য শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত্রি ১টা ৩৫ মিনিটে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত্রি ৯টা ৪০ মিনিটে। রবিবারও চলবে স্পেশ্যাল ট্রেন। এই দিনগুলিতে দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলবে মেট্রো। তার মধ্যে দুপুর ২টো ৫৫ মিনিট থেকে রাত্রি ৮টা ১৯ মিনিট পর্যন্ত ১২ মিনিটের ব্যবধানে চলবে মেট্রো। শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের জন্য ছাড়বে দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ জন্য ছাড়বে দুপুর ১টায়। আবার শিয়ালদহ থেকে সল্টলেকগামী শেষ মেট্রো চলবে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ জন্য শেষ মেট্রো রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।

ইন্ডিয়া ব্লকে সব ঠিক আছে তো? ১৯৭৭ সালের উদাহরণ টেনে মুখ খুললেন পাওয়ার

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারিঃ গতকালই ভার্চুয়াল বৈঠকে মিলিত হয়েছিল ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। তবে সেই বৈঠকে যোগ দেননি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে গতকালকের বৈঠকে নীতীশ কুমারকে ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়কের পদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে নীতীশ সেই পদ গ্রহণ করেননি। এরই আবহে বিজেপি ইন্ডিয়া জোটকে খোঁচা মারতে ছাড়ছে না। এই সবের মাঝেই এবার জোট নিয়ে মুখ খুললেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। শরদ পাওয়ার জানিয়ে দেন, জোটের মুখ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীদের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই। শরদ জানান, নীতীশকে জোটের আহ্বায়ক করার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি পাল্টা বলেন, জোটের দলগুলির প্রধানদের নিয়ে একটি দল গঠন করা উচিত কোনও একজনকে আহ্বায়ক না করে। শরদ পাওয়ার বলেন, ''বৈঠকে অনেকেই দাবি করেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে জোটের প্রধান করা উচিত। সেই মতো ইন্ডিয়া ব্লকের সভাপতি করা হয় খাড়্গেকে। এরপর নীতীশকে জোটের আহ্বায়ক বানানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে তখন নীতীশ বলেন যে এখন আর আহ্বায়কের পদের প্রয়োজন নেই।'' তবে কি লোকসভা ভোটে ইন্ডিয়া জোটের 'মুখ' খাড়্গে? এনসিপি প্রধান বলছেন, নির্বাচনের পরই নির্দিষ্ট কাউকে মুখ হিসেবে তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। ফল প্রকাশ হোক, তারপর জোটের মুখ বেছে নেওয়া হবে। এই আবহে তিনি ১৯৭৭

সালের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ''মোরারজি দেশাইকে প্রথমে জোটের মুখ হিসেবে তুলে ধরা হয়নি। বর্তমানে সব বিরোধী দল যে একসঙ্গে এগিয়ে এসে জোট করেছে, এটাই তো ইতিবাচক বিষয়।'' এর আগে গতবছর ডিসেম্বরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রস্তাব করেছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে যাতে জোটের মুখ করা হয়। সেই মতো খাড়্গেকে জোটের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। তবে যে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে খাড়্গেকে বেছে নেওয়া হয়, তাতে যোগই দেননি মমতা। তৃণমূল নেতারা এই বিষয়ে দাবি করেন, বৈঠকের বিষয়ে শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টার সময় জানানো হয় মমতাকে। এদিকে আগে থেকেই শনিবার নিজের কর্মসূচি ঠিক করে রেখেছিলেন মমতা। এই বিষয়ে কুণাল ঘোষ দাবি করেন, ''সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দলগুলির মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে কি না। আর এই ক্ষেত্রে আমাদের দলের তরফ থেকে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।'' এদিকে এই গোটা বিষয় নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ''ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপ্টেন কেউই হতে চান না। যদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকত, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতে রীতি মতো ঝাঁপ দিতেন। তবে তিনি নিজে ইন্ডিয়া জোটের প্রধান হওয়ার দৌড় থেকে সরে এসেছেন। এর থেকেই স্পষ্ট যে বিরোধীদের জয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই। খাড়্গেকে এখানে বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে। নীতীশ কুমারও এই বিষয়টা বুঝেছেন।''

মেরুদন্ডের নিচের দিকে হাড় ভেঙেছে মদন মিত্রের ! এমআরআই

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃগুরুতর অসুস্থ কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের মেরুদন্ডের নিচের দিকে হাড় ভেঙেছে। এক্স রে-তে তা ধরা পড়েছে বলে খবর এমনটাই । জানা গেছে রবিবার তাঁর এমআরআই করা হবে।গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মুকুন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক বিধায়ক মদন মিত্র । তিনি রক্তাল্পতায় ভুগছেন । শনিবার রক্ত দেওয়া হয়। এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় তাঁর ডান কাঁধের হাড় ভাঙে । সেইসময় অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অস্ত্রোপচার কতটা সফল তা নিয়েও চিকিৎসকদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তাই সেটিও ফের পরীক্ষা করতে হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে সূত্রের খবর, এক্স রে-তে তা ধরা পড়েছে মদনের মেরুদন্ডের নিচের দিকে হাড় ভেঙেছে। জানা গেছে রবিবার তাঁর এমআরআই করা হবে।উল্লেখ্য, শুক্রবার সন্ধেয় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থা আগের থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হলেও বেশ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকতে হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তবে, শনিবার দিনভর হাসপাতালের কেবিনে কার্যত অধৈর্য অবস্থায় কাটিয়েছেন মদন মিত্র। মাঝেমধ্যে বাড়ি যেতে চেয়েছেন।

সিমলাঃপথ দুর্ঘটনায় নিলত বাবা-ছেলে, আহত পরিবারের তিন সদস্য

সিমলা, ১৪ জানুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের সিমলার ধলি থানা এলাকায় গাড়ি খাদে পড়ে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে এবং পরিবারের তিন সদস্য আহত হয়েছেন। লোহরি উৎসবে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।শনিবার রাতে সিমলা-সুন্নি রোডের বলদেয়ানের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, একটি গাড়ি শিমলা থেকে কার্সোগের দিকে যাচ্ছিল। ওই গাড়িতে একই পরিবারের পাঁচ সদস্য ছিল। গাড়িটি মাশোবরার কাছে বলদেযানে পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং নিযন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার নিচে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ।স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ উদ্ধার অভিযান চালায়। এই দুর্ঘটনায় ঈশ্বর দাস (৭২) ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তার ছেলে বাল কৃষ্ণ (৪২) আইজিএমসিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। বাল কৃষ্ণ গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় বাল কৃষ্ণের স্ত্রী, তাঁর ছেলে ও মেযেও আহত হয়েছেন। এই তিনজন আইজিএমসিতে চিকিৎসাধীন।সিমলার এসপি সঞ্জীব গান্ধী বলেন, ধলি পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণগুলি তদন্ত করা হচ্ছে। নিহতদের দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে।

হুগলির মা মিশন আশ্রমে সমারোহে পালিত হয়ে গেল স্বামীজির জন্মজয়ন্তী

মলয় সুর,চুঁচুড়াঃ গত শুক্রবার রাজ্যজুড়ে মহা সমারোহের সঙ্গে পালিত হলো স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মবার্ষিকী হুগলী স্টেশন লাগোয়া মা মিশন আশ্রমে স্বামীজীর মূর্তি উন্মোচন করেন এই আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্ত বনিক এবং তিনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। স্বামীজীর মূর্তিটি দত্তপুকুরের জামাল উদ্দিনের মূর্তির কর্মশালা থেকে আনা হয়। উল্লেখ্য তিনি অযোধ্যার মন্দিরের রামমূর্তির কারিগর। এদিন অনাথ আশ্রমের ছেলেদের বই, খাতা, পেন, পেন্সিল উপহার দেওয়া হয়। পাশাপাশি দুপুরে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। প্রতিদিনের পাঠের বদলে দিনভর স্বামীজীর কর্মকাণ্ড নিয়ে জীবন , আদর্শ , দর্শনের উপর আলোচনা করা হয়। হাজির ছিলেন বন্দনা বণিক। যুব দিবসে মানবসেবা কে পাথেয় করে বিধবাদের রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন অন্নপূর্ণা বণিক। এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতা হয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে।

শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উদ্যোক্তারা এই শিল্পে পা রাখছেন

নয়াদিল্লি,১৪ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের রুক্ষ ভূখণ্ড ট্রাক চালকদের জন্য নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে যদিও এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিক সুযোগেও পরিপূর্ণ। ই-কমার্স এবং লজিস্টিক শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উদ্যোক্তারা আজ এই শিল্পে পা রাখছেন, যা ধীরে ধীরে শক্তিশালী পরিবহন নেটওয়ার্ক নির্মানের পথ প্রশস্ত করছে। এমনই একজন পথপ্রদর্শক হলেন অমরনাথ বনিক, যিনি গুয়াহাটির বাসিন্দা ৩৮ বছরের একজন উদ্যোক্তা। অ্যামাজন-এর ট্রাকিং পার্টনার প্রোগ্রামের সাথে তার যাত্রা শুধুমাত্র তার পরিবারের ট্রাকিং ব্যবসাতে রূপান্তর ঘটিয়েছে তাই নয়, বরং তার কোম্পানিকে এই অঞ্চলের একদম ভিন্ন ভৌগলিক এবং পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জন ও আদর্শ অংশীদার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।খুব অল্প বযসে অমরনাথের উদ্যোক্তা যাত্রা শুরু হযেছিল, ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ট্রাক ব্যবসার হাত ধরে তার কাজের শুরু। ২০০৬ সালে, তিনি বাবার ব্যবসায় হাত লাগান আর ক্রমবর্ধমান অনলাইন খুচরা ব্যবসাগুলিকে পরিষেবা দেওয়ার বিপুল সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যেই বেশ কয়েকটি ই-কমার্স কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন। ২০১৯ সালে অমরনাথের উদ্যোক্তা কেরিয়ারে এক গুরুত্বপূর্ণ মো। আসে যখন অমরনাথ, অ্যামাজনের ট্রাকিং পার্টনার প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে পারেন। নিজের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য, তিনি অ্যামাজন -এর সাথে অংশীদারিত্ব করেন, প্রাথমিকভাবে ৫০টি ট্রাক এবং ৬০ জন ড্রাইভার নিয়ে কাজ শুরু হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে, তার ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে আর তার বহরে ট্রাকের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায়। পরিষেবা দেওয়ার জন্য অমরনাথের আওতায় কাজ করেন ২৫০ জনের বেশি ড্রাইভার। তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুটে তার ট্রাক চলাচল করে এবং বর্তমানে তার লজিস্টিক নেটওয়ার্ক উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ১৩টি শহরের সবকটিতেই পরিষেবা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটি, তিনসুকিয়া, শিলং এবং কোহিমার মতো ব। শহর। এই অংশীদারিত্ব লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ গুলির মোকাবিলা করে এবং এসএমই গুলিকে তাদের ব্যবসার উন্নতির জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। এই উদ্যোগ, স্থানীয় ব্যবসাগুলিকে সমর্থন করার জন্য অ্যামাজনের প্রতিশ্রুতিকেও পুনর্ব্যক্ত করে। অভিনব সিং, ভাইস প্রেসিডেন্ট, অপারেশনস, অ্যামাজন ইন্ডিয়া, বলেছে, আমাজন এর ট্রাকিং পার্টনার হিসাবে অমরনাথের অসাধারণ যাত্রা, উদ্যোক্তা মানসিকতার একটি চমৎকার উদাহরণ যা আমাদের দেশের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে। তিনি শুধুমাত্র নিজের পারিবারিক ব্যবসাই নয়, এই অঞ্চলের লজিস্টিক পরিমন্ডলকেও একেবারে পাল্টে দিয়েছেন। এই ধরণের উদ্যোগ এর হাত ধরেই অ্যামাজন, আজ উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক অংশে গ্রাহকদের কাছে বিরামবিহীন ডেলিভারির প্রতিশ্রুতি পূরণ করে চলেছে।

মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসকে বড় ধাক্কা, সম্পর্ক ছিন্ন করলেন মিলিন্দ দেওরা

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস নেতা মিলিন্দ দেওরা রবিবার দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মিলিন্দ দেওরা রাহুলের ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা শুরুর ঠিক আগে এই ঘোষণাটি করে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অবাক করে দিয়েছেন।মিলিন্দ দেওরা তার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, আজ আমার রাজনৈতিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি। আমি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। দলের সাথে আমার পরিবারের ৫৫ বছরের সম্পর্ক শেষ হয়েছে। মিলিন্দ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সমস্ত নেতা, সহকর্মী ও কর্মীদের প্রতি যারা বছরের পর বছর ধরে অটল সমর্থন দিয়েছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিলিন্দ দেওরার বাবা মুরলি দেওরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি মুম্বই কংগ্রেসের সভাপতিও ছিলেন।

২০ জানুয়ারি থেকে শুরু দুই দিনব্যাপী মিথিলা বিভূতি উৎসব

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ মিথিলা সেবা ট্রাস্ট, কলকাতায় অবস্থিত মৈথিলিভাষী লোকদের একটি সামাজিক সংগঠনের তত্বাবধানে প্রতি বছর আযোজিত মিথিলা বিভূতি উসব ২০ জানুয়ারি থেকে বাগুইআটির জারদাবাগানের বন্ধু মহল ক্লাব প্রাঙ্গণে শুরু হবে। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান শুরু হবে সম্মিলিতভাবে হনুমান চালিসা পাঠ ও অখন্ড অষ্টম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে। পরের দিন অর্থা ২১শে জানুয়ারি মৈথিলী মহান কবি বিদ্যাপতির স্মরণে মিথিলা বিভূতি পর্ব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, যার উদ্বোধন করবেন প্রবীণ সমাজকর্মী ভোগেন্দ্র ঝা। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি থাকবেন সাংসদ সৌগত রায় ও বিধায়ক অদিতি মুন্সী, প্রধান বক্তা হিসাবে থাকবেন বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক ড. যোগেন্দ্র পাঠক 'বিয়োগী'। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন বিধাননগর পুরসভার মেয়র পরিষদের সদস্য দেবরাজ চক্রবর্তী, তিন নম্বর বোড়ো চেয়ারপার্সন পিয়ালী সরকার, সমাজকর্মী জীবেন্দ্র মিশ্র, বন্ধু মহল ক্লাবের সভাপতি কার্তিক ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রমাকান্ত ঝা বলেন, অনুষ্ঠানের আগে দরিদ্রদের মধ্যে কম্বলও বিতরণ করা হবে। তিনি জানান, অনুষ্ঠানে বক্তা ও সাহিত্যিক প্রীতম নিষাদকে বাবু সাহেব চৌধুরী পুরস্কার, কবি ও গীতিকার মৈথিল প্রশান্তকে মিথিলা সংকীর্তন মণ্ডলী পুরস্কারে এবং লেখক ও সমাজসেবক মহেন্দ্র হাজারীকে জানকী সন্ধি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। এর সাথে পাবলিক ভান্ডারেরও আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানের শেষে একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হবে যেখানে বিকে বাবা, বিক্রম বিহারী, হেমকান্ত ঝা 'পিয়াসা', রচনা ঝা এবং জ্যোতি প্রিয়ার মতো জনপ্রিয় শিল্পীরা পরিবেশন করবেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন মিথিলাঞ্চলের বিখ্যাত সঞ্চালক রামসেবক ঠাকুর।

জোরে বক্স বাজানোয় নিষেধ সাধতেই এন্টালি থানার পুলিশ বেধড়ক'মার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সিআইটি রোডের আনন্দপালিতে একটি ফ্ল্যাটের ছাদের উপর জন্মদিনের পার্টি ছিল শনিবার রাত্রিবেলা। সেই পার্টি উপলক্ষ্যে সন্ধ্যে থেকেই বাজছিল বক্স। তবে রাত বাড়লেও সেই গান বন্ধ না হওয়ায় শেষে ১০০ ডায়াল করে পুলিশে ফোন করেন ফ্ল্যাটের বাকি সদস্যরা। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এন্টালিথানার পুলিশ কর্মীরা। পার্টিতে উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে বচসা বাধে তাদের। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় এক সিভিক ভলান্টিয়র ও এক সার্জেনের গায়ে হাত তোলেন অভিযুক্তরা। বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।স্তুড্পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা হলেন প্রভাত সরকার, বাপি সরকার ও বাপ্পা সরকার। ওই ফ্ল্যাটের এক বাসিন্দা বলেন, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আমরাও নিমন্ত্রিত ছিলাম। তবে রাত্রিবেলা খেয়ে দেয়ে চলে আসি। একটা পর্যন্ত বক্স বাজচ্ছিল। তারপর তো শুয়ে পড়েছিলাম। হঠা শুনি চিকার। দরজা খুলে দেখি পুলিশ এসেছে। এরপর কী হয়েছে বলতে পারব না।

টাকা না দিলে রোগীকে মেরে ফেলার হুমকি!কাঠগড়ায় বেসরকারি হাসপাতাল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নগদ টাকা না দিলে রোগীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভযোগ উঠলো এক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। মেডিক্লেম থাকার পরও নগদ টাকার দেওয়ার চাপ দিচ্ছিলো হাওড়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোম, তবে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি কর্তৃপক্ষ।স্তগত ১৮ ডিসেম্বর গোলবাড়ি থানা একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন হীতাংশ আগরওয়াল। একাধিক সমস্যা নিয়ে তিনি মেডিক্লেমের আওতায় ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। রোগীর স্ত্রী শ্রুতি আগারওয়ালের দাবি, হাসপাতালের তরফে তাঁদের ১২ জানুয়ারি বলা হয় নগদ টাকা দিয়ে রোগীকে বাড়ি নিয়ে যেতে। শুধু তাই নয়, ওপিডি ও আইপিডি প্রধান এম কিউ রাজা নামের এক ব্যক্তি রোগীর কেবিনে ঢুকে কলার ধরে বকেয়া বিলের নগদ টাকা চেয়ে তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।এরপরেই স্থানীয় গোলাবাড়ি থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। রোগীর পরিবার জানান, ক্রমশ টাকা দিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তাঁদের ভয় দেখানো ও নানান হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যদি এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার কথা বলার চেষ্টা করলেও তাঁরা ক্যামেরার সামনে কোনও রকম কথা বলতে চাননি। হীতাংশ বলেছেন, আমার মেডিক্লেম থাকার পরও আমায় ওরা ক্যাশ টাকা দিতে বলছে।যদিও সম্পূর্ণ বিষযটি শোনার পর হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিশলয় দত্ত জানিয়েছেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ ভয়ঙ্কর। তিনি বলেন, ওই হাসপাতালের বিরুদ্ধে আগেও অভিযোগ এসেছে। সেই সময়ও তদন্ত করা হয়েছিল।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,১৪ জানুয়ারিঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই

মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পাকুর স্টেশনে তার নতুন স্টপেজ থেকে পতাকাবাহিত হল

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ মালদা টাউন -এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস কালে (১৪.০১.২০২৪) পাকু। স্টেশনে তার নতুন স্টপেজ থেকে ঝা।খণ্ড বিধানসভার মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা শ্রী অমর কুমার বাউরি এবং মাননীয় সংসদ সদস্য। শ্রী আদিত্য প্রসাদ সাহু দ্বারা ফ্ল্যাগ অফ করলেন। শ্রী সঞ্জীব কুমার, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার হাও।া এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় দুইজনই বক্তৃতা দেন, শ্রী অমর কুমার বাউরি এবং শ্রী আদিত্য প্রকাশ সাহু এই অঞ্চলে অমৃত ভারত ট্রেন চালু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। যা উন্নতির সাথে পরিবহন সুবিধার জন্য উন্নয়নের নতুন যুগ নিয়ে আসছে। মালদা টাউন - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর চালু করেছিলেন, মালদা টাউন থেকে নিয়মিত চালানো শুরু করেছে। ৭.১.২০২৪ এবং এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ডব্লুইএফ ৯.১.২০২৪ ঝা।খণ্ডের জনগণের সুবিধার্থে এবং পাকু। এলাকায় যাত্রীদের আরও ভালো অভিজ্ঞতার জন্য, ভারতীয় রেলওয়ে এখন পাকু। স্টেশনে এই ট্রেনের স্টপেজের ব্যবস্থা করেছে।পাকু। তার পাথর খনির জন্য সুপরিচিত, যা সব ধরনের নির্মাণ কাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট। পাকু। স্টেশনে অমৃত ভারত ট্রেনের স্টপেজ শ্রমিক, কারিগর, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাদের পাকু। স্টেশনে যাতায়াতের জন্য খুবই উপকারী হবে। এটি পাকুরে ব্যবসায়িক বিকাশকেও উৎসাহিত করবে এবং এই অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে।১৩৪৩৪ মালদা টাউন - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (১৪.১.২০২৪ তারিখে যাত্রা শুরু) পাকু। স্টেশনে থামবে। ১৪.১.২০২৪ এবং বিপরীত দিকে ১৩৪৩৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ১৬.১.২০২৪) পাকু। স্টেশনে থামবে ডব্লুইএফ ১৮.১.২০২৪ ১৩৪৩৪ মালদা টাউন - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পাকু। স্টেশনে পৌঁছাবে ১০,০০ টায়। এবং পাকু। থেকে ১০,০২ টায় শুরু। যেখানে ১৩৪৩৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পাকু। স্টেশনে পৌঁছাবে ০৯,১০ টায়। এবং সেখান থেকে ০৯,১২ টায় শুরু। দৌড়ের তাদের মনোনীত দিনে। এটি একটি সাপ্তাহিক পরিষেবা। ১৩৪৩৪ মালদা টাউন - এসএমভিটি বেঙ্গালুরু মালদা টাউন স্টেশন থেকে ০৮,৫০ টায় ছাড়ে। প্রতি রবিবার এসএমভিটি বেঙ্গালুরু পৌঁছাতে ০৩,০০ টায়। মঙ্গলবার এবং বিপরীত দিকে ১৩৪৩৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ১৩,৫০ টায় ছো যাচ্ছে। প্রতি মঙ্গলবার মালদা টাউনে পৌঁছাতে ১১,০০ টায়। প্রতি বৃহস্পতিবার।পাকুড় ছাড়াও, এই ট্রেনের নিউ ফারাক্কা, রামপুরহাট, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান, ডানকুনি, খড়ঘপুর, বালাসোর, কটক, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপত্তনম, রাজামুন্দ্রি, বিজয়ওয়াড়া, নেলোর, কাটপাডিতে উভয় দিকেই স্টপেজ রয়েছে। এই ট্রেনটি আন্দুল, বেলদা, জলেশ্বর, সোরো, ভদ্রক, খুরদা রোড, ব্রহ্মপুর, শ্রীকাকুলাম, ভিজিয়ানগরম, টুনি, সামলকোট, ইলুরু, তেনালি, চিরালা, ওঙ্গোল, গুডুর, রেনিগুন্টা এবং জোলারপেটি স্টেশনেও থামবে।এই ট্রেনটি যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, যার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ-দক্ষ ত্বরণ নিশ্চিত করতে এবং স্টেশনগুলিতে লোকোমোটিভ পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দূর করতে সামনে এবং পিছনের প্রান্তে দুটি ডব্লুএপি-৫ লোকোমোটিভের ব্যবহার (পুশ-পুল কনফিগারেশন) যার ফলে ভ্রমণের সময় হ্রাস পায়। এই অমৃত ভারত এক্সপ্রেসে ২১টি নন-এসি কোচ রয়েছে যেখানে ০২টি সেকেন্ড ক্লাস কাম লাগেজ ভ্যান, ০৭টি জেনারেল সিটিং কোচ এবং ১২টি স্লিপার ক্লাস কোচ রয়েছে। কোচের মধ্যে নিরাপদ স্থানান্তর প্রদান এবং শব্দ ও কম্পন কমাতে এই কোচগুলিতে একটি সিল করা গ্যাংওয়ে রয়েছে।

ধর্ষণের প্রতিবাদে বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীদের ডেপুটেশন ঘিরে অগ্নিগর্ভ নন্দীগ্রাম

নন্দীগ্রাম, ১৪ জানুয়ারি ঃ দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে নন্দীগ্রাম থানায় ডেপুটেশন জমা দিতে যান বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীরা। রবিবার সেই সময় পুলিশ গেট আটকালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নন্দীগ্রাম থানার গেট ভেঙে থানায় ঢোকার চেষ্টা বিজেপি-র মহিলা মোর্চার কর্মীরা। থানার গেটে ধাক্কা মহিলা মোর্চার কর্মীদের। বিজেপি মহিলা মোর্চার এক কর্মীর দাবি, এ রাজ্যে কোনও নারী সুরক্ষা পাচ্ছে না। তার প্রতিবাদে আমাদের এই মহা মিছিল। ওসি এখানে এসে এসি ঘরে বসে রয়েছে। আমাদের মেয়েরা বাড়িতে বসে আছে। বেরোতে পারছে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে পারছেন না।প্রসঙ্গত, বুধবার বিকালে ১৬ বছরের এক দশম শ্রেণির ছাত্রী সাইকেলে টিউশন থেকে বাড়ি ফিরছিল। নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, খালপাড়ের কাছে তার রাস্তা আটকায় কয়েকজন যুবক। ওই নাবালিকাকে সাইকেল থেকে নামিয়ে মুখ বন্ধ করে জোর করে তুলে ভোতিতে নিয়ে যায়। সেখানেই গণধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে তিনজন। আরও কয়েকজন অধরা রয়েছে বলে খবর। এদিন, এই ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ করতেই নন্দীগ্রাম থানায় ডেপুটেশন জমা দিতে যায় বিজেপি। তবে গেট আটকে দেওয়ায় বাধে গণ্ডগোল। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলার চেষ্টা করছে।

কনকনে ঠান্ডা বঙ্গে, ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত রেল-উড়ান-সড়ক-ফেরি

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ জাঁকিয়ে ঠান্ডা গোটা বাংলায়। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে পশ্চিমের জেলাগুলি। কুয়াশায় ঢেকেছে উত্তরের জেলাগুলিও। রবিবার ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত রেল-উড়ান-সড়ক-ফেরি।পৌষ সংক্রান্তির আগে তিলোত্তমার পারা বর্তমানে ঘোরাফেরা করছে ১২ ডিগ্রির আশপাশে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। এদিকে রাত পোহালেই আবার মকর স্নান। তার আগে হাড় কাঁপানো ঠান্ডাকে সঙ্গী করেই গঙ্গাসাগরের পথে চলেছে পুণ্যার্থীরা। আগামী ৪ থেকে ৫ দিন শীতের এই দাপট দেখা যাবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৯ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৪ থেকে ৯৬ শতাংশ। তবে নতুন সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে ধীরে ধীরে হাওয়ার বদল হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকেরা।বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগেই সে কথা জানিয়েছে মৌসম ভবন। বুধবার সকাল থেকেই দেখা মিলতে পারে মেঘলা আকাশের। তারপর থেকেই ফের বাড়তে পারে তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। তবে মঙ্গলবার নাগাদ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে। বুধ ও বৃহস্পতিবার দুই চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং নদিয়াতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরইমধ্যে সিকিমেও বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকাগুলিতে তুষারপাতও হতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৫জানুয়ারি ঃ সোমবার, ২৯পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৯পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৯পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৯পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃচাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব হবে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উসাহিত করবে কারণ । **মিথুন রাশিঃ**আপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। শুভ দিন হবে **কর্কট রাশিঃ**রক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার **সিংহরাশিঃ**উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন। **কন্যারাশিঃ**প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। আপনার অবাস্তবু **তুলারাশিঃ**আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা **বৃশ্চিক রাশিঃ** প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে **ধনু রাশিঃ** আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।

মকর রাশিঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

কুম্ভ রাশিঃরক্তচাপের রোগীরা তাদের রক্তচাপ কমানো এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রেড ওয়াইনের সাহায্য নিতে পারেন। এটি তাদের আরো আরাম দেবে। আপনি যদি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ব্যাগগুলি সন্ধান করুন। **মীন রাশিঃ**অসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। দুশ্চিন্তার অনুপস্থিতি এই দিশায় প্রথম পদক্ষেপ। আপনি চমকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান

গাঁজা উদ্ধার-কান্ডে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী সহ ধৃতদের তোলা হলো আদালতে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৪ জানুয়ারিঃ হাওড়ার সাঁকরাইলে গাঁজা উদ্ধার-কান্ডে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যার স্বামী সহ তার দুই সাগরেদকে গাঁজা নিয়ে ব্যবসা করার অপরাধে হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করে। শনিবার সাঁকরাইলের নবঘরা সরদারপাড়ায় হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দাদের একটি দল হানা দেয়। উদ্ধার হয় ৪১ কেজি গাঁজা। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে।

ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়। প্রসঙ্গত, সাঁকরাইলের বিজেপি নেত্রী তথা কান্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যার স্বামী নিমাই রায় এবং তার দুই সাগরেদ সত্যদেও সাহানি এবং আনোয়ারা বেগমকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। এদিকে, ধৃত নিমাই রায়কে রবিবার হাওড়া আদালতে যাওয়ার পথে তিনি স্বীকার করেন তিনি দীর্ঘদিন গাঁজা নিয়ে ব্যবসা করেন। এদিন তিনি দাবি করেন তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। যদিও এর পেছনে কে বা কারা আছে সে ব্যাপারে তিনি কিছু খোলসা করেননি। প্রসঙ্গত, নিমাই রায় এলাকায় বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি বিজেপি কিষাণ মোর্চার সভাপতি। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের রবিবার হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হয়।

এদিকে, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধারের ব্যাপারে হাওড়া সদর জেলা বিজেপির সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, যারা বিজেপি করছে তাদের নামে অনেক কেস দিয়েছে। এখন বিজেপি করাই একটা সমস্যা। এই এজেন্সির যে তদন্ত চলছে তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে আগের মতো এই ঘটনা ঘটেছে। তবে এই ঘটনাটি কি ঘটেছে তা খোঁজ নিয়ে জানাবো। এই ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিএমের হাওড়া জেলা সম্পাদক দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস এইদল ওইদল করে খাওয়ার জন্য। এদের

সাঁকরাইল

মধ্যে ভাল কজন আছে সেইটাই ভাববার। যখন পয়সা ভাগাভাগি নিয়ে লড়াই হয় তখনই এমন ঘটনা ঘটে। কিন্তু মূল কথা খারাপ কাজ খারাপ কাজই। এদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি বলেন, এটাই বিজেপির আসল চরিত্র। আরও অনেক বিজেপি নেতার বাড়িতে তল্লাশি চালালেও এরকমই নিষিদ্ধ সামগ্রী পাওয়া যাবে। পুরো বিষয়টাই ওদের দলের ওপরের স্তরের নেতারাও জানতেন। ধৃতের বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এদিন ধৃত নিমাই ও তার দুই সাকরেদ সত্যদেও সাহানি ও আনোয়ারা বেগমকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। হাওড়া আদালতের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ধৃত তিনজনের জামিনের আবেদন খারিজ করে একদিনের জন্য জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। সোমবার এনডিপিএস কোর্টে এই মামলার শুনানি হবে। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। আরও কয়েকজন এই চক্রে জড়িত আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের খোঁজ চলছে।

গঙ্গাসাগরে এসে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু ঘটলো দুই পূর্ণার্থীর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,গঙ্গাসাগরষ ১৪ জানুয়ারিঃ গঙ্গাসাগর পৌষ মাসের শেষ শীতের কামড় চলছে গোটা বাংলায়। পিছিয়ে নেই গঙ্গা সাগর ও।এখানে ও চলছে শীতের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা।আর এবার গঙ্গাসাগরের পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল দুই পুণ্যার্থীর।শনিবার সকালে উত্তরপ্রদেশের বইরা এলাকার বাসিন্দা প্রহ্লাদ সিংহ (৭০) গঙ্গাসাগর মেলায় যাবেন বলে নামখানায় এসে পৌঁছান। ভেসেল ধরতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নামখানার ২ নম্বর পয়েন্টের জেটিঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলেন।সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মীরা তাঁকে নারায়ণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।সেখানেই চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।আবার দিল্লি থেকে এ দিনই গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন চন্দ্র পাল (৬১)। বিকেল ৪টে নাগাদ কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাটে এসে পৌঁছয় তাঁদের কুড়ি জনের দল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন চন্দ্র। অস্থায়ী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেন।শুক্রবারও গঙ্গাসাগর এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল রাজস্থানের দোওসা এলাকার বাসিন্দা মোহনলাল প্রজাপতির (৫৭)।আর শনিবার হলো দুজনের মৃত্যু।মৃতদেহ কাকদ্বীপ হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হলো।

গঙ্গাসাগর স্পেশাল ট্রেনের ধাক্কায় জয়নগরে মৃত্যু এক যুবকের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ জানুয়ারিঃ এবার জয়নগরে গঙ্গাসাগর স্পেশাল ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু ঘটলো এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের, তদন্তে রেল পুলিশ।জানা যায়,শনিবার সন্ধ্যার মুখে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন এবং রথতলা নিকটস্থ রেল গেটের মাঝামাঝি স্থানে রেল ট্রাকের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক ব্যক্তিকে সজোরে ধাক্কা মারে ট্রেন।জয়নগরে গঙ্গাসাগর স্পেশাল ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির।অজ্ঞাত পরিচয় ওই যাত্রীর দেহ উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। চলছে তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে স্পেশাল ট্রেন চলছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার গঙ্গাসাগর স্পেশাল আপ থ্রু ট্রেন দ্রুত গতিতে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন যাওয়ার সময় স্টেশন এবং রথতলা নিকটস্থ রেল গেটের মাঝামাঝি জায়গায় রেললাইনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই ব্যক্তি। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় রেল পুলিশ। খবর পেয়েই এলাকার মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে থাকেন। তবে দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির মুখ বিকৃত হয়ে যাওয়ায় তাঁকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

সন্দেশখালির ঘটনায় ধৃত আরো ২

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট , ১৪ জানুয়ারিঃ সন্দেশখালি সরবেড়িয়া এলাকায় ইডি উপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ২ জন । ধৃত দুই ব্যাক্তি সঞ্জয় মন্ডল ও আলী হোসেন ঘরামী। দুজনেই ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল বলে খবর। পুলিশ সঞ্জয় মন্ডলকে ন্যাজাট এলাকা থেকে ও আলী হোসেনকে মিনাখায় থেকে গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে সন্দেশখালির ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেফতার করলো ন্যাজাট থানার পুলিশ । শনিবার রাতে দুজনকে গ্রেফতার করে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ।

মোদীর আহ্বানে সাড়া, সংক্রান্তির সকালে মন্দিরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

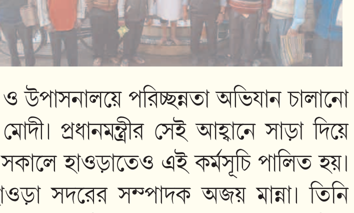

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জানুয়ারিঃ নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া, হাওড়াতেও মকর সংক্রান্তির সকালে হয়ে গেল মন্দিরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান। রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশের সমস্ত মন্দির ও উপাসনালয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হোক আহ্বান জানিয়েছিলেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবিবার পুণ্য মকর সংক্রান্তির সকালে হাওড়াতেও এই কর্মসূচি পালিত হয়। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির হাওড়া সদরের সম্পাদক অজয় মান্না। তিনি বলেন, মকর সংক্রান্তি থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশের সমস্ত মন্দির এবং তীর্থস্থানগুলিতে পরিস্কার করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই কর্মসূচি মধ্য হাওড়ায় আমরা পালন করলাম।

মন্দিরে লক্ষাধিক টাকা চুরি, দোষিদের শাস্তি চেয়ে পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১৪ জানুয়ারিঃ উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদের মাখালগাছা পঞ্চায়েতের মুড়াগাছা হরিসভা মন্দিরে লক্ষাধিক টাকা র সোনার অলঙ্কার চুরির অভিযোগ। রবিবার সকালে মন্দিরের দরজা খুলতেই বিষয়টি দেখতে পান মন্দিরের পুরোহিত।ঘটনার কথা জানাজানি হতে অপরাধীদের শাস্তি চেয়ে টায়ার জ্বালিয়ে মুরারীশাহ থেকে টাকী গামী রাস্তার উপর অবরোধ করেন স্থানীয় মানুষ। হাসনাবাদ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেন।ঘটনাস্থলে আসেন হাসনাবাদ থানার আই.সি। দোষীদের শাস্তির দাবি করেন স্থানীয়রা।মন্দিরের নিরাপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা ইনস্টলেশানের আবেদন করেন স্থানীয় মানুষ।

রুপোর গহনা ও ৯১ বোতল ফেনসিডিল সহ ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট , ১৪ জানুয়ারিঃ স্বরূপনগর থানার সীমান্তবর্তী এলাকা হাকিমপুর চেকপোস্টে একটি কালো রঙের চারচাকার গাড়িতে করে এই রুপো ও ফেনসিডিল নিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে হাজির হয় রিপন মোল্লা । তখন সেখানে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের সন্দেহ হওয়ায় গাড়িতে তল্লাশি চালান তারা , উদ্ধার হয় রুপোর গহনা এবং ফেনসিডিলের বোতল ।এরপর রিপন মোল্লা সহ রুপোর গহনা এবং ফেনসিডিলের বোতল ও চার চাকার গাড়িটি স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।

মানকুন্ডু স্টেশনের রেল লাইনে ফাটল, ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল

বনস্পতি দে, মানকুন্ডু হুগলি, ১৪ জানুয়ারিঃ একটি স্টেশনের রেল লাইনে ফাটল। জানা গিয়েছে, মানকুণ্ডুতে রবিবার সকাল নটা পনেরো নাগাদ ডাউন এক নম্বর লাইনে ফাটল নজরে পড়ে। রেল লাইন মেন্টেনেন্সের কর্মীরা এসে কাজ শুরু করেন। এর ফলে হাওড়া ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচল সাময়িক ব্যহত হয়। জানা গিয়েছে, দুনম্বর রিভার্স লাইন দিয়ে ট্রেন চালু থাকে। ফাটল সায়মিক মেরামত করে ত্রিশ কিমি গতিবেগে ট্রেন চালানো হয় ডাউন লাইন থেকে। রেল কর্মীরা জানিয়েছেন, ফাটল ধরা ট্র্যাক বদল করে ফিসপ্লেট লাগিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ঠান্ডার সময় লোহার ট্রাকে টান পরে। সেই কারণেই ফাটল ধরে। রেল কর্মী বলেন, ''লাইনে ফাটল হওয়ার খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি। ইমারজেন্সি প্লেট লাগানো হয়। ট্রেন ধীর গতিতে চলাচল করেছে। স্থায়ী ভাবে যখন ট্রাক পাল্টানো হবে তখন ডাউন লাইনে ট্রেন বন্ধ থাকবে। উল্লেখ্য, একে শীতকাল। তারপর আবার পিকনিক মুড। এই সময় জেলা মফস্বল থেকে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান কলকাতায়। নিকোপার্ক থেকে ইকোপার্ক, চিড়িয়াখানায় ভিড়। সেক্ষেত্রে জেলার নিতান্ত মধ্যবিত্তের কাছ কলকাতায় আসার প্রধান মাধ্যম ট্রেন। সেক্ষেত্রে এই ভাবে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় কিছুটা হলেও সমস্যায় যাত্রীরা।

চন্দননগরের আলো চলল রামভূমি অযোধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর হুগলি, ১৪ জানুয়ারিঃ জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই চন্দননগর আর আলোর খেলা। রাজ্যের গণ্ডী পার করে ফরাসডাঙার আলোর খ্যাতি দেশজুড়ে। এবার সেই চন্দননগরের আলো চলল রামভূমে। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে ২২ জানুয়ারি। সেখানেই চলেছে চন্দননগরের আলোর রোশনাই। এর আগে দীপাবলিতে চন্দননগরের আলয় সেজেছিল অযোধ্যার পথঘাট। এবার রামমন্দির উদ্বোধনেও চন্দননগরের আলোয় সেজে উঠবে রাম-রাজ্য। প্রায় ২ কোটি টাকার বরাত এসেছে সেখান থেকে। সমস্ত পসরা নিয়ে চন্দননগরের আলোকশিল্পীরা চললেন অযোধ্যায়। ১-২ জন নন, হুগলি থেকে ১৫০ জন আলোকশিল্পী যাচ্ছেন সেখানে। ফিরোজাদাবাদ থেকে অযোধ্যার রাম মন্দির পর্যন্ত গেট লাগানো হবে। সেখানেই আলোয় আলোয় ফুটিয়ে তোলা হবে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা থেকে হনুমান, অশোকবন, বানরসেনার ছবি। সেখানে আলোয় ফুটবে পদ্মফুল। ৩০০টি আলোর গেট থাকবে রামমন্দির যাওয়ার রাস্তায়। এই আলো জ্বলবে এক বছর ধরে। লোহার কাঠামোর উপর নতুন ধরনের এলইডি স্ট্রিপ দিয়ে সাজানো হবে আলো। এখানকার এক আলোকশিল্পী এই আলো ও শিল্পীদের নিয়ে শনিবারই রওনা দিয়েছেন অযোধ্যার পথে। কিছু প্রস্তুতি এখান থেকেই সারা হয়েছে। বাকি কাজ সেখানে গিয়ে হবে। ২০ তারিখের মধ্যে সমস্ত কাজ সেরে ফেলবেন শিল্পীরা। দেশ বিদেশের মানুষ দেখবেন চন্দননগরের আলোয় কেমন সেজে উঠেছে রাম জন্মভূমি।

বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষা করতে এবার আদালতের দ্বারস্থ স্কুল কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ১৪ জানুয়ারিঃ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষা করতে এবার আদালতের দ্বারস্থ স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ, গোঘাটের বেঙ্গাই হাই স্কুলের সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন কয়েকজন দালাল। অসৎ উপায়ে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাতের অন্ধকারে ওই সম্পত্তির ওপর খুঁটি পুঁতে দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে দালালেরা, এমনটাই অভিযোগ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির। আর বিষয়টি নজরে আসতেই আদালতে ছুটলেন স্কুলের কর্তারা। প্রসঙ্গত, ১৯৩০ সালে ডঃ রাধাকৃষ্ণ পাল এই বিদ্যালয়ে স্থাপন করেন। শুরু থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় হুগলির উত্তরপাড়ার জমিদার সত্য রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে ৪০২ শতক জায়গা উচ্চ বিদ্যালয়কে দান করেন। দলিলে সত্যরঞ্জন বাবু উল্লেখ করেছিলেন বিদ্যালয়ে যদি ভবিষ্যতে আর না থাকে তবে ওই সম্পত্তি তাঁদের কাছে ফেরত যাবে। বাস্তবে স্কুল আজও বর্তমান। শুধু বিদ্যালয়ের নাম বদলেছে। বড় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য পাশের একটি জায়গায় স্কুলের মূল ভবনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সরকারের প্রটোকল মানার জন্য এটা করা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন স্কুলের লোকজন। এমতাবস্থায় প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি স্কুলের পুরনো সম্পত্তি গোপনে ষড়যন্ত্র করে দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। সুযোগ নেওয়া হচ্ছে নাম ও জায়গা বদলের। এ ঘটনা জানার পরেই স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পত্তির রক্ষার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

গোঘাট

সাধারণ মানুষ যাতে ওই সম্পত্তি কিনে প্রতারণার শিকার না হন তার জন্য ইতিমধ্যেই স্কুল কর্তৃপক্ষ আদালতের নির্দেশ মত এলাকায় প্রচার করেছেন। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসনিক মহলেও জানানো হয়েছে। তৎকালীন উত্তরপাড়ার জমিদার বেঙ্গাই মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠাতা রাধাকৃষ্ণ পালকে বিদ্যালয়ের জন্য ৪০২ শতক জায়গা বাৎসরিক এক টাকা খাজনায় দেন। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়টি বেঙ্গাই হাই স্কুল নামে সরকারিভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বেঙ্গাই হাই স্কুলের সভাপতি হন তৎকালীন বিধায়ক রাধাকৃষ্ণ পাল। এর রেজলিউশন কপি ও জমিদারের দান করা দলিল বেঙ্গাই স্কুলে আজও বিদ্যমান।

২৪ এর লোকসভা ভোটের জনসভা বসিরহাটে, শাঁকচুড়ায় তারই প্রস্তুতি সভা তৃণমূল কংগ্রেসের

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ১৪ জানুয়ারিঃ লোকসভা ভোটের দিনক্ষন ঘোষনা না হলেও,ইতিমধ্যে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি সারছে শাসক বিরোধী সব শিবিরেই।আসন্ন ভোটের প্রস্তুতিতে জেলায় জেলায় প্রস্তুতি সভা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী চব্বিশে জানুয়ারী বসিরহাটের প্রান্তিক ময়দানে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতিতে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে ।উপস্থিত থাকবেন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতৃত্ব। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে ওই জনসভা থেকেই তারা বসিরহাটের তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের লোকসভা ভোটের রননীতি ঠিক করে দেবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। রবিবার,বসিরহাটে ২৪শে জানুয়ারী আয়োজিত সভা কে সফল করতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো।

বসিরহাটের শাঁকচুড়ায় এই সভার আয়োজন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে।উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্মাধক্ষ্য সাহানুর মন্ডলের উদ্যোগে শাঁকচুড়া বাজার সংলগ্ন বেদিয়াপোতা ফুটবল মাঠে এই সভার আয়োজন করা হয়। নিমদাঁড়িয়া কোদালিয়া, শাঁকচুড়া বাগুন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত সহ পাশ্ববর্তী বিভিন্ন পঞ্চায়েত সহ থেকে অসংখ্য মানুষ যোগদেন এই সভায়।সাহানুর মন্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি কৌশিক দত্ত, বসিরহাটের তৃণমূল নেতা সুরজিৎ মিত্র, বসিরহাট পৌরসভার পৌরপ্রধানা অদিতি মিত্র, বসিরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ ঘোষ সহ বসিরহাট পৌরসভা,টাকী পৌরসভা সহ স্থানীয় বিভিন্ন পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতৃত্ব।

সভা থেকে আগামী চব্বিশে জানুয়ারী বসিরহাটের প্রান্তিক ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলা জনসভায় সকলকে উপস্থিত হয়ে, দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে,তাদের প্রদর্শিত পথে লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে বুথে বুথে কর্মসূচী শুরু করার কথা বলেন বক্তারা।

নিউ বারাকপুরে পিঠে পার্বন উৎসবের উদ্বোধনে সাংসদ সৌগত রায়

নববারাকপুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ রবিবার সন্ধ্যায় নিউ বারাকপুর পূর্বাচল সংঘ প্রাঙ্গণে একদিনের পিঠে পার্বন উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ সৌগত রায়। পুরসভার ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে ওয়ার্ডের মা মহিলারা বোনেরা নিজ নিজ হাতে ভিন্ন স্বাদের পিঠে পুলি পাটিসাপটা তৈরি করে স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রি করেন। সাংসদ বলেন বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। এটা চেটে খাবার অনুষ্ঠান। বাঙালির রসনা এবং রচনা অনেক শক্তিশালী। মহিলাদের রসনার স্বাদের পরীক্ষা হচ্ছে।সবাই আসুন বিভিন্ন স্টলে স্বাদ গ্রহণ করুন। ট্রাডিশনালি আগামী প্রজন্মের কাছে মায়েদের স্বাদ গ্রহণ পৌছে দেওয়া হচ্ছে। পিঠে পার্বন উৎসবের পূর্ণাঙ্গ সফলতা কামনা করি। স্বাগত ভাষণে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বলেন পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তির আগে পুরসভার ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মায়েরা মাসিমারা বোনেরা বিভিন্ন রকমের পিঠে তৈরি করে প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।নদীয়ার মাঝদিয়ার নলেন গুড়ও রয়েছে উৎসবে।সফল প্রতিযোগীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাংসদ পিঠে পার্বন উৎসবের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাজ বেঙ্গল হোটেলের শেফ, ভাইস চেয়ারম্যান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি পূজা গুপ্তা, নিখিল মালো, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি । চলে বাউল সংগীতানুষ্ঠান।

বইমেলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো, জেনে নিন কী সুবিধা পাবেন আপনি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বই মেলার কটা দিন প্রচুর বই প্রেমী মানুষের ভিড় হয় মেলা প্রাঙ্গণে।মেলায় আসা মানুষদের যাতে কোনও রকম অসুবিধায় পড়তে না হয় তাই স্পেশ্যাল মেট্রো সার্ভিস ঘোষণা করল কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ।

রবিবারও মিলবে পরিষেবা।একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ইস্ট -ওয়েস্ট করিডোরে অতিরিক্ত পরিষেবা দেবে কলকাতা মেট্রো রেল। তাই সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ১০৬টি রেল চলার বদলে ১২০টি মেট্রো চালানো হবে বলে জানা গিয়েছে। ভোর ৬টা ৫৫ থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পরিষেবা মিলবে। যেহেতু দুপুর থেকে বিকেলেই মূলত মানুষজন মেলায় আসার তোড়জোড় করেন সেই বিষয়টি চিন্তা করেই দুপুর ২টো ৫৫ মিনিট থেকে ৯টা ১৯ মিনিট পর্যন্ত ১২ মিনিটের ব্যবধানে চলবে ট্রেন।মেট্রো রেল সূত্রে খবর, শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে।

সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহর জন্য প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়। অপরদিকে, শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের জন্য শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত্রি ৯টা ৩৫ মিনিটে। আবার সল্টলেক সেক্টর ফাইফ থেকে শিয়ালদহর শেষ মেট্রো ছাড়াবে রাত্রি ৯টা ৪০ মিনিটে। রবিবারও

চলবে স্পেশ্যাল ট্রেন। এই দিনগুলিতে দপুর ১২টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলবে মেট্রো। তার মধ্যে দুপুর ২টো ৫৫ মিনিট থেকে রাত্রি ৯টা ১৯ মিনিট পর্যন্ত ১২ মিনিটের ব্যবধানে চলবে মেট্রো।

শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভের জন্য ছাড়বে দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদার জন্য ছাড়বে দুপুর ১টায়। আবার শিয়ালদহ থেকে সল্টলেকগামী শেষ মেট্রো চলবে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে।সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদার জন্য শেষ মেট্রো রাত ৯টা ৪০ মিনিটে।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় একমাসের মধ্যে গৃহস্থের বাড়িতে চুরি হওয়া বিবাহের গহনা সহ একাধিক সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ জানুয়ারিঃ জয়নগর থানা এলাকার এক ব্যক্তির মেয়ের বিবাহের গহনা সহ বিয়ের সামগ্রীর চুরির কিনারা করলো এক মাসের মধ্যে জয়নগর থানার পুলিশ।গ্রেফতার এক। জয়নগর থানার উওরপাড়া নিজ এলাকায় প্রদীপ পাল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির কিনারা করলো পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার শ্রীপুর পঞ্চায়েতের উওরপাড়া নিজ এলাকায় প্রদীপ পাল নামে এক ব্যাক্তির বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বাড়ির দরজা ভেঙে চুরির

ঘটনা ঘটেছিলো গত ৪ ঠা ডিসেম্বর।৬ ই ডিসেম্বর বাড়িতে ফিরে দরজা ভাঙা দেখে ঘরে ঢুকে দেখে আলমারি ভাঙা।এক সপ্তাহ পরে মেয়ের বিবাহের জিনিস পএ ছিল আলমারিতে আর সেই সব সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। বিবাহের গহনা সহ বিবাহের একাধিক সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে।তখন ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ করেন।গত ৬ ই ডিসেম্বর জয়নগর থানার অভিযোগ দায়েরের পরে তদন্তের কাজ শুরু করে জয়নগর থানার পুলিশ।জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য সহ পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় গোপন সূএের ভিওিতে গত ১১ ই জানুয়ারি জয়নগর থানার উওর পাড়া নিজ এলাকা থেকে মনিরুল লস্কর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি বকুলতলা থানার প্রিয়নাথের মোড় এলাকায়।

ধৃতকে গত ১২ ই জানুয়ারি জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ চুরি হওয়া সোনা, রুপোর একাধিক গহনা এবং বিবাহের একাধিক সামগ্রী উদ্ধার করে।পুলিশ এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করছে ধৃতের কাছ থেকে। রবিবার ধৃতকে ও উদ্ধার হওয়া সামগ্রী সংবাদ মাধ্যমের তুলে ধরলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল।আর চুরির সামগ্রী ফিরে পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান প্রদীপ পাল।ইতিমধ্যে উক্ত বিবাহের দিনে কোনোরকমে হিন্দুরীতি মেনে বিবাহ পর্ব সপ্তাহ হয়ে গেছে। আর তার পরে একমাসের মধ্যে তাঁর বিয়ের সামগ্রী ফিরে পেয়ে খুশি নব বিবাহিত গৃহবধু।জয়নগর থানার পুলিশের এই কাজকে কুনির্শ জানিয়েছে সে।

হাওড়ায় অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জানুয়ারিঃ চাষের মাঠের পাশে ফাঁকা জমিতে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ায় ডোমজুড়ের দাসপাড়া তালতলায়। ওই যুবককে কোদালের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে কোদালের বাঁট, গামছা ও সাইকেল। রবিবার বিকেল ৩-০৫ নাগাদ খবর পায় পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার করে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। স্থানীয়দের অনুমান, পরিকল্পনামাফিকই কোনও ঘটনা বা পুরনো শত্রুতার জেরে এই খুন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অয়ন দাস জানান, এখানে জলা এলাকা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে প্রথমে আমরা ঘটনাস্থলে আসি। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এখানে এসে দেখি মৃতদেহ পড়ে আছে। পাশে জুতো এবং কোদালের বাঁট পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া একটা সাইকেল পাওয়া গিয়েছে। অনুমান কোদালের বাঁট দিয়ে খুন করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে হয় অন্য কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৪৬ সংখ্যা, সোমবার, ২৯ পৌষ ১৪৩০

জোটের অস্তিত্ব বিপন্ন

জোট ইন্ডিয়া থাকবে না এটা পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছিল। কারোর আগ্রহ নেই জোট ইন্ডিয়াকে শক্তিশালী করার। সবাই একে একে পিছনে ফিরতে শুরু করে দিয়েছে। আসন ভাগাভাগি করা ব্যাপারে সবাই সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। কেউ কারোকে জমি ছাড়তে নারাজ। তার ফলে জোট ইন্ডিয়া শক্তিশালী হতে পারলো না। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসকে তিন আসন দিতে পারে। দরকষাকষি করতে শুরু করে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতারা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে বারোটি আসন দিতে হবে। তা না হলে কম পক্ষে ছয়টি আসন দেওয়া দরকার। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস তিনটি বেশি আসন দিতে নারাজ। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে জোট ইন্ডিয়ার প্রভাব পড়ছে না। একই অবস্থা কেরলের ক্ষেত্রে। সেখানে সিপিএম দল কংগ্রেসকে বেশি আসন ছেড়ে দিতে নারাজ। ১৩ জানুয়ারি জোট ইন্ডিয়ার বৈঠকে উপস্থিত থাকলো না তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির কোন নেতা। মমতা এবং অখিলেশ বৈঠকে যোগ দিলেন না। একটি ইন্ডিয়া গোষ্ঠর মধ্যে আর একটি গোষ্ঠী মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছে। জিজ্ঞার গোষ্ঠী। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলে দিয়েছিলেন তিনি এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। অখিলেশ যাদব অনুপস্থিত ছিলেন। তার ফলে মুল্লিকার্জুন খড়্গের নাম জোট ইন্ডিয়ার চেয়ারপার্সন হিসাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত হল। পাশাপাশি বিরোধী মঞ্চের আহ্বায়ক হিসাবে নীতীশ কুমারের নাম চূড়ান্ত করা গেল না। পুরো বিষয়টা একেবারে জগাখিচুড়ি হয়ে গেল। জোট ইন্ডিয়া গড়া নিয়ে এখন মত পরিবর্তন করতে শুরু করে দিয়েছেন নীতীশ কুমার। তিনি জোট ইন্ডিয়ার রকমসকম দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন। কেউ কারোর কথা শুনছে না। সবাই এখন জোট ইন্ডিয়ার মাতব্বর হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে জোট ইন্ডিয়ার ভবিষ্যত উজ্জ্বল হতে পারছে না। রাজনৈতিক মহল থেকে মনে করা হচ্ছে যে জোট ইন্ডিয়া বৈঠক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গিয়েছেন। জোট ইন্ডিয়াতে তার কোনও প্রভাব নেই। সবাই কংগ্রেস এবং নীতীশ কুমারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জোট ইন্ডিয়া করে কংগ্রেসের লাভ হতে শুরু করেছে। এদিকে রাহুল গান্ধি ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করে দেবেন। তার ফলে জোট ইন্ডিয়ার পুরো অংশটাকে কংগ্রেস দখল করে রাজনীতি করতে শুরু করবে। তার সঙ্গে বাম দল হাত মিলিয়ে চলবে। কংগ্রেস এবং বাম দলের লাভ হবে জোট ইন্ডিয়া থেকে। তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও লাভ নেই। রাজনৈতিক লাভ হবে না তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা না আসার ফলেই কি অখিলেশ যাদব এবার বৈঠক এড়িয়ে গেলেন? তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাম মন্দির উদ্বোধন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি ব্রত পালন করতে শুরু করেছেন। কয়েক সপ্তাহ তিনি নিরামিষ থেকে শুরু করে রাম সাধনায় ব্যস্ত থাকবেন। জরুরী কাজ ছাড়া তিনি কারোর সঙ্গে বেশি কথা বলবেন না। প্রধানমন্ত্রী দফতরের কাজ তিনি নিত্যদিন করতে থাকবেন। নিষ্ঠি সময় ধরে তিনি রামচরিত পাঠ করবেন। সুচ্ছাচার থাকবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে বিজেপি নেতা মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গনে স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করতে হবে। স্বচ্ছ ভারতের মতো মন্দির স্বচ্ছ করার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হবে। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে ঝাঁটা ঝাড়ু নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গন সাফ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে জোট ইন্ডিয়ার বৈঠক ছিল প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করা। জোট ইন্ডিয়ার বিজেপি বিরোধী দল নেতা এবং কর্মীদের ন্যায় যাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা। এতে কংগ্রেসের লাভ হবে। জোট ইন্ডিয়ার কোনও লাভ নেই। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বারবার তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এদিন বলেছেন য লোকসভার নির্বাচন যত বেশি কাছে সামনে দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করবে ততই তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা দূরে সরে থাকতে চাই। তারা এখনই কেন্দ্রীয় সরকারকে চটাতে চায় না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ কমে গেলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা দেউলিয়াতে পরিণত হবে। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও কিছুই করবেন না নেত্রী মমতা। মোদি মমতা একই পথ ধরে চলছেন। তাঁদের চলার পথে কোনও বাধা বিপত্তি নেই।

চিনের আর্থিক করিডর

চিনকে এখন কাশ্মীরের আর্থিক কড়িডর রক্ষা করতে হবে। চিনকে ভারত জানিয়েছে যে কাশ্মীরের আর্থিক কড়িডর তৈরি করার কোনও অধিকার নেই চিন সরকারের। তাতে চিনের আঁতে ঘা লেগেছে। দিল্লি বিদেশ মন্ত্রক এতদিন ধরে যা আশঙ্কা করে আসছিল তা সত্যে পরিণত হল। তালিবান মুখপাত্র সোহেল শাহিন বলেছেন, তালিবান মুসলিম সংগঠন। কাশ্মীরের মুসলিমদের হয়ে কথা বলার অধিকার তালিবানদের রয়েছে। ভারত সরকারকে আমরা বলবো সেখানকার মুসলিমদের সমান অধিকার পাওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে। কাশ্মীরের ব্যাপারে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম একই কথা বলবে। কাশ্মীরের মুসলিম অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মুসলিমদের আধিকারকে ক্ষুন্ন করা চলবে না। কাশ্মীরের মুসলিমরা গণভোট চাইছে। সেটাকে মান্যতা দিতে হবে ভারত সরকারকে। তালিবানরা এখন ভারতের মুখোশ আড়াল করে এতদিন বসেছিল সেখান থেকে বের হয়ে আসল মুখোশ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে তালিবানরা। আগামি দিনে কী তাহলে আফগানিস্তান জঙ্গিদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হবে? এই নিয়ে কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আফগান যদি প্রকৃত জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হয় তাহলে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে তা বিপদ রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আশা করছে যে কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠনগুলো আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করবে। এদিকে গিলানি মারা যাওয়ার সময়ে সেনাদের দিকে তাক করে পাথর ছোঁড়া শুরু হয়েছিল। ভারত পাক সীমান্তে ভারতীয় সেনারা কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। এমনিতেই শীতকালে বরফ পড়তে শুরু করার সময় অনুপ্রবেশ বাড়তে শুরু করে। তারপরে তালিবান জঙ্গিরা যদি প্রবেশ করতে শুরু করে দেয় তাহলে সেটা চিন্তার কারণ রয়েছে। কাশ্মীরের জঙ্গি সংগঠনগুলো গোপনে পাকিস্তান এবং আফগান জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা সৈয়দ আলি খান গিলানি মারা যাওয়ার সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল গোটা কাশ্মীর। কিন্তু সেই অশান্ত কাশ্মীরকে শান্ত করতে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যমকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তালিবানরা কাবুল দখল করতে গোটা কাশ্মীরের ইসলাম গোষ্ঠীভুক্ত মানুষরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করে দেয়। তবে উদারপন্থী মুসলিমরা তালিবানদের পক্ষে সায় দেয়নি। তারাও আফগানিস্তানের তালিবানদের দখলদারিটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। ফলে কাশ্মীর নিয়ে চিন্তায় রয়েছে প্রশাসন। ভারতের ইসলাম ধর্মী মানুষগুলোরে একটি অংশ তালিবানদের পক্ষে সায় দিলেও শিক্ষিত মুসলিমরা তালিবানদর কাবুল দখল করে নেওয়াটাকে ভালো নজরে দেখেনি। তারা তালিবানদের পক্ষে কোনও রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। আবার নিন্দাও করেনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

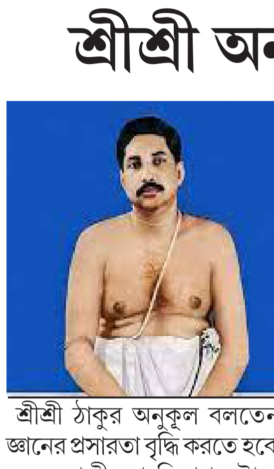

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তির দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দিচ্ছেন মু সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী।

প্রথম স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করলেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী সেনারা, রাষ্ট্রপতি মাস্টারদা সূর্য সেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

ভরা হৃদয়কে এ অবস্থায় সান্ত্বনা দিতে পারে এমন কেহ জগতে আছে কিনা জানি না। ভগবানের কাছে নিজেই যদি সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পার তবেই শান্তি পাবে। আজকের এই নির্মম আঘাত তোমার স্নেহভরা হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে তা জানি, কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার, আঘাত সহনীয় করে দেওয়ার ভাষা পাচ্ছি না। মেজদি, দুঃখ করো না। ভগবানের বিধান সন্তুষ্ট চিত্তে নিতে চেষ্টা কর। আমি যে যাচ্ছি সেজন্য আমার একবিন্দুও দুঃখ নেই, তোমাদের দুখের কথা মনে হলে মন করুণ হয়ে ওঠে। মেজদি, সংসারে যে কেউ অমর নয়, সবেরই যে মরতে হবে। তবে শুধু দুঃখ দুঃখ পেয়ে লাভ কি? তোমাদের কাছে শত শত অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা করো। ভগবান মঙ্গলময় এই বিশ্বাস রাখো, নিশ্চয় শান্তি পাবে। ইতি তোমার স্নেহের সূর্য্য। সূর্য সেনের জবানবন্দি পাওয়া যায় না। তবে তাঁর চিঠিগুলি সত্যিকারের জবানবন্দির চেয়ে মূল্যবান রূপে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিপ্লবী মানেই প্রেম ভালোবাসা থাকবে না তা হতে পারে না। আসলে বিপ্লবীদের মধ্যে দেশপ্রেম রয়েছে। তাঁরা পরাধীন দেশমাতাকে স্বাধীন করতে চান। সেই কারণে সূর্য সেন সেনা বাহিনী প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন যা বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের মধ্যে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ভারতের দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ইংলাণ্ডে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে 'ইণ্ডিয়া হাউস'। সেখানে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ উৎসব পালন করতে আগ্রণী ভূমিকা পালন সাভারকর। তিনি তখন লণ্ডনে ছিলেন। রাসবিহারী বোসের সেই সেনা বিদ্রোহ ব্যর্থ হতেই তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে ভারতে থেকে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সেনা প্রস্তুত করা একেবারে অসম্ভব। ভারতে বিশ্বাসঘাতকতার সংখ্যা অধিক। ব্রিটিশ শক্তিকে বিতারিত করতে বিদেশি রাষ্ট্রের সাহায্য এবং সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন রয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন জাপানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবেন। সেখানে থেকে জাপান সরকারের সহযোগিতায় সেনা বাহিনী প্রস্তুত তাঁকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ঠিক একই রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন সূর্য সেন। তিনি বিপ্লবী সেনা বাহিনী তৈরি করে ফেলেছিলেন। তিনি কোনও বিদেশি রাষ্ট্রে ওপরে নির্ভর করে এই সেনা বাহিনী তৈরি করেননি। নিজের দক্ষতা এবং সাহস বুদ্ধি দিয়ে তৈরি করেছিলেন 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'। সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবী সদস্যদের। কিন্তু ইংরেজরা আরও শক্তিশালী। চট্টগ্রাম এলাকাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন সূর্য সেন। On April 18, 1930, the party of action consisting of 64 or 62 young men dressed in military uniform excepting Surjya Sen and Swadesh Roy attired in white dress, set out 10 pm for their raids of the scheduled four targets. As the Government Soruces later admitted, " The raids had been carried out with signal success. The main Auxiliary Force Armoury was gutted and the rifles and small arms removed., telephonic communication was destroyed, the arms and ammunation in the Police Lines were in the raiders' possession, and the armed police was reduced to impotence." The Union Jack, the symbol of British imperialism, was pulled down from the top of the Armoury of the Police Lines, the flag of Free India was hoisted amids tumultuous slogans of 'Bande matarm' (Hail to the mother-country). Thus were laid the foundations in the eastern frontier of the first Indian Independent Revoutionary Republic. As the elected President Surya Sen declared in his Proclamation firm dertermination for the extension of the revolutionary struggle as also for inspiring the countrymen with the ardent passion for death for the country. (Two Great Indian Revolutionaries, by Uma Mukherjee, Page-238)। ব্রিটিশ সরকারকে পরাস্ত করে সম্ভব হতো। কিন্তু সেটা হল না। অধিকাংশ লোকেরা তাঁকে সমর্থন দিল না। ব্রিটিশ সরকার আবার শক্তি সঞ্চয় করে তাদেরকেপ্রবল শক্তি নিয়ে আক্রমণ করে বসল। তাও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট সূর্য সেনকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করতে পারেনি। তিন বছর গা ঢাকা দিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ে তাঁকে তাঁর শুভাকাঙ্খীরা সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু তারপরে ইংরেজ শক্তির চাপের কাছে পরাস্ত হতে হল। অস্ত্র এবং খাদ্যের অভাবে তাদের শক্তি ক্রমশ দূর্বল হতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে পরাজয়ে স্বীকার না করে নিলেও জেলে বন্দি করে চট্টগ্রামের বিপ্লবী

ভারতকে স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণ করে দিলেন স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি বিপ্লবী সূর্য সেন। এত বড় সাহস যার শরীরে তিনি পরে জেলেখানায় বসে মনের মধ্যে সাহস অবলম্বন করে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সাত্বনা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বারবার একটি কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি স্বাধীন ভারতমাতার একজন সৈনিক মাত্র তাঁর চোখের জল ফেলা সম্ভব নয়। চোখের জল ফেলে ভীরু কাপুরুষরা। তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছেন মায়ের শৃঙ্খল মোচন করতে তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন। ইংরেজ শক্তির সঙ্গে লড়াই করার জন্য শক্তিশালী দেশি সেনা বাহিনী প্রস্তুত করেছেন। কোনও বিদেশি সাহায্য ব্যতিত যে স্বাধীন ভারত গড়ে তোলা সম্ভব সেটা তিনি করে দেখিয়েছেন। সেই সময়ে ভারতের সমস্ত নাগরিকেরা যদি তাঁকে সমর্থন দিত তাহলে তিনি চট্টগ্রামকে ইরেজদের হাত থেকে রক্ষা আন্দোলনকে একেবারে দুমড়ে মুছড়ে ফেলে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা। আলিপুর বোমা মামলা করে যেমন বিপ্লবী অরবিন্দকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল ঠিক একই রকমভাবে সূর্য্য সেনকে পরাস্ত করে স্বাধীন ভারত তৈরি করার স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে ইংরেজ শাসকেরা। সেই সূর্য্য সেন কারাগারে বন্দি হয়ে রয়েছেন। তাঁর ওপরে ভয়ঙ্কর শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে। তিনি বলতে গেলে একবারে পঙ্গু। কথা বলার শক্তি নেই। সেই কারণে তিনি চিঠি লিখে তাঁর মনের কথাকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন তাঁর প্রিয় দাদা, বউদি এবং মেজ বোনের কাছে। মাকে হারিয়েছেন ছোটবেলায়। তিনি মাতৃভূমিকে হারাতে চাননি। কিন্তু মাতৃভূমি থেকে সন্তানকে কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে দিয়ে। ইংরজ শাসকেরা ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। সূর্য সেনের মতো বীরকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। তাকে এই ধরনী থেকে বিদায় দিতে হবে। তারই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরুু করে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা। সূর্য সেনকে জেলের মধ্যে পাহারা দিত গুর্খা সেনারা। সেখানে কোনও পুলিশ বাহিনীর লোক ছিল না। জেলে বাইরে সব সময়ে সদা সতর্ক হয়ে সূর্য সেনকে পাহারা দিত ব্রিটিশ সেনারা। ইউনিয়ন জ্যাক ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ফেলে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলেছেন। এই জঘন্য অপরাধের জন্য উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে ফাঁসি। ১৮ নভেম্বর স্নেহময়ী মেজদিকে উদ্দেশ্য করে আবার একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে লেখা রয়েছে," ভগবান আজ আমায় ডেকেছেন, এ ভাবে তিনি সবাইকে নিজের কাছে ডেকে নেন। কারও ডাক দুদিন আগে আসে। কারও ডাক দুদিন পিছে আসে- এইমাত্র তফাৎ। ভগবান শুধু সৃষ্টি কর্তা নন তিনি ধ্বংসেরও দেবতা। ব্রহ্মারূপে তিনি সৃজন করেন, বিষ্ণুরূপে তিনি পালন করেন এবং শিবরূপে তিনিই আবার ধ্বংস করেন। এই বিশ্বরাজ্য তাঁর এই লীলা বই আর কিছু নয়। সংসার পারাবারের তীরে বসে আমাদের নিয়ে তিনি খেলছেন- ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন বালির ঘর বেঁধে তার ভিতর পুতুল সাজায়, কত ঘটা করে পুতুলের বিয়ে দেয়, বাজনা বাজায়, স্ফূর্তি করে আবার কিছুক্ষণ পরে সব ভেঙেচুরে দিয়ে ঘরে চলে যায়। আমরা ভগবানের হাতের ক্রীড়ক মাত্র।... বাস্তবিক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যদি আমার প্রিয়তম দেবতাকে পেতে পারি তবে মরণ আমার পক্ষে লোভনীয় হবে না কেন? .. মেজদি তোমাকে বোঝাবার জন্য এ কথা লিখলাম। আমার কথাগুলো ভালভাবে বুঝত চেষ্টা করো।" ২ ডিসেম্বর ১৯৩৩ সালে ছোট ভাই কমলকুমারকে চিঠি লিখেছিলেন। সেখানেই দার্শনিক যুক্তি দেখিয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য সাত্বনা বার্তা দিয়েছেন। ৫ ডিসেম্বর ১৯৩৩ সালে শেষ চিঠি লিখলেন তাঁর বৌদিকে। তিনি লিখছেন," শ্রীশ্রীচরণকমলেষু, আমার বৌদি, স্নেহময়ী বৌদি'। বৌদি আমি চল্লাম। আপনাদের অকৃত্রিম স্নেহের মধুর স্মৃতি নিয়েই আমি যাচ্ছি। আপনাদের অগাধ স্নেহ আমায় পৃথিবীতে বেঁধে রাখতে পারল না বলে দুঃখ করবেন না। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা যতই গভীর হোক, যতই অপরিসীম হোক তা কখনও মানুষকে চিরদিন সংসারে বেঁধে রাখতে পারে না। ভগবানের বিধানে সমস্ত বন্ধন কেটে সে অসীমের পানে ছুটে চলে যায়। আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মন আজ অসীমকে চায়, ভগবানের সান্নিধ্য চায়। দিন ভালোই কাটছে।" Masterda was executed on 12 January 1934 and along with that took place the execution of Tarkeswar Dustidar. For almost one year Masterda was subjected in jail to inhuman physical and mental torture. At the time of the final drama of his life he left his last massage a resoundig call to the younger sections of the society : " Ideal and Unity is my farewell massage" In this breathless and auspicios moment he left for his countrymen the following massage : Only one thing, that is my dream, a golden dream--a dream of free India. How auspicious a moment it was hen I first saw it! Throughout my life most pasionately and untiringly, I have pursued it like a lunatic. I know not where I am compelled to stop my pursuit today. If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do today. Onward, my comrades, onward- never fall back" (Two Great Indian Revolutionaries, by Uma Mukherjee, page-250-251).

আন্দামান সেলুলার জেলে বাঙালি বন্দির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি

আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকা রাজ্য ঃ বাংলা - ৪০৬ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ মহারাষ্ট্র- ০৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ পাঞ্জাব- ১০১ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ দিল্লি - ০২ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ যুক্তপ্রদেশ - ২৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ উত্তর-পশ্চিম রাজ্য - ০৩ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ বিহার - ১৯ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ মাদ্রাজ -২৫ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ - ০৫ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। রাজ্য ঃ আসাম -০৫ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দি। মোট ঃ ৫৯৬ জন বন্দি।

১৯০৯-২১ সাল পর্যন্ত সেলুলার জেলে বন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকা। মহারাষ্ট্র ঃ ১) শ্রীদাজী নারায়ণ যোশী ২) গণেশ দামোদর সাভারকর ৩) বিনায়ক দামোদর সাভারকর। পাঞ্জাব ঃ ১) আলি আহমেদ সিদ্দিকী ২) বাবা অমর সিং ৩) আলাউদ্দিন ৪) ভাই অমর সিং নান্দ্বোল ৫) ভাই পরমানন্দ ৬) বাবা ভান সিং ৭) বিশেন সিং -১ নং ৮) বিষেণ সিং-২ নং ৯) বিষেণ সিং-৩ নং ১০) বিষেণ সিং-৪ নং ১১) চন্নন সিং ১২) চাত্তার সিং -১ নং ১৩) চাত্তার সিং-২ নং ১৪) চৈতরাম ১৫) ভাই চুহের সিং ১৬) দীনা ১৭) গিরিধারী লাল ১৮) গুরুদাস সিং ১৯) বাবা গুরুদিত সিং ২০) সর্দার গুরুমুখ সিং - ১নং (ইনি ১৯৩২-৩৮ সালে আরও একবার আন্দামানে ছিলেন) ২১) সর্দার গুরুমুখ সিং-২ নং ২২) হরণদেব সিং ২৩) বাবা হরদিত সিং লাম্বা ২৪) হরনাম সিং-১ নং ২৫) হাজারা সিং ২৬) হিদারাম ২৭) হিরদা সিং ২৮) ইন্দর সিং -১ নং ২৯) ইন্দর সিং-২ নং ৩০) জালালউদ্দিন ৩১) জয়রাম সিং ৩২) জীভন সিং ৩৩) পণ্ডিত জগৎ রাম ৩৪) জওয়ান্দ সিং ৩৫) বাবা জওয়ালা সিং ৩৬) জিওয়ান সিং মহারাণা ৩৭) কালা সিং-১ নং ৩৮) বাবা কালা সিং ৩৯) কাপুর সিং ৪০) কর্তার সিং ৪১) কেহর সিং- ১নং ৪২) কেহর সিং -২ নং ৪৩) বাবা কেশর সিং ৪৪) কেণ্ডু পান ৪৫) করমচাঁদ ৪৬) কেহর সিং- ৩ নং ৪৭) কিরপা রাম ৪৮) কিরপাল সিং ৪৯) কুশল সিং ৫০) লখন সিং ৫১) বাবা লাল সিং ৫২) লাল সিং (সেবাদা) ৫৩) মীহারউদ্দিন ৫৪) মীহার সিং ৫৫) মোহাম্মদি ৫৬) বাবা মদন সিং ৫৭) বাবা মঙ্গল সিং ৫৮) মনোহর সিং ৫৯) বাবা মনসা সিং ৬০) নন্দ সিং- ১নং ৬১) নন্দ সিং- ২ নং ৬২) নাথা সিং ৬৩) বিষেণ সিং -৫ নং ৬৪) বাবা নিধান সিং ৬৫) নাদির আলি শাহ ৬৬) পিয়ারা সিং ৬৭) পৃথ্বী সিং আজাদ ৬৮) রতন চাঁদ ৬৯) রাজা রাম ৭০) পণ্ডিত রামরাখা ভালে (রাক্সা) ৭১) রামশরণ দাস ৭২) রণধীর সিং ৭৩) রোধা সিং জাঠ ৭৪) রুলিয়া সিং ৭৫) রুর সিং ৭৬) সাদিক ৭৭) সন্ধি ৭৮) সুন্দের সিং ৭৯) জ্ঞানী সজ্জন সিং ৮০) শোওহন সিং -শোভন সিং ৮১) বাবা শের সিং ৮২) সিঙ্গারা সিং ৮৩) বাবা শিব সিং ৮৪) শোওহন সিং ভাকনা ৮৫) সুচা সিং ৮৬) সুরাইন সিং ৮৭) সুরজন সিং ৮৮) তেজা সিং ৮৯) থক্কর সিং ৯০) উধেম সিং কাসেল ৯১) ওয়াসওয়া সিং ৯২) ওয়াশাখা সিং ৯৩) উইলাজাটি সিং ৯৪) বুগ্ধা ৯৫) ভগবতীচরণ ভোরা ৯৬) হরনাম সিং-২নং ৯৭) হরনাম সিং - কমলা ৯৮) ইন্দর সিং-৩ নং ৯৯) বিলায়েতি যুক্তপ্রদেশ ঃ ১) গোবিন্দরাম ২) হোতিলাল ভার্মা ৩) লাধারাম কাপুর ৪) মোক্ষদাবাবু ৫) হোসেন মহম্মদ মুজতবা ৬) নন্দগোপাল চোপরা ৭) পণ্ডিত পরমানন্দ (ঝান্সি) ৮) বাবুরাম হরি ৯) পণ্ডিত রামচরণ লাল ১০) শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১১) মহাদেব প্রধান ১২) শিউচরণ লাল শর্মা। উত্তর-পশ্চিম রাজ্য ঃ ১) মহম্মদ আক্রম খান ২) রামকরণ ৩) গুলাম সরবরখান বাংলা ঃ ১) অবনীভূষণ চক্রবর্তী ২) অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ৩) অমৃতলাল হাজরা ৪) আশুতোষ লাহিড়ী ৫) অশ্বিনীকুমার বসু ৬) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৭) ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮) বিভূতিভূষণ সরকার ৯) বিধুভূষণ দে ১০) বিধুভূষণ সরকার ১১) বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ১২) ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩) গোবিন্দচন্দ্র কর ১৪) গোপেন্দ্রলাল রায় ১৫) হরেন্দ্র ভট্টাচার্য ১৬) হেমচন্দ্র দাস কানুনগো

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনল দক্ষিণ আফ্রিকা

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৯৮ দিনে পা দিল হামাস ইজরায়েল সংঘর্ষ। গাজা এখন ইজরায়েলের দখলে রয়েছে। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে ইজরায়েলি হামলায় প্রায় ২৩, ৭০৮ জন নিহত হয়েছে। তা বাদ দিয়ে ধ্বংসস্তুপের ভিতরে বহু দেহ পড়ে রয়েছে। জখম হয়েছে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ। জলের অভাব, খাবার নেই, বিদ্যুৎ নেই, চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। তার ফলে গাজার পরিস্থিতি ভয়াবহ অবস্থায় উপস্থিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ হতাশ হয়ে জানিয়েছে যে গাজা স্ট্রিপে আর বসবাস করার যোগ্য স্থান নয়। এই অবস্থায় হেগের আন্তর্জাতিক আদালত দ্য ইন্টারন্যাশনাল জ্যাস্টিস কোর্টে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ নিয়ে মামলা করলো দক্ষিণ আফ্রিকা। গতকাল থেকে শুনানি শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতে যুদ্ধ থামানোর দাবি জানিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে তারা দুটি অভিযোগ করেছে একটি হচ্ছে যুদ্ধের নামে জঘন্য নৃশংস অত্যাচার করেছে। দ্বিতীয় প্যালেস্টাইন নিয়ে ইজরায়েলি আধিকারিকদের বিতর্কিত মন্তব্য। আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকার আইন মন্ত্রী রোনাল্ডো লামোলা জানিয়েছেন যে ১৯৪৮ সাল থেকে ইজরায়েলের হাতে অত্যাচারিত হয়ে আসছে প্যালেস্টাইন। তিনি আরও বলেছেন যে ৭ অক্টোবর থেকে হানাহানি শুরু হয়নি। তার আগে অর্থাৎ ৭৬ বছর ধরে এই হিংসা সহ্য করে আসছে প্যাড়েল্টাইন। লামোলা আরও অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছেন যে ২০০৪ সাল থেকে গাজায় প্রবেশ এবং বের হওয়ার পথকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করছে ইজরায়েল। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, পরিকাঠামোর ওপরে তাদের নিয়ন্ত্রণ জারি করা রয়েছে। তার ফলে গাজা এখন ইজরায়েলের অধীনে রয়েছে। যদিও মিশর সীমান্ত দিয়ে গাজায় প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রী আরও বলেছেন যে গাজা কিন্তু আন্তর্জাতির আইনের মধ্যে পড়ে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস যা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা তার নিন্দা করেছে। কিন্তু তারপরে গাজায় আইন ভেঙে আক্রমণ করা হয়েছে। ইজরায়েল সব সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। ১৯৪৮ সালে জেনোসাইড কনভেনশন ভেঙে গাজায় গণহত্যা চালিয়েছে ইজরায়েল। সেই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি আইনজীবী আদিলা হাসিম বলেছেন, জেনোসাইড কনভেনশনের দ্বিতীয় উচ্ছেদ ভঙ্গ করেছে ইজরায়েল। তিনি বলেছেন যে ইজরায়েল প্রতি সপ্তাহে ছয় হাজার বোমা ফেলেছে। কাউকে রেহাই দেওয়া হয়নি। সদ্যোজাতদের ছেড়ে কথা বলা হয়নি। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বলেছেন যে গাজা শিশুদের কবর স্থানে পরিণত হয়েছে। আদিলা জানিয়েছেন যে কেউ যুদ্ধ থামাতে পারবে না যদি না আদালত আগ্রহী হয়ে যুদ্ধ না থামায়। যুদ্ধ থামাতে বিশ্বের সব রাষ্ট্র নেতাদের এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। না হলে এই যুদ্ধ থামবে না। ইজরায়েল এই সব কথা শুনতে রাজি নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরোধিতা করে তারা আদালতে সরব হয়েছে। ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রকের আইনী উপদেষ্টা টাল বেকার কোর্টকে বলেছেন যে ৭ অক্টোবর হামাস যে নৃশংস হামলা চলেছিল সেটা দেখছে না রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাচ্ছে। আত্মরক্ষা অধিকার ইজরায়েলের রয়েছে। তিনি উল্টে চাপ দিতে শুরু করে দিয়ে বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে হামাসের যোগসাজস রয়েছে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকাকে আদালতের কাঠগড়ায় তোলা উচিত। ইজরায়েলকে সমর্থন করে ব্রিটিশ আইনজীবীর এবং প্রতিনিধিরা গলা চড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক আইনজীবী বলেন ইজরায়েলের অধিকার রয়েছে আত্মরক্ষা করার।

কলকাতার কথা ঃ শহরের দেশি বণিক

কলকাতার দেশি বণিকেরা প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজরা আসার সময় থেকে। তখন কলকাতায় বণিক শ্রেণি লোকেদের বাস বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সুবর্ণ বণিক এবং গন্ধ বণিকেরা কলকাতায় এসে বসবাস করতে থাকে। সুবর্ণ বণিকেরা সোনা এবং ধাতব ব্যবসায় রত ছিল। গন্ধ বণিকেরা মশলা থেকে শুরু করে সব ধরনের ব্যবসা করতো। ঠাকুর পুজোর সামগ্রীও

তারা কেনাবেচা করতো। ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে মশলা কিনে ইউরোপের দেশগুলিতে সরবরাহ করতো। সুবর্ণ বণিকেরা খুবই বড়লোক হতে শুরু করে। মধ্য কলকাতা অঞ্চলে সুবর্ণ বণিকেরা বসবাস করতে থাকে। উত্তর কলকাতাতেই সুবর্ণ বণিকেরা এসে বসবাস করতে থাকে। গন্ধ বণিকেরা তখন কলকাতা বিশেষ করে শিয়ালদহ এবং ঠনঠনিয়া অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। তবে সুবর্ণ বণিকেরা খুব আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল। এদের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি প্রয়োজন পড়লে সুদ সহ টাকা ধার করতো। ঋণের ব্যবসা করতো।

চিঠিপত্র ঃ দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চাই

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে মত দিতে শুরু করে দিয়েছেন আদালত। রাজনৈতিক চাপকে অস্বীকার করে প্রশাসনিক চাপকে এড়িয়ে গিয়ে যেভাবে সিবিআই দিয়ে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার তদন্ত করার ব্যবস্থা করেছিল আদালত তাতে সাধুবাদ পেয়েছে। আদালত প্রমাণ করতে পেরেছে যে সদইচ্ছা থাকলে সৎ কাজও করা যেতে পারে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষা দফতরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা যেভাবে এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে তাতে তাদেরকে কারাগার থেকে বের করা একেবারে মুশকিল। আদালত আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ করতে বাধ্য করিয়েছে। আদালত বলেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ আইনসম্মত হয়নি। তাঁর নিয়োগ আইনকে মান্য করে হয়নি। তার ফলে তাকে অতি অবশ্যই পদত্যাগ করতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আর কোনও উপাচার্য নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম জগত জোড়া। সেই সুনামে কালি লেপন করতে শুরু করেছিল রাজনৈতিক ধান্দাবাজেরা। তারা রাজনৈতিক দলের মদতে শিক্ষা জগতে প্রবেশ করে দুর্নীতির কোষাগার তৈরি করে ফেলেছিল। বাংলার ছাত্রদের এই রকম দুর্নীতি হাত থেকে মুক্ত করলো আদালত এটা বড় কম কথা নয়। আদালত চাইছে এই দুর্নীতির মামলা জরুরী ভিত্তিতে শেষ করা হোক।

গোবিন্দ সরকার, কলকাতা-১২

আমাদের প্রতিবেশিনী কোপাই তাকে বাঁচাতে সবাই

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৪ জানুয়ারি ঃ কোপাই নদী ছিলেন কবির প্রতিবেশিনী, কবির সহচর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- পথিক যেমন চলে যায় গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে। কোপাই নদীর পাড় দখল হয়েছে কংক্রিট বিলাসে। প্রতিবেশিনী কোপাইয়ের স্ফটিক জল খোয়াইয়ের মতো কি হারিয়ে যাবে? প্রতিবাদে বিশ্বভারতীর অধ্যাপকেরা সামিল হন কোপাই নদীর পাড়ে। আমাদের প্রতিবেশিনী কোপাই তাকে বাঁচাতে সবাই - এই ব্যানার নিয়ে আন্দোলন করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তনীরা। সপরিবারে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক তড়ি রায় চৌধুরী, বিশ্বভারতীর ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়, কিশোর ভট্টাচার্য। খোয়াই সাহিত্য সংস্কৃতি সমিতির পক্ষ থেকে একশ জনের বেশি অধ্যাপক সমবেত হয়ে সই সংগ্রহ করে চলেছেন। কঙ্কালীতলার শ্মশানের পিছনে তিরতির করে বয়ে চলেছে নদী।ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া জেলার কুন্ডহিত ব্লকের খাজুরি গ্রাম থেকে পথ চলা শুরু কোপাইয়ের। সেখানে অবশ্য নাম শাল নদী। বোলপুরের বিনুরিয়া গ্রামের কাছে নদীর নাম বদলে হয় কোপাই। সেই নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। লাভপুরে সেই কোপাই লোকায়ত হয়ে কুঁয়ে নদী হিসেবে পরিচিত। তাকে ঘিরেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলি বাঁকের উপকথা। একানব্বই সালে আটষট্টি জনের একটি দল কোপাই নদীর উস স্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত হাঁটেন। তার পঁচিশ বছর পরেও সেই পদ যাত্রা হয় কোপাই নদীকে বাঁচাতে। ঐতিহ্যবাহী সেই কোপাই নদীই বেদখল হয়ে যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে। অভিযোগ, অশুভ শক্তির মদতে শান্তিনিকেতনের গোয়ালপাড়ার কাছে সেই কোপাই নদীর বক্ষে কংক্রিটের পিলার বসানো হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৮টি ব। কংক্রিটের পিলার গেঁথে দেওয়া হয়েছে। ইটের ব। পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রশাসনের কোনও অনুমতি নেই। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, মিষ্টি জলের নদীর তীর চারণভূমি। নদী তীরের ৫০০ মিটার পর্যন্ত কোনও নির্মাণ করা যায় না। অথচ কোপাই নদীতে তীর শুধু নয়, নদীবক্ষও দখল করে নির্মাণ শুরু হয়ে গিয়েছে। জেলা শাসক বিধান রায় বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিজেপির আদি-নব্য দ্বন্দ্বে উত্তাল তুফানগঞ্জ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিজেপির আদি-নব্য দ্বন্দ্বে উত্তাল তুফানগঞ্জ। আদি নব্য দ্বন্দ্ব যেন কোনমতেই পিছু ছাড়ছে না পদ্ম শিবিরের। বিধায়কের উপস্থিতিতে বিজেপির কর্মী বৈঠকের ঢিল ছোড়া দূরত্বে ধর্নায় বসলেন বিজেপির আদি গোষ্ঠীর কর্মীরা। প্রসঙ্গত ১১ই জানুয়ারির রাতে তুফানগঞ্জ দুই নম্বর ব্লকের বারোকোদালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিরহাট এলাকায় ইটভাটায় কর্মী নিয়োগ করাকে কেন্দ্র করে বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হরেন্দ্রনাথ বর্মার উপর আক্রমণ করার অভিযোগ ওঠে বিজেপির নব্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গতকাল বারোকোদালী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি আদি গোষ্ঠীর কর্মীরা। তাদের অভিযোগ বিধায়িকার নির্দেশে রাতের অন্ধকারে মন্ডল সভাপতি কাজের লোককে দায়িত্ব না দিয়ে কাছের লোককে দায়িত্ব দিয়েছে। আজ তুফানগঞ্জ বিধানসভা ভিত্তিক একটি কর্মী বৈঠকের ডাক দেয় বিজেপি সেই কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় সহ জেলার নেতৃত্বরা। আর সেই কর্মী বৈঠকের ঢিল ছোড়া দূরত্বে ধর্নায় বসেন বিজেপির আদি গোষ্ঠীর কর্মীরা। এ বিষয়ে বিজেপির ২নং মন্ডলের সহ সভাপতি নিপেন দাস বলেন বিধায়িকার নির্দেশে কি কারনে মন্ডল সভাপতি রাতের অন্ধকারে কিছুর বিনিময়ে কাজের লোককে দায়িত্ব না দিয়ে কাছের লোককে দায়িত্ব দিয়েছে! জেলা নেতৃত্বকে তার জবাব দিতে হবে। যদিও এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় বলেন মন্ডল সভাপতি উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে যোগ্য-অযোগ্য তারা বাছাই করবে আর এখানে আমাকে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কি কারনে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা জানা নেই এগুলো নিয়ে আগামীকাল একটি বৈঠক রয়েছে সেই বৈঠকেই সমস্তটা উঠে আসবে। যদিও পঞ্চায়েত সমিতির সমিতির সদস্য উপর আক্রমণের ঘটনায় কিছু বলতে চাননি মালতী রাভা রায়। পরবর্তীতে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি উপল দাসের আশ্বাসে ধর্ণা মঞ্চ থেকে উঠে যায় বিজেপির আদি গোষ্ঠীর কর্মীরা ।

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি ঠেকাতে নজরদারি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি ঠেকাতে রাজ্য সরকার ওই প্রকল্পে নজরদারির জন্যে দক্ষ পেশাদার নিয়োগ করতে চলেছে । দুর্নীতি বন্ধে অ্যান্টি ফ্রড অফিসার নিয়োগ করা হবে। যাঁদের মূল কাজ হবে, প্রকল্পে কী ধরনের অনিয়ম হচ্ছে, তা খুঁজে বের করা এবং তা বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ করা। দুর্নীতির সন্ধান পেতে তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে যাবেন। অনিয়মের অভিযোগের তদন্তও করবেন। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম ম্যানেজমেঃট ইউনিটও তৈরি করা হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে। সেই ইউনিট পরিচালনা করার জন্য বেসরকারি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। তারা এই প্রকল্পে অনিয়ম রুখতে স্বাস্থ্য সাথী সমিতিকে সহযোগিতা করবে।

ময়নাগুড়িতে পিঠেপুলি উৎসবের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ কনকনে শীতে রবিবাসরীয় দুপুরে পৌষ পার্বণ উসব পালিত হল জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে। চলল পেটপুরে পিঠেপুলি খাওয়া। অসংখ্য মানুষ পেটপুরে পিঠেপুলি খেলেন সঙ্গে উপভোগ করলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রবিবার ময়নাগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগর খেলার মাঠ যেন হয়ে উঠল বাঙালির পৌষ পার্বণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অভিনব এই অনুষ্ঠানের আয়োজক 'আমরা কয়েকজন' গত কয়েক দিনের কনকনে শীতের পর এদিন রোদের দেখাও মেলে। শীতের রোদে আনন্দনগর খেলার মাঠ ছিল একেবারেই ভিন্ন মেজাজে। চেয়ার টেবিলে বসিয়ে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা হয় প্রত্যেককে। পিঠেপুলির মেনুতে ছিল নলেন গুড়ের পায়েস, ভাপা পিঠে, পুলি পিঠে, পাটিসাপটা এবং মালপোয়া। পেটপুরে খেলেন বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই। বাঙালির ঐতিহ্য পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন এমন একটা মঞ্চ পেয়ে সকলেই বেশ খুশি। আশপাশ এলাকার পুরসভার কাউন্সিলাররাও উপস্থিত থাকলেন এদিনের এই অনুষ্ঠানে। সবমিলিয়ে বেশ জমজমাট বাঙালির পৌষ পার্বণ উৎসব হল ময়নাগুড়িতে।

নলহাটি এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে ও রামপুরহাট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৪ জানুয়ারি ঃ নলহাটি এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে ও রামপুরহাট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস, ধরাশায়ী অশুভ জোট। নলহাটির লোহাপুর এগ্রিকালচারাল রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস, ধরাশায়ী রাম-বাম-কংগ্রেস অশুভ জোট। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি প্রার্থী জয়ী। লোহাপুর এগ্রিকালচারাল রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান আবু জাহের রাণা জানান, জয়ী প্রার্থীরা হলেন আবুল বাসার, শ্রীমন্ত কুমার মাল ও সুব্রত বাগ। তৃণমূল কংগ্রেস পায় তিনশো নয় ভোট। রাম-বাম- কংগ্রেস মিলে পায় দুশো ছত্রিশ ভোট। রবিবার ভোট গ্রহণ ও গণনা হয়। মোট ভোটার ছিল আটশো আশি। ভোটদান হয় পাঁচশো ছেচল্লিশ। অন্যদিকে, রামপুরহাট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভোটে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের একচল্লিশজন প্রার্থী ছিল। নির্বাচনে একচল্লিশ জন প্রার্থী জিতেছেন, বলে জানান চেয়ারম্যান ত্রিদিব ভট্টাচার্য।

কেন্দুলির কদমখণ্ডির ঘাটে মকর স্নানের মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, জয়দেব, ১৪ জানুয়ারি ঃ রাত পেরোলেই মকর স্নান। কেন্দুলির কদমখণ্ডির ঘাটে মকর স্নান উপলক্ষ্যে লক্ষ মানুষের ভিড়। প্রায় আড়াইশো আখড়া অজয় নদের পাড়ে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে জয়দেব কেন্দুলি মেলার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা শাসক বিধান রায়, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, নানুর বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ, সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী এবং বরেণ্য লোক সঙ্গীত শিল্পী রতন কাহার প্রমুখ। মেলায় থাকছে পর্যাপ্ত পুলিশি ও নিরাপত্তাব্যবস্থা। বিপর্যয় মোকাবেলা টিম, স্বাস্থ্য বিভাগের পুরো টিম। কদম খণ্ডির স্নানের ঘাটে যাতে কেউ ডুবে না যায় সেদিকে নজর রাখতে থাকছে সিভিল ডিফেন্স। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো মেলায় যাতে কোনো মানুষের অসুবিধা না হয় সেটা দেখার জন্য তপর জেলা প্রশাসন। সাধু সন্ত আউল, বাউল, কীর্তনীয়া ও সাধারণ মানুষ মেলায় আসেন। মেলায় পানীয় জল, আলো ও শৌচের ব্যবস্থা থাকছে যথাযথ। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিম বর্ধমান গৌরবাজার হরগৌরী ট্রাস্ট থেকে আসছেন তাপস গিরি নাগাবাবা। তিনি বলেন, এখন মেলায় ব্যবস্থা খুবই ভালো। আমি কালকে এসেছি। আখড়ায় আছি। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মেলায় আসছি। আগে মেয়েদের খোলা মাঠে শৌচ করতে হতো। এখন ব্যবস্থা ভালো। লোকজনের ভি। ভালোই হবে। রাত দুটো কু।ি থেকে শুরু হবে মকরস্নান। উল্লেখ্য, লোভাতুর মানুষের আগ্রহ - ' জয় দেব - পদ্মাবতীর প্রেমের পদ্ম অজয় নদে ভেসে আসবে' এবং তারা সেটি দেখে ধন্য হবে। এই আশায় বহু পূন্যার্থী আসেন জয়দেব মেলায়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিদ্যাপতি ও রাজা শিব সিংহের স্ত্রী লছমি দেবীর লৌকিক প্রেমের কাহিনী। জয়দেব - কেন্দুলির কবি জয়দেব কবি জয়দেব পদ্মাবতীর কাহিনী ছ।য়ে আছে জয়দেব - কেন্দু বিল্বের মাটির প্রতিটি ধূলি কনায়। তাই কন কনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে প্রতি বছর প্রায় লক্ষাধিক পূন্যার্থী মকর সংক্রান্তির পূন্য লগ্নে স্নান করতে আসেন অজয় নদে। এবারও সেই উপলক্ষে জয়দেবে ভি। জমাতে শুরু করেছেন সাধু সন্তরা। তবে প্রতিবারের মত এবারও আউল বাউলের মেলা নামে সমধিক পরিচিত এই মেলা কীর্তনীয়াদের কাছে কোণঠাসা। সরকারী তপরতায় ম্যাসেঞ্জার থেকে প্রচুর জল ছা।। হয় আগত পূন্যার্থীদের স্নানের জন্য। মোট ৩০টি ঘাট স্নানের জন্য তৈরী। প্রচুর কীর্তনের আখড়া এবার মেলায়। এই মেলা কলার কাঁদির জন্য বিখ্যাত। অনেক কলার কাঁদি বিক্রিও হয় এদিন। জয়দেব মেলার মূল আকর্ষন জয়দেবের জন্মভিটায় অবস্থিত রাধা বিনোদ মন্দির। প্রাচীন ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, জয়দেবের যুগোল কিশোর মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণ রাম রাজের সভাকবি ছিলেন। তাঁর অনুরোধে কবি জয়দেবের জন্ম ভিটায় বর্ধমানের মহারাণী ব্রজ কিশোরী ১৮৬৩ সালে রাধা বিনোদ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কবি জয়দেব এই মন্দিরে রাধা মাধবের মূর্তি স্থাপন করেন। সেটি আজও পূজিত হয়। যে আসনে বসে কবি মোক্ষ লাভ করেন, সেটি আজও যত্ন সহকারে রাখা আছে। এই মাটিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যুগোল কিশোর মুখোপাধ্যায়ের পরিবার রাধা বল্লভ নামে আরেকটি মন্দির স্থাপন করেন। গীত গোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজা লক্ষণ সেনের সভা কবি ছিলেন। তখন জয়দেব - কেন্দুলি সেন পাহাড়ি

কাশ্মীরে মৃত্যু জওয়ানের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ জানুয়ারি ঃ কাশ্মীরে মৃত্যু হলো সিআরপিএফ জওয়ানের, কীর্ণাহারে আনা হচ্ছে দেহ। কাশ্মীরে মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ জওয়ানের।বছর ছত্রিশের মৃত জওয়ান বিশ্বজি অধিকারীর বাড়ি কীর্ণাহারের আলীগ্রামে, তিনি বর্তমানে কাশ্মীরে ১১০ নাম্বার ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন,আর সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তার। উল্লেখ্য শনিবার সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে সিআরপিএফ জওয়ানের স্ত্রীকে ফোন মারফ খবর দেওয়া হয় বলে জানা গেছে,আর তার ভিত্তিতেই পরিবার-পরিজনরা জানিয়েছেন মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে বিশ্বজিৎ অধিকারীর। যদিও কিভাবে ঘটেছে ঘটনা তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। এদিকে আজ সন্ধ্যা নাগাদ আলিগ্রামের বাড়িতে দেহ নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

গোরখপুর জংশনে স্টেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

গোরখপুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ উত্তর পূর্ব রেলের গোরখপুর জংশনে আজ ১৫ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে রেলওয়ে স্টেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন সম্পূর্ণ আনন্দ এবং উৎসাহের সাথে পালিত হবে। এই অনুষ্ঠানটি গোরখপুর জং এ অনুষ্ঠিত হবে। স্টেশন প্ল্যাটফর্ম নং ০২ এ অবস্থিত এসি সকাল ১০টা থেকে লাউঞ্জে এর আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং গোরখপুর স্টেশনের উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে একটি শর্ট ফিল্ম যাত্রী এবং স্কুল শিশুদের জন্য প্রদর্শিত হবে এবং এটি সম্পর্কিত একটি ফটো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। গোরখপুর স্টেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস কেক কেটে উদযাপন করবেন মাননীয় সাংসদ, গোরখপুর শ্রী রবি কিষাণ শুক্লা।

E-TENDER NOTICE
Office of Salboni Panchayat Samity
Salboni, Paschim Medinipur

NIT No- 063/EO/SAL-2023-24 DATED-15.01.2024 e-tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity for 7 No civil works under Rastashree under Salboni Panchayat Samity For details Pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in Bid Publishing date: 15.01.2024 Bid Closing date: 05.02.2024 Bid Opening date: 07.02.2024

Sd/-
Executive Officer
Salboni Panchayat Samity

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

(1) Notice Inviting E-Tender No.429/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_640838 Date 03.1.2024 (2) Notice Inviting E-Tender No.431/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_645352 Date 03.1.2024 (3) Notice Inviting E-Tender No.432/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_645372 Date 03.1.2024 (4) Notice Inviting E-Tender No.433/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_645485 Date 03.1.2024 (5) Notice Inviting E-Tender No.434/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_645504 Date 03.1.2024 (6) Notice Inviting E-Tender No.435/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_645331 Date 03.1.2024 (7) Notice Inviting E-Tender No.443/05th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_644125 Date 03.1.2024 (8) Notice Inviting E-Tender No.430/15th FC/2024 ID :- 2024_ZPHD_645323 Date 03.1.2024. The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the total 9(Nine) different works. Fund:15th FC & 05th FC . Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents from 15/01/2024 at 6.30 PM up to 25/01/2024 at 6.30 PM. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 29/01/2024 at 1.00 PM. Date of Opening of Technical Bid on 31/01/2024 on 1.00PM. For more details please visit website https://www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

TENDER NOTICE
PUNISOLE GRAM PANCHAYAT
VILL+ P.O. - PUNISOLE
BLOCK-ONDA, DIST, BANKURA

The Pradhan Punisole Gram Panchayat here by Invites Sealed e-Tender From the Resourceful and experienced bidders for the Execution of the work(s) of the following e-NITS No-05/23-24 Dated 08/01/2024. Last Date of Submission 25/01/24 All Information Available please visit at www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Punisole gram panchayat
Onda, Bankura

জলপাইগুড়ির কালীমন্দিরে বিশেষ পুজো

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন। ওই দিন জলপাইগুড়ির যোগমায়া কালীমন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে । অযোধ্যায় রামমঃিদর উদ্বোধনের দিন গোটা দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানের সঙ্গে সেজে উঠবে জলপাইগুড়ি যোগমায়া কালীমন্দিরও। যার প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে জলপাইগুড়িতে। ইতিমধ্যে অযোধ্যার রামমন্দির থেকে ঘট এসেছে এই ঐতিহ্যবাহী যোগমায়া কালী মন্দিরে।

ABRIDGED TENDER NOTICE
e-N.I.T. No. – WBEO/SUTAHATA/22/2023-2024 & WBEO/SUTAHATA/23/2023-2024

The Executive Officer, Sutahata Panchayat Samiti invites tender from bonafied bidders for Construction of different cement concrete road in different Gram Panchayat within Sutahata Panchayat Samiti. details may be accessed and duly responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from **15th January, 2024 (Monday) at 10-00 Hours to 30th January, 2024 (Tuesday) up to 12-00 Hours.**

Sd/-
Executive Officer,
Sutahata Panchayat Samiti

e-Tender

The Executive Officer, Pingla Panchayat Samiti
invites Tender for 91 Nos. Schemes under Pingla P.S.
NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT No.	No. of Scheme	Last Date of Application
Pingla/e-NIT/ Pathashree – III /58 /2023-24	35	01.02.2023 up to 09.00 Hrs.
Pingla/e-NIT/ Pathashree – III /59/2023-24	38	
Pingla/e-NIT/ Pathashree – III /60/2023-24	18	

Details of the Tender notice is available in website wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer,
Pingla Panchayat Samiti

ASL INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number: L36900WB1992PLC099901;
Registered Office: 7B, Punwani Chambers, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata, West Bengal - 700001, India.
Tel: +91-90047-54433; **Website:** www.aslindustries.in; **Email ID:** info@aslindustries.in.

PRE-OFFER ADVERTISEMENTAND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited ('Manager to the Offer'), for and on behalf Skybridge Incap Advisory LLP ('Acquirer')pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ('SEBI (SAST) Regulations'), in respect of the Open Offer made to acquire up to 27,08,444 (Twenty-Seven Lakhs Eight Thousand Four Hundred Forty-Four) Equity Shares of ₹34.00/- (Rupees Thirty-Four Only) each of ASL Industries Limited ('ASLIND' or 'Target Company') representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Capital of the Target Company.

This Advertisement is to be read in conjunction with the a) Public Announcement dated Wednesday, September 27, 2023 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, October 05, 2023, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Friday, October 06, 2023, in Financial Express (English Daily) (All India Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi Daily) (Mumbai Edition) and Duranto Barata (Bengali Daily) (Kolkata Edition) ('Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Thursday, October 12, 2023 ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Friday, January 05, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('Letter of Offer'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Thursday, January 11, 2024, and published in the Newspapers on Friday, January 12, 2024 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company') (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors of the Target Company are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer.

Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

For capitalized terms used hereinafter, please refer to the Paragraph 1 titled as 'Definitions and Abbreviations' on page 7 of the Letter of Offer.

A. Offer Price

The Offer is being made at a price of ₹34.00/- (Rupees Thirty-Four Only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.

B. Recommendations of the Committee of Independent Directors

A Committee of Independent Directors of the Target Companycomprising of Mr. Ashish Lodha, Independent Director, as the Chairperson of the Independent Directors Committee, and Mr. Murari Lal Khandelwal, member of the of the Independent Directors Committee approved their recommendation on the Offer on Thursday, January 11, 2024, and the said was published in the Newspapers on Friday, January 12, 2024. The IDC Members are of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.

C. Other details with respect to Offer

1. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
2. The Letter of Offer has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Tuesday, January 02, 2024, being the Identified Date.
   a) On Tuesday, January 09, 2024, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registeredwith the Depositories/Target Company, and
   b) On Tuesday, January 09, 2024,through registered post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Email Addresses are inactive.
3. The Draft Letter of Offer dated Thursday, October 12, 2023, was filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, for its Observations. In pursuance of which all the observations received from SEBI vide letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/0000052503/1' dated Friday, December 29, 2023 duly in terms of Regulation 16 (4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in the Letter of Offer. There have been no other material changes in relation to the Offer, as otherwise disclosed in the Letter of Offer.
4. Please note that a copy of the Letter of Offer is also available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.aslindustries.in, the Registrar to the Offer at www.skylinerta.com, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com, from which the Public Shareholders can download/print the same.

D. Instructions for Public Shareholders

a) **In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic/ dematerialized form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer. Public Shareholders should tender their Equity Shares before market hours close on the last day of the Tendering Period. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.10. titled as *'Procedure for tendering Equity Shares held in Dematerialized Form'* on page 40 of the Letter of Offer.

b) **In case of Equity Shares are held in Physical Form:** As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated 3 December 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from 1 April 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated 31 July 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Offer will be required to approach their respective Selling Broker along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out, including the (i) original share certificate(s), (ii) valid share transfer form(s), i.e. Form SH-4, duly filled and signed by the transferors (i.e., by all registered shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Target Company) and duly witnessed at the appropriate place, (iii) self-attested copy of the shareholder's PAN Card, (iv) Form of Acceptance duly completed and signed in accordance with the instructions contained therein, by sole/joint Public Shareholders whose name(s) appears on the share certificate(s) in the same order in which they hold Equity Shares, and (v) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder has deceased, etc., as applicable. For further information, kindly refer to the Paragraph 8.9 titled as *'Procedure for tendering Equity Shares held in Physical Form'* on page 39 of the Letter of Offer.

c) **Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer:** Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the records of Depositories on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company. Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents. Such Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by Stock Exchanges before the closure of the Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 10 titled as *'Procedure for tendering Equity Shares in case of non-receipt of Letter of Offer'* on page 43 of the Letter of Offer.

E. Status of Statutory and Other Approvals

As of date, to the best of the knowledge of the Acquirer, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer. For further information, kindly refer to the Paragraph 7.6. titled as *'Statutory Approvals and conditions of the Offer'* at page 38 of Letter of Offer.

F. Procedure for Acceptance and Settlement of Offer

The Open Offer will be implemented by the Acquirer through Stock Exchange mechanism made available by National Stock Exchange of India Ltd in the form of separate window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated 13 April 2015, as amended read along with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated 9 December 2016, as amended, and SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 issued by SEBI. As per SEBI Circular bearing number SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021, a lien shall be marked against the shares of the shareholders participating in the tender offers. Upon finalisation of the entitlement, only accepted quantity of shares shall be debited from the demat account of the shareholders. The lien marked against unaccepted shares shall be released. The detailed procedure for tendering and settlement of shares under the revised mechanism is specified under the Paragraph 8 titled as *'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer'* on page 39 of the Letter of Offer.

G. Revised Schedule of Activities

Schedule of Activities	Tentative Schedule of Activities Day and Date	Actual Schedule of Activities Day and Date
Issue date of the Public Announcement	*Wednesday, September 27, 2023*	**Wednesday, September 27, 2023**
Publication date of the Detailed Public Statement in the newspapers	*Friday, October 06, 2023*	**Friday, October 06, 2023**
Date of filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	*Wednesday, October 11, 2023*	**Thursday, October 12, 2023**
Last date for public announcement for a competing offer(s)#	*Monday, October 30, 2023*	**Monday, October 30, 2023**
Date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer	*Friday, November 03, 2023*	**Friday, December 29, 2023**
Identified Date*	*Tuesday, November 07, 2023*	**Tuesday, January 02, 2024**
Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date	*Wednesday, November 15, 2023*	**Tuesday, January 09, 2024**
Last date of publication in the Newspapers of recommendations of the independent directors committee of the Target Company for this Offer	*Monday, November 20, 2023*	**Friday, January 12, 2024**
Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size	*Tuesday, November 21, 2023*	**Monday, January 15, 2024**
Last date of publication of opening of Offer public announcement in the newspapers in which the Detailed Public Statement had been published	*Tuesday, November 21, 2023*	**Monday, January 15, 2024**
Date of commencement of Tendering Period	*Wednesday, November 22, 2023*	**Tuesday, January 16, 2024**
Date of closing of Tendering Period	*Wednesday, December 06, 2023*	**Tuesday, January 30, 2024**
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	*Wednesday, December 20, 2023*	**Tuesday, February 13, 2024@**

To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.
#There has been no competing offer.
**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the Letter of Offer would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirer and the parties to the Share Purchase Agreement dated Wednesday, September 27, 2023) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.*

H. Documents for Inspection

The copies of the following documents will be available for inspection at the registered office of the Manager to the Offer, Swaraj Shares and Securities Private Limited, located at Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Tuesday, January 16, 2024 to Tuesday, January 30, 2024. Further, in light of SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 dated July 27, 2020, read with SEBI Circular SEBI/CIR/CFD/DCR1/CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020, copies of the following documents will be available for inspection to the Public Shareholders electronically during the Tendering Period. The Public Shareholders interested to inspect any of the following documents can send an email from their registered email-ids (including shareholding details and authority letter in the event the Public Shareholder is a corporate body) with a subject line ["Documents for Inspection - ASLIND Open Offer"], to the Manager to the Open Offer at compliance@swarajshares.com; and upon receipt and processing of the received request, access can be provided to the respective Public Shareholders for electronic inspection of documents. For further information, kindly refer to the Paragraph 13 titled as *'Documents for Inspection'* on page 50 of the Letter of Offer.

In paragraph13 under "Documents of Inspection, the point no 13.13 should be read as follows:

Copy of SEBI Observation letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/0000052503/1' dated Friday, December 29, 2023.

The Acquireraccepts full responsibility for the information contained in this Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.aslindustries.in, the Registrar to the Offer at www.skylinerta.com, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com, accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.aslindustries.in, the Registrar to the Offer at www.skylinerta.com, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and National Stock Exchange of India Ltd at www.nseindia.com.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

Swaraj Shares and Securities Private Limited
Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621
Principal Place of Business: Unit No. 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India **Contact Person:** Pankita Patel/ Tanmoy Banerjee
Contact Number:+91-22-69649999
Email Address: compliance@swarajshares.com
SEBI Registration No.: INM00012980
Validity: Permanent

Date: Saturday, January 13, 2024
Place: Mumbai

On Behalf of the Acquirer
Skybridge Incap Advisory LLP
Sd/-

ঘন কুয়াশার কারণে গাড়ি ড্রেনে পড়ে মৃত্যু চালকের

ফরিদাবাদ, ১৪ জানুয়ারিঃ হরিয়ানার অটোপিন বস্তির কাছে ঘন কুয়াশার কারণে শনিবার গভীর রাতে একটি বোলেরো গাড়ি ড্রেনে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান, এবং আরও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে চিকিৎসার জন্য জেলা সিভিল হাসপাতালে বাদশা খান ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তথ্য দিয়ে স্থানীয় রাজেশ জানান, রাতে আওয়াজ শুনে তিনি বাইরে এসে দেখেন একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি ড্রেনে পড়ে আছে। আশেপাশের লোকজন চিৎকার করছিল হেল্প, হেল্প। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলে খবর দেয়। অনেক চেষ্টার পর ড্রেনে পড়ে যাওয়া গাড়িটিকে বের করা হলেও ততক্ষণে চালক মারা গেছে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। নিহতের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। আরও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাদশা খান সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘন কুয়াশা ও হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় নাজেহাল উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃ প্রবল শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা-সহ গোটা উত্তর ভারত। রবিবার দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তারমধ্যে ঘন কুয়াশার দাপটে ব্যাহত হচ্ছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের স্বাভাবিক জনজীবন। সড়কপথ, রেল এবং বিমান পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে। রবিবার দিল্লিতে কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা শূন্যে নেমে গিয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, দিল্লি ছাড়াও অমৃতসর, চণ্ডীগড়, অম্বালা, গঙ্গানগর, পালম, সফদরজং এবং লখনউয়ে দৃশ্যমানতা শূন্যে ঠেকেছে। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং বিহারে আগামী কয়েক দিন ঠান্ডা এবং কুয়াশার দাপট আরও বাড়বে। আগামী ৪-৫ দিন গোটা উত্তর ভারত ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী চার দিন দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ থেকে অতি শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৭৫, মৃত্যু হয়েছে ২ জনের

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারিঃ দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের কমল ভারতে, নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭৫ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩,০৭৫ -তে পৌঁছেছে এবং ২ জন বেড়ে মৃত্যুর সংখ্যা হয়েছে ৫,৩৩,৪১৪। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৮৫,২৬৯ জন করোনা-রোগী।

মোদীর স্বচ্ছতা অভিযানে যোগ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)র সভাপতি জেপি নাড্ডা রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সারাদেশে এই অভিযান শুরু হবে রবিবার থেকে এবং শেষ হবে ২২ জানুয়ারি। বিজেপি তার এক্স হ্যান্ডেলে এই সচিত্র তথ্য শেয়ার করেছে। দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সকাল ১১টায় করোলবাগের গুরু রবিদাস মন্দিরে পৌঁছবেন নাড্ডা। তিনি এখানে বৃহদ পরিচ্ছন্নতা অভিযান-এর অংশ হবেন।

বাংলাদেশের নিত্যপণ্যে মূল্য আমদানিতে বিধিনিষেধ শিথিল করার আশ্বাস মোদির ঃ টিটু

ঢাকা, ১৪ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর নতুন সরকার গঠন করেছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। গত ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৩৬ সদস্যের মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছেন। এর মধ্যে আহসানুল ইসলাম টিটু পেয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। রবিবার (১৪ জানুয়ারি) প্রথম দিন সচিবালয়ে নিজ দফতরে এসেই গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পিঁয়াজসহ নিত্য পণ্য আমদানিতে কোন বিধিনিষেধ না দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন। আর নিত্যপণ্যে আমদানিতে কোনও নিষেধাজ্ঞা না দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। নিজের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনার কথাও জানিয়েছেন তিনি। শপথ নেওয়ার পর দুদিন সাপ্তাহিক ছুটির কারণে আজ প্রথম কর্মদিবস উপলক্ষে সচিবালয়ে নিজনিজ দফতরে আসেন এবং অফিস করছেন। দফতরে এসেই সাংবাদিকদের আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'আমার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম কর্মসূচিটি হবে দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা।' বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু) বলেছেন, বাজারে কোনও সিন্ডিকেট থাকতে পারবে না। যারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। মজুতদারদের শক্ত হাতে দমন করা হবে। তবে স্বচ্ছভাবে যারা ব্যবসা করবে তাদের সহযোগিতা করা হবে। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা কোনও গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করব না, জনগণের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করব। বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার যথেষ্ট টুলস আমাদের রয়েছে। ভোক্তা অধিদফতরের মাধ্যমে বাজার মনিটরিং বাড়ানো হবে। আহসানুল ইসলাম বলেন, আমরা স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্মার্ট বাজার সিস্টেম করতে চাই। সরবরাহের সময়টা কমিয়ে আনতে চাই। বাণিজ্য, অর্থ, কৃষি, খাদ্য ও শিল্প মন্ত্রণায়ের সমন্বয়ে আমরা কাজ করব। আমরা কমোডিটি এক্সচেঞ্জ স্থাপন করে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করব। আগামী জুন মাসে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এটা অনুমোদন দেবে বলে আশা করছি।

ছুটির দিনে হাতে অস্ত্রোপচার করা হল অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের

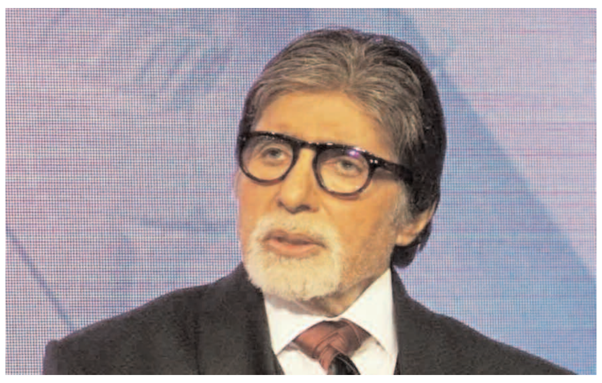

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ছুটির দিনে হাতে অস্ত্রোপচার হল অমিতাভের,নিজের ব্লগে অভিনেতা এই খবর জানিয়েছেন। খবর প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।অমিতাভ তাঁর ব্লগে জানিয়েছেন যে, সম্প্রতি অক্ষয়ের সঙ্গে আইএসপিএল (ইন্ডিয়ান স্ট্রিন প্রিমিয়ার লিগ) একটি ক্রিকেট লিগের জন্য তিনি শুটিং করছিলেন। তখনই বলিউডের খিলাড়ির সঙ্গে নিজের হাতের অস্ত্রোপচার নিয়ে আলোচনা করেন বিগ বি। অমিতাভ তাঁর ব্লগে অক্ষয়ের সঙ্গে শুটিং ফ্লোরের কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে অভিনেতার ডান হাতে ব্যান্ডেজ দেখা যাচ্ছে। তবে অভিনেতা তাঁর অস্ত্রোপচার নিয়ে বিশদে কোনও তথ্য প্রকাশ করেননি। অমিতাভ লেখেন, ''সম্প্রতি আইএসপিএল-এ সকলের সঙ্গে দেখা হল। খুব কম সময়ের মধ্যেই আমাদের বন্ধু এবং সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হল। অক্ষয়ও একটি টিমের মালিক। ওঁর সঙ্গে আমার হাতের অপারেশন নিয়েও কথা হল।'' ওই ফোটোশুটে যে হৃতিক রোশন এবং দক্ষিণী অভিনেতা সূর্যও ছিলেন, সে কথাও জানিয়েছেন অমিতাভ।তবে অমিতাভ তাঁর অস্ত্রোপচারের কথা প্রকাশ করতেই অনুরাগীরা দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। অনেকেই সমাজমাধ্যমে অভিনেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। তবে অনুরাগীদের একাংশের অনুমান, অমিতাভ এখন ভাল আছেন বলেই শুটিং করছেন।কিছু দিন আগেই জানা গিয়েছিল যে অমিতাভ 'আইএসপিএল'-এর মুম্বই টিমটি কিনেছেন। অমিতাভ ছাড়াও সইফ আলি খান, করিনা কপূর খান, রামচরণের মতো তারকারা নিজেদের দল কিনেছেন। সম্প্রতি, 'কউন বনেগা ক্রোড়পতি'র একটি সিজ়ন শেষ করেছেন অমিতাভ। চলতি বছরে অভিনেতার বেশ কিছু ছবি মুক্তির কথাও আছে।

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন লাই চিং-তে

তাইপি, ১৪ জানুয়ারিঃ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির (ডিপিপি) প্রার্থী লাই চিং-তে জয়ী হয়েছেন। তাইওয়ানের স্বাধীনতার পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়ে আসছে ডিপিপি। শনিবার দেশটিতে আট ঘণ্টার ভোট গ্রহণ শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে চীনের ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে তাইওয়ানের এ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ডিপিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে।

তিনি সেখানে উইলিয়াম লাই নামেও পরিচিত। স্থানীয় প্রচারমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ১ কোটি ৯৫ লাখের বেশি ভোটার রয়েছেন তাইওয়ানে। এর মধ্যে ৫০ লাখের বেশি ভোট পেয়েছেন লাই। আজ সকালে ভোট গ্রহণ শুরুর পর আট ঘণ্টা ভোট দেন ভোটাররা। এরপর ফল ঘোষণা শুরু হয়। প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন লাই।যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রভাব বিবেচনায় এবারের তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। এ নির্বাচনকে যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে বিকল্প বেছে নেওয়া বলে মনে করছে চীন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ ভোটে তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এর পর থেকে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ধরে রেখেছে তাইওয়ান।নির্বাচনে জয়ের পর প্রতিক্রিয়ায় লাই বলেন, চীনের ক্রমাগত হুমকি এবং ভীতি থেকে তাইওয়ানকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তাইওয়ান প্রণালিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখবেন।

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের গণতন্ত্রে একটি নতুন অধ্যায় লেখার জন্য আমি তাইওয়ানের জনগণকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা বিশ্বকে দেখিয়েছি যে আমরা গণতন্ত্রকে কতটা লালন করি। এটি আমাদের অটল অঙ্গীকার।' ভোটের আগে লাইকে বারবার 'বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে উল্লেখ করেছে বেইজিং। সেই সঙ্গে তাঁর দেওয়া আলোচনার প্রস্তাব বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে চীনা প্রশাসন। এরপরও তাইওয়ান প্রণালিতে শান্তি বজায় রাখা ও প্রতিরক্ষা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন লাই।

এবারের নির্বাচনে লাইয়ের অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাইওয়ানের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কুয়োমিনতাং (কেএমটি) পার্টির হো ইয়ু ইহ এবং ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত তাইওয়ান পিপলস পার্টির (টিপিপি) নেতা কো ওয়েন-জে।

রাজধানী তাইপের সাবেক মেয়র কো ওয়েন-জে। ভোটের আগে সাংবাদিকদের লাই বলেন, প্রতিটি ভোটই মূল্যবান। তাইওয়ানের কষ্টার্জিত গণতন্ত্রের জন্য এসব ভোটের গুরুত্ব রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের চির আধুনিক পাঠশালা

কৌশিক দাস

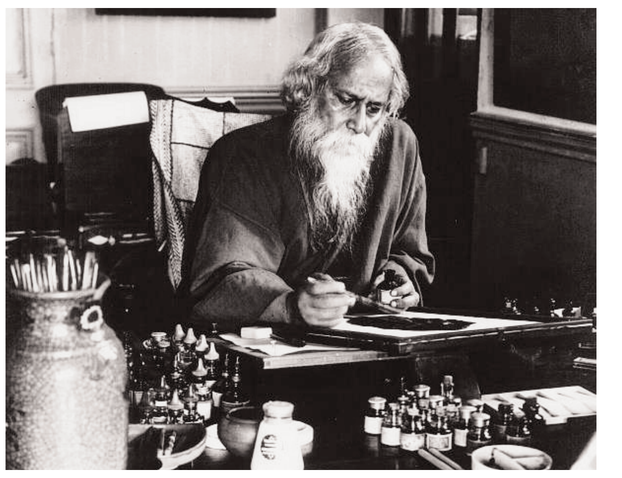

প্রকৃতির কোলে পাঠশালা বোধহয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখিয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ইস্কুলের কথা উঠলেই আম বাঙালি নাচে-গানে ভরপুর, বৃক্ষতলে সকাল দুপুর এমন এক জায়গার কথা ভেবে বিভোর হন। এ বাঙালির স্বভাব। সহজ, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক বলতে যে 'তাতা-থৈথৈ' ফাঁকিবাজিকে বোঝায় না এই কাণ্ডজ্ঞান যদি বাঙালির থাকত! নেই বলেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠান নিয়ে কী ভাবছিলেন বিশ্বভারতীর শতবর্ষ পার হওয়ার পরে তা আর এক বার মনে করে নেওয়া ভাল।

১৯০১ সালে বিজ্ঞানী-বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনে তিনি একটি বিদ্যালয় খোলার বিশেষ চেষ্টা করছেন। প্রাচীনকালের গুরুগৃহবাসের মতোই হবে সেখানে সমস্ত নিয়মকানুন। ''ছোটবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না।'' তা হলে কি ব্রহ্মচর্যের হিঁদুয়ানিতেই আটকে গিয়েছিলেন তিনি? মোটেই না। প্রকৃত হিন্দু অথবা খাঁটি হিন্দু গড়ে তোলার এই বাসনা কিছু দিন যেতে না যেতেই ত্যাগ করেছিলেন। খাঁটি হিন্দুর পিছুটান কেটে গিয়েছিল। সে ইতিহাসের ছায়া হয়তো এক ভাবে 'গোরা' উপন্যাসে পড়েছিল। আর, একবগ্গা রেজিমেন্টেড ইস্কুল তৈরি হলে তার মাস্টার ও ছাত্রদের চেহারা কেমন হতে পারে এবং রাষ্ট্র অথবা শাসক সেই পড়ুয়াদের কী ভাবে ব্যবহার করতে চাইতে পারে তা-ও দেশবিদেশ ঘুরে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধকামী বিদ্যালয়ের ছবি আছে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ 'দি ওয়াটারফল', তাঁর নিজেরই করা। ইংরেজি সংলাপ বাংলার থেকেও অনেক বেশি চোখা ও রাজনৈতিক। স্কুলমাস্টার ছেলেদের শিখিয়েছে তারা মহৎ জাতির বংশধর। তাদের পূর্বপুরুষদের ছিল খাড়া নাক। খাড়া নাক জাতি-গরিমার নিশান। আর ? ছেলেরা মাস্টারের সুরে সুর মিলিয়ে বলে, . আহা, নিজেদের জন্য অন্যের ভূখণ্ড ছিনিয়ে না নিলে জাতিগরিমাদীপ্ত নেশনের কি চলে! খাড়া নাকের মর্যাদাই তো থাকে না। রেজিমেন্টেড শিক্ষাব্যবস্থা তো এই পুরুষালি, ছিনিয়ে নেওয়ার মন্ত্রই ক্রমাগত জপতে থাকে পড়ুয়াদের কানে। মেয়েদেরও 'পুরুষালি' করে তুলতে চায়। সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্বের রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক লক্ষ্যমুখী ইস্কুল কি এ কালে এ দেশে চোখে পড়ে না? রবীন্দ্রনাথ কখনও চাইতেন না তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা এমন হোক। চাইতেন না বলেই তাঁর নজর পাঠ্যসূচির ওপর চাই অন্য রকম বিদ্যাবিবেচনা ও বোধের আয়োজন। এ দেশের সাদা-সাহেবরা শিক্ষার যে পাঠ্যসূচি তৈরি করেছিলেন তা নানা কিসিমের ছোটবড় কেরানি তৈরি করার জন্য চমৎকার। শুধু কেরানি হওয়ার বাসনা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই অবশ্য উনিশ শতকের বহু বাঙালি সাহেবি প্রতিষ্ঠানের জোয়াল ঠেলেও স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের নিজের কিন্তু এই সব ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না-পসন্দ। দাদা সত্যেন্দ্রনাথের মতো ব্যবস্থার মধ্যে থেকে ব্যবস্থাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার লড়াই তাঁর নয়। নিজের মতো বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বাসনা জেগে ওঠে তাঁর। সাহেবি শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকের মতোই রবীন্দ্রনাথ উল্টো দিকের খাঁটি হিন্দুত্বের ফাঁদে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রথম দিকে। পড়ে যে গেলেন না, তার কারণ তাঁর সচল 'অনাগারিক' মন। কোনও আগার অর্থাৎ দেওয়ালের সীমায় নিজের মনকে আটকে না রেখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ চেহারা দেখে তিনি বুঝেছিলেন, নেশনের বিষবাষ্পের বাইরে আসতে হবে। আর তাই তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তৃতানিবন্ধ, বিশ্বভারতী নামক শিক্ষাদর্শের কল্পনা ও নির্মাণ-উদ্যোগ, শিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রমে কলা-সঙ্গীত বিদ্যার আয়োজন পরস্পর সম্পর্কিত। এই সমসাময়িক প্রচেষ্টাগুলি নিতান্ত ফাঁকিবাজি শখ নয়, হঠাৎ জাগা ইচ্ছে নয়। ২৪ পৌষ ১৩১৯-এ আমেরিকার আরবানা থেকে অসিতকুমার হালদারকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ''আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, বোলপুরে চিত্রবিদ্যাটা বেশ একটু ভাল করেই শেখানো হয়। ঐ সঙ্গে সঙ্গীতটাও চলে। কিন্তু আজ পর্যন্ত লক্ষ্মী সদয় হলেন না টাকার টানাটানি কিছুতেই ঘুচল না মনের সাধ মনেই রয়ে গেল।'' কেন তাঁর এই সাধ? কলাবিদ্যা আর সঙ্গীত, এই দুইয়ের শিক্ষা মানুষের লড়াকু লোভী মনকে যে বদলে দিতে পারে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। কলাবিদ্যা আর সঙ্গীত প্রথাগত চাকরিমুখী বিদ্যা নয়। শিক্ষালয় যে কেবল উপযোগবাদী প্রায়োজনিক শিক্ষা দেবে তা-ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো ঔপনিবেশিক ভারতে প্রয়োজনমুখী শিক্ষার উৎপাদক। সেই শিক্ষাও তখন চাকরিপ্রদ নয়। স্যাডলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে লিখেছিলেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রোলেতারিয়েত'। বিদ্যা আছে, বিত্ত নেই, চাকরি নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষায় চাকরি ও বিত্তের বিষয়টিকে রাষ্ট্র-প্রশাসন ইত্যাদির সূত্রে বিচারই করছিলেন না। তাঁর বিদ্যালয় ব্যবস্থায় উপার্জন বিষয়টিকে সামাজিকতার দিক দিয়ে বুঝতে চাইছিলেন। আমাদের ভারতীয় সমাজের গঠন ও প্রয়োজনের সঙ্গে বিদ্যা ও শিক্ষার যেন যোগ থাকে। আবার সেই সমাজমন যেন কেবল প্রয়োজনের দেওয়ালে আটকা না পড়ে, সমাজজীবনে অপ্রয়োজন ও আনন্দের গুরুত্ব স্বীকার করে। কৃষক তো কলুর বলদের মতো চোখ বাঁধা শ্রমিক নন। চাষ করতে গিয়ে তিনি গান করেন। কৌমসমাজের মানুষ তাঁদের গোলাঘরের দেওয়ালটি সহজ আলপনায় সাজিয়ে তোলেন। এই অবকাশ আর ফাঁকগুলি আছে বলেই প্রতি মুহূর্তে সামাজিক মানুষ অপরের সঙ্গে ছিলা-টান লড়াইয়ে যোগ দেন না, নিজেদের জীবনে তৃপ্ত থাকেন। সমাজের এই চরিত্রটি চিনতে পেরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষালয়ে অঙ্কন ও সঙ্গীতবিদ্যার আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত প্রকৃতির সঙ্গে পড়ুয়াদের সহজ যোগ সাধন ঘটাতে পারে। অসিতকুমার হালদার নন্দলালকে শান্তিনিকেতন থেকে চিঠি লিখতেন। ১৯১৫ সাল থেকে অসিতকুমার-নন্দলাল সচিত্র কার্ড বিনিময় শুরু হয়েছিল। নন্দলালের কার্ডে আটকা পড়া শিল্পীর ছবি। ছিপ দিয়ে খেলিয়ে টাকা গাঁথবার চেষ্টা করছেন চিত্রকর।

আর অসিত হালদারের সচিত্র কার্ডে 'শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের পাঠ পড়ার ছত্র', রবীন্দ্রনাথের দেহলী বাড়ি, মঞ্জু-মালতীর একাংশ। খোড়ো চালের সে আলয় আকাশ-আঁচড়া বাড়ির নাগরিক স্পর্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষালয়ে যোগ দিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''১৯১৯ সনে পূজার ছুটির পর নন্দলাল বসু আসিয়া শান্তিনিকেতনের কার্যে যোগ দেওয়াতে বিশ্বভারতীর কলাভবনের সূচনা দেখা গেল।'' ১৯১৯ জালিয়ানওয়ালাবাগের রাষ্ট্রীয় হত্যারও বছর, রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগেরও বছর। রামকিঙ্কর আর বিনোদবিহারীর সাক্ষ্য থেকে দেখি, নন্দলাল মাঝে মাঝেই ছাত্রদের ছবি আঁকার সময় পাশে রেখে দিতেন টাটকা প্রকৃতির নিশান। বিনোদবিহারী লেখেন, ''বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের জীবন প্রকৃতির থেকে বিচ্ছিন্ন। পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ, গাছ, ঝড়জল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবকিছুকে বিজ্ঞান পোষ মানিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছে।'' প্রকৃতিকে পোষ মানিয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে গেলে কী সর্বাত্মক ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হয় তা উন্নয়নবাদী গোলকায়িত পৃথিবী উত্তরোত্তর টের পাচ্ছে। কলাবিদ্যা আর সঙ্গীত প্রকৃতিকে পোষ মানিয়ে শুধু কাজে লাগানোর শিক্ষার বিরোধিতা করত। এ যে সবাই মেনে নেবেন তা তো নয়। দেশের আমজনতার মনে নানা দ্বিধা। এ জাতীয় বিদ্যা মেয়েলি, এমন কথা বলতেও ছাড়েনি মানুষ। রবীন্দ্রনাথকে বিদেশের উদাহরণ দিয়ে লিখতে হল, ''এই সকল ললিতকলা শিক্ষা দ্বারা... পৌরুষ খর্ব হইতেছে'' এমন প্রমাণ হয় না। লিখতে হল, ''বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা'' তার প্রধান অঙ্গ হবে।

১৯০১'এ যে হিন্দুর কথা ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এই ভারত সেই হিন্দু ভারত নয়। নানা ভারত এসে মিলে মিশে গিয়েছে। বিনোদবিহারী একপাল মোষের ছবি আঁকছেন। এক সাঁওতাল মেয়ে বললে, ''এতগুলো কেড়া (মহিষ) দিলি, আর একটা বাচ্চা দিলি না?'' ছাত্র সত্যজিৎকে বিনোদবিহারী বলেছিলেন, ''এক মন্তব্যে ছবিটার একটা বড় ত্রুটি বাতলে দিল।'' এই যে ভারতীয় চোখ, মানুষের চোখ, মেয়েদের শ্রীময় দৃষ্টি কেজো ঔপনিবেশিক শিক্ষালয়ের পুরুষালি পড়ুয়ারা তার খোঁজ রাখত না। রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ আগে এই শ্রীময় বিদ্যাচর্চায় শিক্ষালয়কে সমাজের সঙ্গে যোগ করার যে আয়োজন করেছিলেন, পৌরুষকে ভিন্নার্থে নির্মাণের যে চেষ্টা করেছিলেন, ঘর থেকে মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসার যে আহ্বান করেছিলেন, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে সে ধারা এখনও বিগত হয়নি।

গো-সেবায় দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদী, নিজের হাতে সবুজ ঘাস, পাতা খাওয়ালেন অবলা জীবদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গো-সেবা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নয়া দিল্লিতে নিজ বাসভবন চত্বরেই গরুদের সবুজ ঘাস-পাতা খাওয়ালেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গো-সেবা এটাই প্রথম নয়। এর আগে একাধিকবার গো-সেবায় অংশ নিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েও গো-প্রকল্প চালু করে কখনও নিজের হাতে গরুকে খড় খাইয়েছেন তো কখনও গম খাওয়াতে দেখা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে। আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মথুরায় দেশজুড়ে বাছুর ভ্যাকসিনেশনের প্রচারে গিয়ে গো-পুজোয় অংশ নিতেও দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। সংবাদ সংস্থা প্রধান মন্ত্রীর গো-সেবার কিছু ছবি প্রকাশ করেছে, তাত দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের হাতে ৫-৬টি গোরুকে সবুজ ঘাস-পাতা খাওয়াচ্ছেন। আবার কোনও ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গরুদের গলায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। হিন্দু সনাতন ধর্মে গোরুকে ভগবান রুপে পূজা করে হয়ে থাকে, তাকে মায়ের সমান মনে করা হয়। সেই ভাবনাকে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী আরো উৎসারিত করেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।ইতি মধ্যেই দেশ জুড়ে মকর সংক্রান্তির তোড়জোড় চলছে জোর কদমে সেই আবহেই মকর সংক্রান্তির প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গরুদের সবুজ ঘাস-পাতা খাইয়ে গো-সেবার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।

আগামী প্রজন্মের শিশুদের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে উদ্যোগ বসিরহাটের শাঁকচুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৪ জানুয়ারিঃ বাংলা ও বাঙালীর প্রাণ প্রীয় ভাষা বাংলা।মার্তৃভাষা র মর্যাদা রক্ষার্থে বাঙালী সর্বদা সচেষ্ট।তবে, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবন ও জীবিকার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে বাংলার পাশাপাশি ইংরাজী ভাষার শিক্ষা ও ইংরাজীতে দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। বাংলা মিডিয়ামে পড়াশুনা করে, ইংরাজী মাধ্যমের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে উচ্চ শিক্ষায় বা জীবিকায় নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এমন ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইংরাজী ভীতি বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র ছাত্রীদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজী বিষয়ে সমতুল্য দক্ষতার অভাবে অনেক সময় ই সমস্যায় পরতে হয় গ্রাম বা মফস্বলের ছাত্র ছাত্রীদের।সম মেধা সম্পন্ন হয়েও অনেক সময়ই প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয় গ্রাম বাংলা থেকে উঠে আসা মেধাবী ছাত্র ছাত্রী দের।চাকুরিক্ষেত্রে যোগ্যতা যাচাই পর্বেও ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী ভাষার উপর দক্ষতা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় গ্রামীন ছাত্র ছাত্রীদের অনেককেই। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলা শিক্ষার পাশাপাশি অনেকেই তাদের শিশুদের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইছেন।পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমেই বাড়ছে ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলের চাহিদা।তবে কিছু ক্ষেত্রে এই মাধ্যমে পড়াশুনা ব্যায়বহুল হওয়ায় পড়াশুনার খরচ বহন করার সক্ষমতা না থাকায় অনেকেই সাধ পুরন করতে পারেন না। এবার গ্রামীন এই সব পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিলান্যাস হলো শাঁকচুড়ায়। রবিবার বসিরহাটের শাঁকচুড়া য় এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্মাধক্ষ্য শাহানুর মন্ডল, সুরজিৎ মিত্র সহ বসিরহাটের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ও শিক্ষানুরাগীরা। এই বিদ্যালয়ে নার্সারী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ পাবে পড়ুয়ারা।

কলম্বিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ভূমিধসে হত ১৮

বোগোটা, ১৩ জানুয়ারিঃ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ভূমিধসে অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় ৩০ জন। গতকাল শুক্রবার এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়। চোকো ডিপার্টমেন্ট অঞ্চলের গভর্নর দপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, বেশ কয়েকটি ভূমিধসের ঘটনায় মেদেলিন ও কুইবদো শহরকে যুক্ত করে যে সড়ক, সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই এটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, রাস্তায় কারমেন ডি আত্রাতো পৌরসভার কাছে 'অনেক মানুষ' তাঁদের যানবাহন ফেলে 'একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন'। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভূমিধসে তাঁরা চাপা পড়েন।

যত দূর জানা গেছে, ১৮ বা এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ফ্রানসিয়া মারকুইজ এক্সে জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে ভূমিধসে লোকজন 'গুরুতর আহত' হয়েছেন। এ ছাড়া অনেকে এখনো মাটির নিচে আটকা পড়ে আছেন। তবে কতজন, সেই সংখ্যা তিনি জানাননি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টেলিভিশন চ্যানেলের ফুটেজে দেখা গেছে, কাদা ও ভূমিধসে অনেকগুলো গাড়ি দুমড়েমুচড়ে গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী চোকো ডিপার্টমেন্ট বিশাল ক্রান্তীয় বনভূমির আবাস। সেখানে গতকাল শনিবার দিনভর ভারী বৃষ্টি হয়েছে।

Name Change

I,RAJEEV JAIN,SON OF GANPAT RAI JAIN, RESIDING AT THE ADDRESS,1002 FLAT 7D,BLOCK-3,EM BYPASS ,PO-DHAPA, KOLKATA-700105,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJEEV KUMAR JAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/01/2024.THAT RAJEEV JAIN AND RAJEEV KUMAR JAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SK ASRAF ALI,SON OF SEIKH ABDUL REHMAN, RESIDING AT ABUJHATI,AMRA, BARDDHAMAN-713166,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ASRAF ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 22/12/2023.THAT SK ASRAF ALI AND SEKH ASRAF ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shanti Ranjan Dakal S/o Satyacharan Dakal resident of VTC: Mirzzapur, PO-Jaragram, Dist-Purba Bardhaman-713404 declare that I have changed my name from Santiranjan Dakal to Shanti Ranjan Dakal and henceforth shall be known as Shanti Ranjan Dakal in all purpose. Santiranjan Dakal and Shanti Ranjan Dakal is the same and one identical person vide affidavit dated 12.01.24 sworn in before the Notary Public, Kolkata.

নাম পরিবর্তন

আমি, Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) স্বামী Subash Saha, ঠিকানা- ২২২২২৩, Acharya Prafulla Chandra Road, P.O.- Shyambazar, Kolkata-700004, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Phulleswari Saha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Phulleswari Saha (নতুন নাম) এবং Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।davit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Fazlul Haque (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Fazlul Haque (নতুন নাম) এবং Mohammad Fazlul Haque (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,M.M. SAJID REHAN AZAM ALIAS M.M. SAJID,SON OF M.M. KAIFI AZAM, RESIDING AT 3RD FR,FL-3A, RABINDRA PALLY PAL LY,BAGHAJATIN, KOLKATA -700086,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS M.M SAJID VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 13/01/2024.THAT M.M. SAJID REHAN AZAM ALIAS M.M. SAJID ALSO M.M SAJID ALL ARE THE SAME AND ONE PERSON

৩৭ নাম্বার ওয়াড উৎসব দ্রীতিকা ২০২৪ শুরু হলো

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ ৩৭ নাম্বার ওয়াড় উৎসব দ্রীতিকা ২০২৪ শুরু হলো আজ চলবে ২৩ শে জানুয়ারি অবধি ।আজকে সোভাযাত্রাটি শুরু হয. ইটালি মাঠ ঠেকে এই সোভাযাত্রা শুরু করে ৩৭ নাম্বার ওয়ার্ডের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করা হয। এই সোভাযাত্রা অংশোগ্রহন করেন ডেপুটি মেযর রঞ্জন সরকার, ৩৭ নাম্বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অলোক ভক্ত রঞ্জন শীল শর্মা সহ ওয়ার্ডের বিশিষ্ট নাগরিকেরা ..যেমন খুশি সাজো সহ মহিলা ও পুরুষেরা এই সোভা যাত্রাতে অংশোগ্রহন করেন

পুরুলিয়ায় সাধু নিগ্রহে গ্রেফতার আরও ১, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৪ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে পুরুলিয়ার কাশীপুরে উত্তর প্রদেশের সাধুদের উপরে হামলায় অভিযুক্ত আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই সে গা ঢাকা দিয়েছিল। এনিয়ে ওই ঘটনায় মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার তাকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত তিনসাধু, তাদের রাঁধুনি এবং গাড়ির চালকের উপর হামলার ঘটনা ঘটে পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার গৌরাঙ্গডি গ্রামে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িযে.পড়ে এলাকায় । পরে পুলিশ গিয়ে সাধুদের উদ্ধার করে । ঘটনায. দেশ জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। গণপ্রহারের ঘটনায় আগেই ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে কাশীপুর থানার পুলিশ ।

গতকাল গ্রেফতার হওয়া লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই সে গা ঢাকা দিয়েছিল। ধৃতের নাম রবীন্দ্রনাথ বাউরি ওরফে বাবু। সে কাঠের টুকরো দিয়ে সাধুদের মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ভিডিয়ো দেখে তাকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ তাকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এনিয়ে পুরুলিয়ার কাশীপুর থানা এলাকার গৌরাঙ্গডি এলাকার ওই ঘটনায় মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই থমথমে এলাকা। এদিকে, ওই ঘটনার পর গঙ্গাসাগার না গিয়ে উত্তরপ্রদেশ ফিরে গিয়েছেন ওই ৩ সাধু। তাদের ফেরার ব্যবস্থা করেন, পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এর পাশাপাশি গতকাল কাশীরপুর থানায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি সমর্থকরা।

আই সি সহ ৭জন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৪ জানুয়ারি ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার আই সি সহ ৭জন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করলো চুরির ঘটনায় অভিযুক্তের স্ত্রী। উল্লেখ্য গত অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে ইসলামপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা আইনজীবী গুরুদাস সাহার বা।তে চুরির ঘটনা ঘটে।সেই ঘটনায় চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাহাজামাল ওরফে সুরাজ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশি হেফাজতে নেয় ইসলামপুর থানার পুলিশ। শুধু তাই নয় অভিযুক্তের স্ত্রীকেও থানায় এনে বেধড়ক মারধর করে ইসলামপুর থানার পুলিশ বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পুলিশি হেফাজতে থাকা সাহাজামাল ও তার স্ত্রী পুলিশের মারে গুরুতর ভাবে জখম হয়। এরপর ইসলামপুর থানার পুলিশ সাহাজামালকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার জন্য। সাহাজামালের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের রেফার করে

কর্তব্যরত চিকিৎসক। পরিবারের লোকজনের দাবি পুলিশের মারে সাহাজামালের দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এরপর সাহাজামালের স্ত্রী সুবিচার চেয়ে কোলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে। কোলকাতা হাইকোর্ট গত ৫ জানুয়ারি পুলিশের বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার জন্য নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশে রবিবার ইসলামপুর থানার আই সি সহ মোট ৭ পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সাহাজামালের স্ত্রী। জানা গিয়েছে পুলিস গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুলিস বলেছে, পুলিসের নামে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তা তারা মেনে নিতে পারেন না। এখন তারা হাইকোর্টে সুবিচারের আশায় থাকবেন।

হলদিবাড়িতে রাজ্যসড়কের পাশ থেকে উদ্ধার সদ্যোজাতর দেহ

দুরন্ত বার্তা, হলদিবাড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারের হলদিবাড়ি মেখলিগঞ্জ রাজ্য সড়কের বোযালমারী এলাকায. রাজ্যসড়কের পাশ থেকে এক সদ্যোজাতর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছা।ল। রবিবার সকালে নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার কৃষকেরা জমিতে কাজ করতে যাওয়ার সময় রাজ্য সড়কের পাশে কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় শিশুটির দেহ দেখতে পান। ঘটনার পরেই খবর দেওয়া হয় হলদিবাড়ি থানায়। খবর পেয়ে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ এসে সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসক সদ্যোজাতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শিশুটি ছেলে। তবে সেখানে কে বা কারা ফেলে গিয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

মিরাকল!এক নয়,দুই নয়,এক্কেবারে তিন-তিনটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন মা

দুরন্ত বার্তা, মালদা১৪ জানুযা়রিএকটি নয়।দুটিও নয়।এক্কেবারে তিন-তিনটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন মালদা জেলার হরিশ্চঃদ্রপুর-১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চাযেতের ভক্তিপুর গ্রামের বাসিঃদা আসবি খাতুন।আর এই খবর জানতে পেরে সেই মহিলার বাড়িতে সংবর্ধনা দিতে ছুটে গেলেন হরিশ্চঃদ্রপুর থানার বিশিষ্ট সমাজসেবক জিযা়উর রহমান চৌধুরী।রবিবার ওই মহিলার হাতে
শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র ও কিছু খাবার তুলে দেন।যমজ সন্তানের জন্ম অনেকেই দেখেছেন,কিন্তু একসঙ্গে তিনটি সন্তান তাও আবার কোনোরূপ সিজার অপারেশন ছাড়াই!এ যেন মিরাকল।চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ হেন ঘটনা খানিক বিরল বলেই পরিচিত।জানা গিয়েছে,গত ৮ জানুযা়রি রাতে মালদহের চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের

প্রসূতি বিভাগে তিন সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা।হাসপাতাল সূত্রে খবর এদিন সন্ধ্যায.প্রসব যন্ত্রণা নিযে. চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি হন আসবি।এরপর রাত দশটা থেকে বারোটা নাগাদ সিজার অপারেশন ছাড়াই ওই মহিলা তিন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সুপার ইনচার্জ মহম্মদ সামিম জানিযে়ছেন,মাত্র ৩৩ সপ্তাহের অন্ত ঃসত্বা ছিলেন ওই মহিলা।ফলে প্রসব হওযা়তে ঝুঁকি ছিল।দুই সন্তান ও মা সুস্থ থাকলেও এক সন্তানকে এসএনসিইউতে রাখা হযে়ছে।চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ঘটনা অস্বাভাবিক না হলেও খানিক বিরল তো বটেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নাম্বার গেটের সামনে পথ দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নাম্বার গেটের সামনে পথ দুর্ঘটনা। ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চারচাকা গাড়ির পেছনে সজরে ধাক্কা মারে অপর একটি চার চাকা গাড়ি। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পুরো এলাকায়। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরপর তিনটি গাড়ি। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি উদ্ধার করতে আসলে পুলিশের উপর চড়াও হয় কয়েকজন যুবক বাঁধে বচোসা। ঘটনাস্থল থেকেই চার যুবককে আটক করে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন বিজেপির আইটি সেল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের ধাক্কা বিজেপি শিবিরে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন বিজেপির আইটি সেল এর সক্রিয় কর্মী অমৃতা ভট্টাচার্য। আজ দিনহাটায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন অমৃতা ভট্টাচার্য। আজ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার পর বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশখ ক্ষোভ উগরে দিয়ে অমৃতা ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপিতে থাকলে নির্দিষ্ট কারো তাবেদারি করলেই তবেই কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তাই তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

মালদা জেলার মধ্যে সবথেকে বড় ব্লক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল

দুরন্ত বার্তা, মালদা,১৪ জানুযা়রি ঃ হরিশ্চঃদ্রপুর ১ ব্লকের সভাপতি মানিক দাসের নেতৃত্বে রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চাযে়তের চন্ডীপুর হাই স্কুল মাঠে মালদা জেলার মধ্যে সবথেকে বড় ব্লক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল।এদিন কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী,জেলা চেযা়রম্যান সমর মুখার্জি,প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন ও জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য তৃনমূল কংগ্রেস বুথ স্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠন মজবুত করতে জেলা জুড়ে শুরু করেছে ব্লক কনভেনশন।হরিশ্চঃদ্রপুর-১(বি)ব্লক সভাপতি মানিক দাস জানান,তুলসীহাটা, রশিদাবাদ,বরুই ও কুশিদা এই চারটি গ্রাম পঞ্চাযে়ত নিযে়.এদিন ব্লক কনভেনশন করা হয।প্রায.তিন হাজার মানুষ এই ব্লক কনভেনশনে হাজির হয।এদিন সকলের জন্য

খাওযা-দাওযার ব্যবস্থা ছিল।তিনি আরো জানান,গত পঞ্চাযে়ত নির্বাচনে দলের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।যার জন্য পঞ্চাযে়ত গুলো তৃনমূলের হাত ছাড়া হযে়ছে।আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই চারটি অঞ্চল থেকে তৃনমূল কংগ্রেস যথেষ্ট ভোট পাবে বলে আশাবাদী।জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন,'আমাদের ব্লক ও জেলা কমিটির প্রত্যেকে একসঙ্গে রযে়ছে। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।শুভেঃদু মমতার ঘাড়ে পা দিযে়.রাজনীতিতে উঠে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।বিজেপি সাম্প্রদাযি়ক রাজনীতি করছে।চব্বিশের লোকসভা ভোটে জেলার দুটো আসন তৃনমূলই দখল করবে।'

জোয়ার আসর থেকে চার জনকে গ্রেফতার

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি ঃ জোয়ার আসর থেকে চার জনকে গ্রেফতার করলো, প্রধান নগর থানার পুলিশ। গতকাল গোপন সূত্রের খবর পেয়ে রেগুলেটেড মারকেটে জুয়ার আসর বসেছিলো সেই সময় পুলিশ হানা দিলে পুলিশের সাথে কথা বচসা হয় বলে পুলিশ সূত্রের খবর এর পর পুলিশ চারজনকে গেপ্তার করে। ধৃতরা হলো মুন্না শা,রঞ্জিত শা, সঞ্জিত কুমার,সাগর পাশওয়ান এদের কাছ থেকে প্রায় ৬০ হাজার টাকা মোবাইল ফোন প্লে কার্ড উদ্ধার করা হয়। ধৃত ৪ জনকে আজ শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

গাঁজা পাচারের আগেই গাঁজা সমেত গ্রেফতার দুই জন

দুরন্তার্তা,ময়নাগুড়ি, ১৪ জানুয়ারিঃ গাঁজা পাচারের আগেই গাঁজা সমেত গ্রেফতার দুই জন। ফের বড়ো সাফল্য ময়নাগুড়ি থানার। প্রাইভেট গাড়ির গোপন কুঠুরি বানিয়ে গাঁজা পাচারের চেষ্টা করেছিল দুই যুবক। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি প্রাইভেট গাড়িসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করলো ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। শনিবার রাতে ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। ধৃতদের আজ আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। ধৃত দুইজনের প্রকাশ স্বর্ণকার ও অনুরাগ স্বর্ণকার। অভিযুক্তদের বাড়ি বিহারে। তারা শিলং থেকে ফিরছিল বলে জানা গিয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৩ কেজি ৭৮৫ গ্রাম গাঁজা। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গাড়ি পাল্টি হয়ে তিন জন মহিলার মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১৪ জানুয়ারি ঃ রবিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ নাগরাকাটার ধরনিপুর চাবাগানের কাছে ১৭ নং জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি পাল্টি খেয়ে তিন জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে আহত হলো দুইজন। আহতদের দুইজনের মধ্যে একজনকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। আর একজনের চিকিৎসা চলছে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে এদিন সিকিমের তাদং থেকে একটি গাড়িতে করে দুটি পরিবারের বেশ কয়েকজন বিরপাড়াতে যাচ্ছিল একটি শ্রাদ্ধবাড়িতে। যাওয়ার পথে ধরনিপুর চাবাগানের কাছে জাতীয় স।কে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পালটি খেয়ে যায়। আর এতেই তিন মহিলার মৃত্যু হয় দুইজন আহত হয়। প্রথমে স্থানীয়রা এসে তাদের উদ্ধারের কাজে হাত দেন, পরে তারা পুলিসে খবর দিলে পুলিস এসে তাদের উদ্ধর করে হাসপাতালে পাঠায়।

কোচবিহারে বিকশিত রথযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচারে কোচবিহারে বিজেপির পক্ষ থেকে আজ কোচবিহার জেলায় শুরু হল কেন্দ্রীয় সরকারের বিকশিত রথযাত্রা। এই বিকশিত রথযাত্রা শুরু করতে গিয়ে প্রথম থেকে বহুবার তৃণমূল কংগ্রেস দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে থমকে গিয়েছিল এই রথযাত্রা। অবশেষে আজ কোচবিহার জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে এই রথযাত্রার সূচনা হয়। এই বিকশিত রথ কোচবিহার জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে গ্রামে গঞ্জে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচার করবে। আজকের এই রথের শুভ সূচনা করেন বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায়।

ইস্টার্ন রেলওয়ে গঙ্গা সাগর মেলা ২০২৪-এর জন্য দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা প্রস্তুত করেছে উপার্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন করে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি ঃ গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ উপলক্ষ্যে যাত্রীদের জন্য একটি নির্বিঘ্ন এবং আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব রেল গর্বের সাথে সূক্ষ্ম ব্যবস্থা প্রদর্শন করে। পূর্ব রেলের একাধিক বিভাগের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা এই ব্যবস্থা থেকে স্পষ্ট হয় । শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর, জেনারেল ম্যানেজার, ইস্টার্ন রেলওয়ে কাকদ্বীপ ও নামখানা স্টেশনে পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন ব্যবস্থার মূল্যায়ন করা। শ্রী দীপক নিগম, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ এবং সদর দফতর ও শিয়ালদহ ডিভিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ক্রমাগত সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তদারকি করছেন। আয়োজনের হাইলাইটস- স্যানিটারি রক্ষণাবেক্ষণ,শিয়ালদহ, কাকদ্বীপ এবং নামখানা স্টেশনগুলিতে স্যানিটারি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেওযা.হযেছে, সংশ্লিষ্ট বিভাগ দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য স্টেশনগুলিতে প্রসারিত করা হয়েছে। পথ আলোকিত করা,প্রিন্সেপ-ঘাট, লক্ষ্মীকান্তপুর, কাকদ্বীপ, নামখানা এবং শিয়ালদহ বিশেষ মনোযোগ সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যাপ্ত আলো। উপরন্তু, কাকদ্বীপ এবং নামখানা স্টেশনগুলির জন্য আলংকারিক আলোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। সতেজ জল,কাকদ্বীপ ও নামখানা স্টেশনে অতিরিক্ত জলের ব্যবস্থা সহ নির্ধারিত স্টেশনগুলিতে পাম্পের ২৪৭ অপারেশন। উন্নত বুকিং সুবিধা,বাণিজ্যিক বিভাগ। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা পরিপূরক শিয়ালদহ, কাকদ্বীপ এবং নামখানায় অতিরিক্ত কাউন্ট ার খুলবে।সতর্ক টিকিট চেকিং,কমার্শিয়াল শিয়ালদহ - নামখানা সেকশনের মধ্যে টিকিট চেক জোরদার করেছে। নিরাপত্তা শক্তিবৃদ্ধি,কাকদ্বীপ, নামখানা এবং শিয়ালদহে সিসিটিভি ইনস্টলেশনের সাথে মূল অবস্থানে পর্যাপ্ত ঙগুক্ষ কর্মী মোতাযেন। ঙগুক্ষ এবং ক্সঙগু দ্বারা পরিচালিত মে আই হেল্প ইউ বুথগুলি মূল্যবান সহায়তা প্রদান করবে। সম্প্রদায় সহায়তা,সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক, স্কাউট এবং গাইড, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স, এবং টাওয়ার ওয়াগনের মোতায়েন সম্প্রদায়ের সহায়তা এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করে। চিকিৎসা সুস্থতা,শিয়ালদহ, কাকদ্বীপ এবং নামখানায় মেডিকেল বুথ সহ স্টেশনগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট, হুইলচেয়ার এবং স্ট্রেচার। বর্ধিত প্রসাধন পরিষেবা,শিয়ালদহ- কাকদ্বীপ-নামখানা সেকশনে পরিচ্ছন্নতার গ্যারাঃিট দেয.পে অ্যান্ড ইউজ টযলেট, লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে অস্থায়ী শৌচাগার দেওয়া হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Market), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/MKT/BAKULTALA/01/2023-24 (2nd Call)

Name of the Work: **Construction of underground reservoir and some other ancillary civil works at Bakultala Market.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,53,231.00.** Earnest Money: **Rs. 9,100.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **29.01.2024 at 9.30 a.m.** Date and time of opening of bid: **01.02.2024 at 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/DCE_PS/X/97/CF5/23-24R (2nd Call)

Name of the Work: **Improvement of park beside reservoir at M. N. Sen Lane in Ward No. 97, Br.-X.** Estimated Amount: **Rs. 2,49,616.41.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **27.01.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.01.2024 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: S_D/CEN/BRIX/TECH/1623

Name of the Work: **Urgent replacement and restoration of manhole cover with frame at different road under Br.-IX.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,90,241.52.** Earnest Money: **Rs. 9,900.00.** Period of Completion: **21 days.** Bid submission start date (online): **20.01.2024 at 2 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **29.01.2024 upto 2 p.m.** The bid documents and other details will be available in the website **https://etender.wb.nic.in** on and from **22.01.2024 at 2 p.m.**

The **Director General (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following work (submission of bid through online):

NIT No.: KMC/WS/PROJECT/72/2023-24

Name of the Work: **Interconnection between 600 mm diameter reserve main and 900 mm diameter reserve main near Garden Reach STP.** Estimated Amount: **Rs. 4,36,688.00.** Earnest Money: **Rs. 8,800.00.** Time of Completion: **7 days.** Last date and time of online submission of tender: **31.01.2024 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**. Please keep watching on and above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Special Officer (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/414 (1st Call)

Name of the Work: **Emergency maintenance of B. L. Saha Road, Roy Bahadur Road etc. and other damaged portion of surrounding area in Ward No. 117, 118 under Br.-XIII.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,96,154.58 (Excluding Contengency Amount).** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **150 days.** Last date and time of submission of all bids: **30.01.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2024 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Ltg./Z-II/Br.-IV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: LTG/126/WD-28 AND 38/BR-IV/Z-II/23-24

Name of the Work: **Restoration of trident lighting system at A.P.C. Road under Ward No. 28 and 38, Br.-IV, KMC.** Estimated Amount: **Rs. 1,96,477.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid (online): **27.01.2024 upto 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (4 p.m.)** from the website **https://etender.wb.inc.in**

The **Director General (Electrical), KMC** invites tender online two part bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/238/23-24

Name of the Work: **Improvement of street lighting system with LED fittings at different places of Ward No. 106, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 2,86,691.66.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **25 days.** Last date and time of completion of bid: **24.01.2024 upto 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **09.01.2024 (From 2 p.m.)** from the **website https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (Electrical), Sewerage & Drainage, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/GRBU/T4/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Renovation of outdoor and indoor illumination system at poorly illuminated areas of Old and New Santoshpur DPS under GRBU.** Estimated Amount: **Rate to be Quoted.** Earnest Money: **Rs. 3,500.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **29.01.2024 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.01.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**. For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen.

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/S&D/DPS/23-24/02 published in this Newspaper on **06.01.2024 (Key No. 1231/23-24) of S&D (DPS) Department, Sl. No. 2** and the last date and time of submission of bid **Sl. No. 2 will be read as 22.01.2024 at 1 p.m.** instead of 16.01.2024 at 3 p.m. The technical bid will be open on **24.01.2024 at 5 p.m.** instead of 19.01.2024 at 3 p.m. Other terms and condition remain unchanged. 1270/23-24

‘ওর প্রথম মেসেজ দেখে ভেবেছিলাম ভুয়ো অ্যাকাউন্ট’

জকোভিচের সঙ্গে চ্যাট নিয়ে যা বললেন কোহলি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এক কিংবদন্তির কুর্নিশ আর এক কিংবদন্তিকে। বিরাট কোহলি ২২ গজের রাজা। আর টেনিস দুনিয়ায় রাজত্ব চলে নোভাক জকোভিচের। এই দুই কিংবদন্তি একে অপরের গুণগ্রাহী। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামার আগে জকোভিচ জানিয়েছিলেন, বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়। কিন্তু তাঁর একটাই আক্ষেপ তাঁদের দেখা হয় না। কোহলিও জানিয়েছেন,

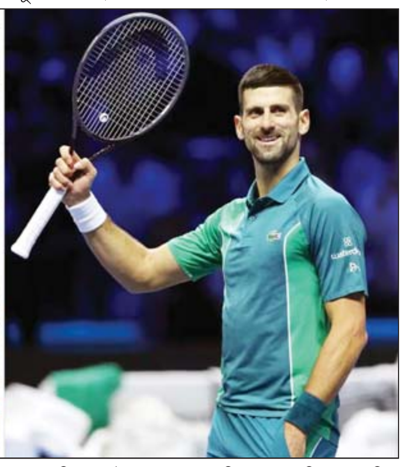

জকোভিচের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই তাঁর কথা হয়। কিন্তু বিরাট নিজের ইন্সটাগ্রামে জকোভিচের মেসেজ দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন, সেটা হয়তো ভুয়ো অ্যাকাউন্ট। পরে অবশ্য বুঝতে পারেন, সেটা জোকারের আসল অ্যাকাউন্ট। সম্প্রতি সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নোভাক জকোভিচ তাঁর সঙ্গে বিরাট কোহলির কথাবার্তা নিয়ে জানান। সার্বিয়ান টেনিস তারকা বলেন, ‘‘বিরাট কোহলির সঙ্গে আমার কয়েক বছর ধরেই কথা হচ্ছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। সচিন, বিরাট-সহ অনেক ক্রীড়াবিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালোও। আমার ও বিরাটের মেসেজে কথা হয়। কিন্তু সামনাসামনি আমাদের কোনওদিন দেখা হয়নি। ও আমার সম্পর্কে যে সব কথা বলে, তা শুনে খুব ভালো লাগে। আমি ওর কেরিয়ার এবং সাফল্যের কদর করি।’’ জোকার জানান, তিনি একবারই ভারতে এসেছিলেন। আবার আসতে চান। তাঁর কথায়, ‘‘আমি একবারই ভারতে গিয়েছিলাম ১০-১১ বছর আগে। খুব ছোট্ট সফর ছিল। নয়াদিল্লিতে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলাম। ভারতের বিরাট ইতিহাস রয়েছে। একটা অসাধারণ দেশ। সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় প্রাচুর্যের দেশ ভারতকে আমি ভালোভাবে বুঝতে চাই। সেখানে আবার যেতে চাই।’’ বিরাট কোহলি বর্তমানে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ব্যস্ত। তারই ফাঁকে বিসিসিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি নোভাক জকোভিচের সঙ্গে তাঁর কী ভাবে প্রথম কথা হয়েছিল সেই বিষয়ে জানিয়েছেন। বিরাট বলেন, ‘‘আমি একবার ইন্সটাগ্রামে ওর প্রোফাইল দেখছিলাম। তারপর আমার কী মনে হয়েছিল, ওকে মেসেজ করতে গিয়েছিলাম। তখন দেখি আমার ডিএমে ওর মেসেজ রয়েছে। আমি তখন ভাবি ও কি সত্যিই আমাকে নিজে থেকে মেসেজ করেছে? নাকি এটা কোনও ফেক প্রোফাইল। আবার ভালোভাবে ওর ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা দেখি। তারপর বুঝতে পারি, না ওটা সঠিক অ্যাকাউন্ট। তারপর আমরা মেসেজের মাধ্যমে একাধিক বার কথাবার্তা বলেছি। ওর এত সাফল্যের জন্য ওকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম আমি।’’ জকোভিচ কয়েকদিন আগে বিরাটকে ৫০তম ওডিআই শতরানের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে মেসেজও করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিরাট বলেন, ‘‘আমি যখন ৫০তম ওডিআই সেঞ্চুরি করেছিলাম, ও আমাকে মেসেজ করেছিল। ওকে আমি অনেক সম্মান করি। ওর ফিটনেস লেভেল অসাধারণ। ওর টেনিস কেরিয়ারে যা প্রাপ্তি তা এক কথায় অসাধারণ।’’ দুই কিংবদন্তির কথাবার্তা হলেও কখনও সামনাসামনি দেখা হয়নি। বিরাট জানান, সুযোগ পেলে তিনি জকোভিচের সঙ্গে দেখা করবেন এবং একসঙ্গে কফিও খাবেন। তাঁর কথায়, ‘‘ও যেখানে খেলে সেখানে যদি আমি যাই বা ও যদি ভারতে আসে তা হলে আমরা নিশ্চয়ই দেখা করব। গল্প করব এবং হয়তো একসঙ্গে কফি খাব।’’ সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মঞ্চে নোভাক ও স্মিথ একসঙ্গে টেনিস ও ক্রিকেট খেলেছিলেন। যে ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। বিরাট জানান তিনিও সেই ভিডিয়ো দেখেছেন। কোহলির কথায়, ‘‘আমি ওই ভিডিয়ো ক্লিপ দেখেছি যেখানে নোভাক আর স্মিথ একসঙ্গে একটু ক্রিকেট এবং টেনিস খেলেছে। স্টিভ ভালো রিটার্ন দিয়েছে। আমি টেনিস ম্যাচ লাইভ দেখেছি। চটজলদি রিটার্ন দেওয়া সহজ নয়। তবে নোভাকের সঙ্গে দেখা হলে আমি যে জিনিসটা ওকে শেখাতে পারব, সেটা হল কেমন করে সঠিক ভাবে ব্যাট ধরতে হয়।’’ আজ, রবিবার থেকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অ্যাকশনে দেখা যায় নোভাক জকোভিচকে। কোহলি তাঁকে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘নোভাক অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের জন্য তোমাকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি জানি তুমি এই গ্র্যান্ড স্লামের জন্য তৈরি। বছরের পর বছর ধরে তোমাকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে দেখছি। আমি আশা করি তুমি ভালো পারফর্ম করবে। অস্ট্রেলিয়ায় তুমি যে ভালোবাসা পাও সেটাও অসাধারণ। আমি নিজেও অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করি।’’

হরমনপ্রীতদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ফেরাচ্ছে বিসিসিআই

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারিঃ শুধু সাদা বলের ক্রিকেট খেললে আর হবে না। এ বার থেকে লাল বলের ক্রিকেটও খেলতে হবে হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানাদের। মহিলাদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট আবার শুরুর পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াকে ঘরের মাঠে টেস্ট ম্যাচে হারিয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। পর দু'টি টেস্টে হরমনপ্রীতের দলের জয়ে উৎসাহিত বিসিসিআই কর্তারা। লাল বলের ক্রিকেটে সাফল্য ধরে রাখতে এবং মহিলা ক্রিকেটের মান উন্নত করতে আবার প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা শুরুর পরিকল্পনা করা হয়েছে। মার্চ-এপ্রিল মাসে হবে এই প্রতিযোগিতা। ২০১৮ সালের পর আর মহিলাদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট হয়নি ভারতে। গত কয়েক বছর মহিলাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে হয়েছে শুধু ৫০ ওভার এবং ২০ ওভারের ম্যাচ। মহিলাদের বয়স ভিত্তিক সাদা বলের ক্রিকেটও শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে। সেই সঙ্গে এ বার লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেটও শুরু হচ্ছে। মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের পর এই প্রতিযোগিতা হবে। আগামী

২২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা মহিলাদের দ্বিতীয় আইপিএল। প্রথম বছরে রাজ্য ভিত্তিক হবে না হরমনপ্রীতদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট। হবে জোন ভিত্তিক। সব কিছু ঠিক থাকবে ভবিষ্যতে রঞ্জি ট্রফির মতো হবে এই প্রতিযোগিতা। খেলাগুলি হবে তিন দিনের। ফাইনাল হবে চার দিনের। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, ‘‘তিন দিনের লাল বলের প্রতিযোগিতা শুরু করা হচ্ছে মহিলাদের জন্য। আপাতত জোন ভিত্তিক দল তৈরি হবে। মার্চ-এপ্রিলে হবে প্রতিযোগিতা। সম্প্রতি টেস্টে আমাদের মহিলা দল বেশ ভাল পারফরম্যান্স করেছে। অথচ গত কয়েক বছর ওরা লাল বলের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেনি। মহিলা ক্রিকেটের মান উন্নত করার জন্যই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট আবার শুরুর পরিকল্পনা করা হয়েছে।’’ আন্তর্জাতিক পর্যায় মহিলাদের টেস্ট ম্যাচ হয় খুব কম। অধিকাংশ দেশেই মহিলাদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট হয় না। শুধু ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড সম্প্রতি কয়েকটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। আগামী দিনে মহিলাদের টেস্ট ম্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল। সে কথা মাথায় রেখে এই মরসুম থেকেই মহিলাদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ফিরিয়ে আনছেন বিসিসিআই কর্তারা।

শেষ মুহূর্তে নাটকীয় জয়ে স্বস্তি বাগানে

ভুবনেশ্বর, ১৪ জানুয়ারিঃ গ্রুপ এ-র তৃতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও হায়দরাবাদ এফসি। দু-দল ভিন্ন ফলের এই ম্যাচে নেমেছিল। মোহনবাগান প্রথম ম্যাচে জিতেছিল। আই লিগের ক্লাব শ্রীনিধি ডেকানকে হারিয়েছিল তারা। তেমনই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত অবধি লড়াই করেছিল হায়দরাবাদ। লাল-হলুদের কাছে হারলেও তাদের লড়াই কুর্নিশ জানানোর মতোই ছিল। মোহনবাগানকে যে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হবে, এমনই মনে করা হচ্ছিল। শুরুতেই নিজেদের ভুলে ব্যাকফুটে মোহনবাগান। শেষ মুহূর্তে নাটকীয় জয় তুলে নিল মোহনবাগান। টানা দু-ম্যাচ জিতে স্বস্তিতেও। ম্যাচের মাত্র ৭ মিনিটে ডিফেন্সের ভুলে গোল খায় মোহনবাগান। ডিফেন্ডার ব্রেন্ডন হ্যামিল এবং গোলকিপার আর্শ আনোয়ারের ভুল বোঝাবুঝিতে বল পান লালচুননুনগা ছাংতে। সহজ গোলের সুযোগ মিস করেননি ছাংতে। শুরুতেই গোল খাওয়ায় চাপ বাড়ে মোহনবাগানের। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিকে বছর শেষ করেছিল সবুজ মেরুন। সেখান থেকে গত ম্যাচে জয়ে ফেরায় আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল। কিন্তু শুরুতেই নিজেদের ভুল অস্বস্তিতে ফেলতে বাধ্য। মোহনবাগান আক্রমণ ভাগ মরিয়া চেষ্টা করে ম্যাচে ফেরার। প্রথমার্ধে সাফল্য আসেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সোনালি সুযোগ মিস সুহেল ভাটের। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি মোহনবাগানের দখলেই। যদিও গোলের দেখা মিলছিল না। মোহনবাগানের অনবরত আক্রমণে ভুল করে বসে হায়দরাবাদ ডিফেন্সও। ম্যাচের ৮৭ মিনিটে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল জেরেমির। সমতা ফেরানোর পর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে মোহনবাগান। হুগো বোমাসকে বক্সে থামাতে গিয়ে বিপদ বাড়ে হায়দরাবাদের। বোমাসকে অবৈধ ট্যাকল করেন মার্ক জো। পেনাল্টি দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে মোহনবাগানের পক্ষে স্কোরলাইন ২-১ করেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। বাকি সময়ে আর কোনও ভুল করেনি মোহনবাগান। ২-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতেই মাঠ ছাড়ে।

সোনার স্বপ্নভঙ্গ, মালয়েশিয়ান ওপেনে রূপোতেও ইতিহাস সাত্বিক-চিরাগের

কুয়ালালমপুর, ১৪ জানুয়ারিঃ ইতিহাসের পাতায় তাঁরা শনিবারই উঠে পড়েছিলেন। রবিবার ছিল মালয়েশিয়ান ওপেন খেতাব জয়ের পালা। অল্পের জন্য সোনার স্বপ্নপূরণ হল না। কথা হচ্ছে ভারতীয় শাটলার জুটি সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টিকে নিয়ে। ১৯৮৩ সাল থেকে পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডাবলসে কোনও ভারতীয় শাটলার মালয়েশিয়ান ওপেনের ফাইনালে ওঠেননি। তাই পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে কোরিয়ান জুটিকে হারাতেই ইতিহাস গড়া হয়ে গিয়েছিল সাত্বিক-চিরাগদের। আজ, রবিবার চিনা জুটি ওয়াং চ্যাং ও লিয়াং ওয়েংয়ের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়ান ওপেনের ফাইনালে নেমেছিলেন সাত্বিক-চিরাগ। শেষ অবধি লড়লেও সোনা জিততে পারলেন না সাত্বিক-চিরাগ। মালয়েশিয়ান ওপেনের ফাইনালে প্রথম গেমে চিনা জুটির বিরুদ্ধে দাপট দেখিয়ে জিতেছিলেন সাত্বিক-চিরাগ। এরপর দ্বিতীয় গেমে ঘুরে দাঁড়ান ওয়াং চ্যাং ও লিয়াং ওয়েং। দ্বিতীয় গেম ২১-১৮ ব্যবধানে জিতে নেয় চিনা জুটি। এরপর ম্যাচ গড়ায় তৃতীয় গেমে। তাতেও এগিয়ে ছিলেন ওয়াং ও লিয়াং। একের পর ওয়াং চ্যাং ও লিয়াং ওয়েং চিনা জুটির মুখোমুখি হলেন সাত্বিক-চিরাগ। অতীতে ৩ বার চিনা জুটি হারিয়েছিল সা-চি জুটিকে। এ বারও

এক পয়েন্ট তুলে নিয়ে সাত্বিক-চিরাগের ওপর চাপ বাড়াতে থাকেন ওয়াং ও লিয়াং। শেষের দিকে সাত্বিক-চিরাগ মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন পয়েন্ট তোলার জন্য। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তৃতীয় গেম ২১-১৭ ব্যবধানে জিতে সোনার হাসি হাসেন ওয়াং ও লিয়াং। আর রুপোতেই সন্তুষ্ট হতে হয় সাত্বিক-চিরাগকে। এই নিয়ে পঞ্চম বার তার অন্যথা হল না। ২০২৩ সালের মালয়েশিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে এই চিনা জুটির কাছেই হেরেছিলেন সাত্বিক-চিরাগ। তাই এ বারের ফাইনালে তাঁদের হারিয়ে বদলা নেওয়ার সুযোগ ছিল ভারতীয় তারকা শাটলার জুটির কাছে। কিন্তু শেষ অবধি লড়াই করেও বদলা নিতে পারলেন না সাত্বিক-চিরাগ।

২২ গজকে বিদায়

মেলবোর্ন ডার্বি দিয়ে সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন অ্যারন ফিঞ্চ

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারিঃ গতকাল রাতে মেলবোর্ন ডার্বি দিয়ে সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন অ্যারন ফিঞ্চ। প্রসঙ্গত, অনেকদিন আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন, খেলে যাচ্ছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ গুলোতে। কিন্তু এবার বিদায় জানালেন সেটাকেও। ফিঞ্চ মোট ৭৬টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অজি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এটি বিশ্বরেকর্ডও বটে। ওয়ান ডেতে ফিঞ্চের অধীনে অস্ট্রেলিয়া ৫৫টি ম্যাচ খেলেছে। ২০২১ সালে অভিষেক ঘটানোর পর ফিঞ্চ মোট ৮৮০৪ আন্তর্জাতিক রান করেছেন। তাঁর দখলে ১৭টি ওয়ান ডে ও দুইটি টি-টোয়েন্টি শতরান করার কৃতিত্ব রয়েছে। গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই ফিঞ্চ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন। তিনি সেই ম্যাচে আর্য়াল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬৩ রানের ইনিংস খেলেন। দলও জয় পায়। তবে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় অজিরা। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৭৬ বলে ফিঞ্চের করা ১৭২ রান আজও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বকালের সর্বোচ্চ স্কোর। নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিঞ্চ সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘আমি ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে পারব না। তাই এটাই জাতীয় দল থেকে সরে যাওয়ার সেরা সময়। এখন অবসর নিলে দল সেই বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার যথেষ্ট সময় পাবে। আমার গোটা আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে যারা আমায় সমর্থন করেছেন, তাঁদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’’ তবে বিদায়ী ম্যাচে ব্যাট হাতে কোনও অবদান রাখতে পারেননি ফিঞ্চ। আউট হয়েছে শূন্য রানে। অর্থাৎ শূন্য নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন অজি এই ওপেনার। শূন্য রানে মাঠ ছাড়লেও পুরো গ্যালারি দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়েছে এই বিধ্বংসী ব্যাটার ফিঞ্চকে। অ্যারন ফিঞ্চের সম্মানে তার ৫ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেলবোর্ন রেনেগেডস।

পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করে দিলেন শন মার্শ

সিডনি, ১৪ জানুয়ারিঃ সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটসম্যান শন মার্শ। এবারের বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডসের শেষ ম্যাচই হতে যাচ্ছে ৪০ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ। গত বছরের মার্চে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন মার্শ। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ২০১৯ সালের জুনে, ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওভালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। শন মার্শ ২০১৯ বিশ্বকাপের পর আর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে না খেললেও তাঁর ছোট ভাই মিচেল মার্শ এখনো খেলছেন। তাঁরা দুজনে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান জিওফ মার্শের ছেলে। শন মার্শ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেছেন ৩৮টি টেস্ট, ৭৩টি ওয়ানডে ও ১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। টেস্টের ৬৮ ইনিংসে ৬ শতক ৩৪.৩১ গড়ে মার্শের রান ২২৬৫। ওয়ানডেতে ৭২ ইনিংসে ৭ শতকে ৪০.৭৭ গড়ে রান ২৭৭৩। টি-টোয়েন্টিতে ১৫ ইনিংসে ১৮.২১ গড়ে রান ২৫৫। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে না পারলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে বেশ সফল মার্শ। বিগ ব্যাশে এই বাঁহাতির রান ৭৯ ইনিংসে ২৮১০, যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ। আইপিএলের প্রথম মরসুমে ৬১৬ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন মার্শ। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে খেলেছেন ৯ মরসুম। ৬৯ ইনিংসে প্রায় ৪০ গড়ে করেছেন ২৪৭৭ রান। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৩২.৭৪। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে মার্শের রান ৭০৫০। গড় ৩৭.৯০, স্ট্রাইক রেট ১২৮.৫৩। বিদায়ের ঘোষণা করে রেনেগেডস সম্পর্কে মার্শ বলেছেন, ‘‘রেনেগেডসের হয়ে খেলাটা বেশ উপভোগ করেছি। গত পাঁচ বছরে অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এবং এরা সবাই আমার ভালো বন্ধু হয়ে থাকবে।’’ এই বিগ ব্যাশ মরসুমেও মার্শ দুর্দান্তই খেলছিলেন। ৫ ম্যাচ খেলে রান করেছেন ১৮১। ৪৫.২৫ গড় ও স্ট্রাইক রেট ১৩৮.১৬।

মায়ামিতে মেসি-সুয়ারেজ-আলবাদের ২০ মিনিটের ‘সুন্দর’ ফুটবল’ উপহার

ফ্লোরিডা, ১৪ জানুয়ারিঃ শুরু হয়ে গেছে ইন্টার মায়ামির নতুন মরসুমের প্রস্তুতি। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দলটির প্রথম দিনের অনুশীলনে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা থেকে শুরু করে সমর্থকদের চোখ ছিল দুজনের ওপর-মেসি আর সুয়ারেজ। বার্সেলোনায় সতীর্থ হিসেবে দারুণ সব অর্জন মেসি-সুয়ারেজ জুটির। শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও দারুণ বন্ধু তাঁরা। সেই বন্ধুত্বের টানেই এবার ইন্টার মায়ামিতে একত্র হলেন দুজন। প্রথম দিনের সংবাদ সম্মেলনে মেসিকে নিয়ে কথাও বলেছেন এই উরুগুইয়ান তারকা। এ সময় ইন্টার মায়ামিতে নিজের লক্ষ্যের বিষয়েও জানিয়েছেন। প্রথম দিনের অনুশীলন নিয়ে কথা বলেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনও। মেসি, সুয়ারেজ, সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবা মিলে অনুশীলনে সুন্দর ফুটবল উপহার দিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেছেন এই আর্জেন্টাইন কোচ। মায়ামিতে আসার আগে মেসি তাঁকে কী বার্তা দিয়েছিলেন, তা নিয়ে

এক ফ্রেমে মেসি, সুয়ারেজ এবং বুসকেতস

সুয়ারেজ বলেছেন, ‘‘মেসি আমাকে ইন্টার মায়ামি নিয়ে ভালো ভালো কথা বলেছে। সে যা বলেছে, তা আমার জন্য দারুণ ছিল।’’ গত মরসুমে মেসির হাত ধরে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপা জেতে ইন্টার মায়ামি। নিজের প্রথম চেষ্টাতেই দলকে লিগস কাপের শিরোপা এনে দেন এই আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এবার ইন্টার মায়ামির চোখ সম্ভাব্য চার শিরোপাতেই-এমএলএস, লিগস কাপ, কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ এবং ইউএস ওপেন কাপ। সুয়ারেজ বলেছেন, ‘‘আমরা কেন চারটি শিরোপাই জিততে পারব না? এটা আসলে আমাদের ওপর নির্ভর করছে। আমরা বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে পারি। তবে আমাদের এটা কাজ, নিবেদন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মাঠেই করে দেখাতে হবে।’’ আসছে মরসুমকে সামনে রেখে প্রথম দিনের অনুশীলন নিয়ে ইন্টার মায়ামির কোচ মার্তিনো বলেছেন, ‘‘আমরা ২০ মিনিটের ফুটবল দিয়ে শেষ করেছি। এই ২০ মিনিটে চারজন (মেসি, সুয়ারেজ, বুসকেতস, আলবা) দেখিয়েছে, তারা একসঙ্গে খেলাটা ভুলে যায়নি। এটা ছিল ২০ মিনিটের সুন্দর ফুটবল।’’ ২০ জানুয়ারি এল সালভাদরের বিপক্ষে প্রথম প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি। এরপর তারা খেলবে এফসি ডালাস, নেইমারের ক্লাব আল হিলাল, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসর, হংকং লিগ টিম, ভিসেল কোবে ও মেসির শৈশবের ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজের সঙ্গে।

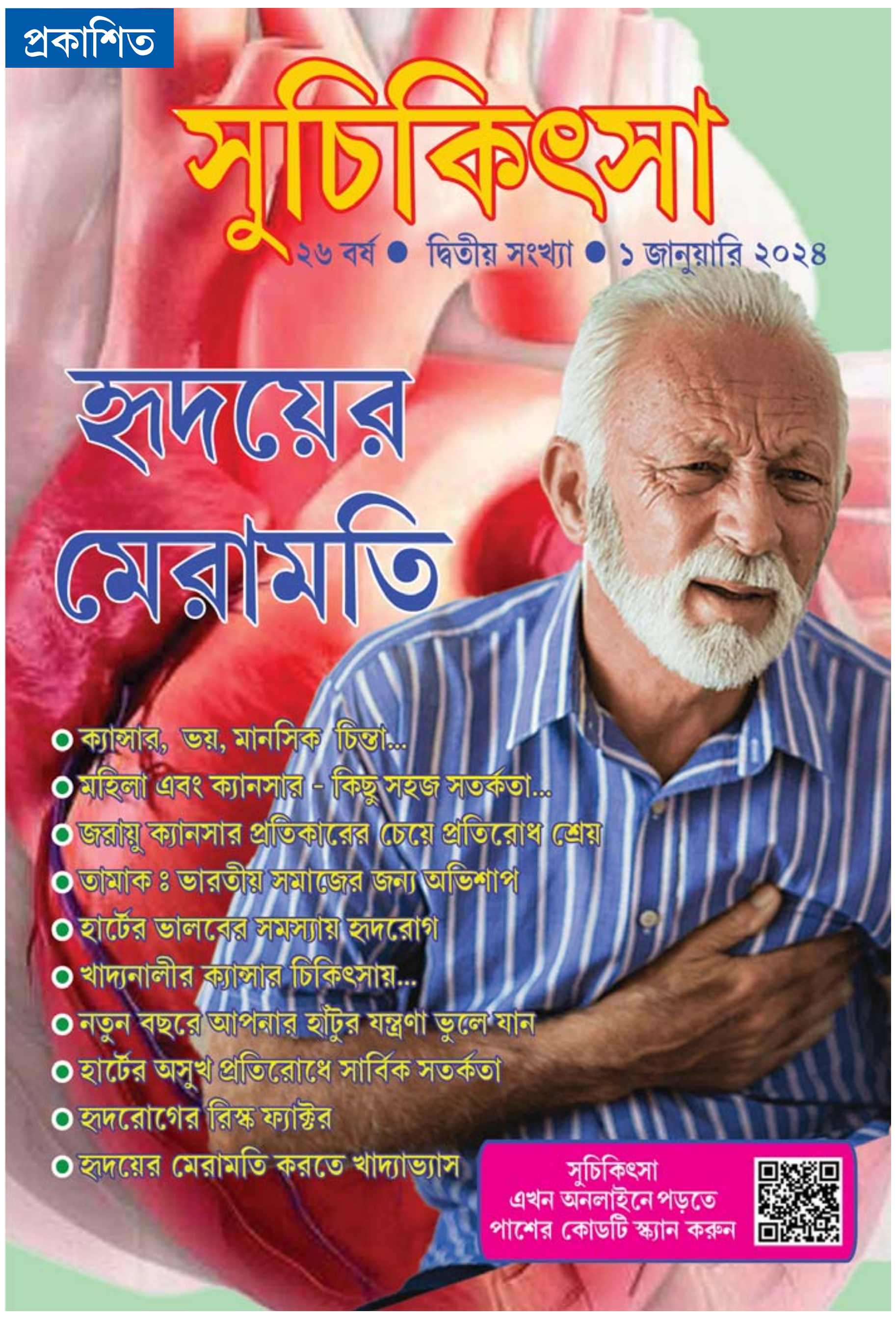

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com